পানিপথ।

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক।

শনিবার ২০ শে আশ্বিন, ১৩২৪ সাল

মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ রায় প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ পাঁড়ে—

১।১ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।

উৎসর্গ

মাষ্টার মহাশয়কে

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদেব—

শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু

এম, এ মহাশয়ের—

শ্রীচরণ-কমলে—

হৃদয়ের গভীরতম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার

নিদর্শন স্বরূপ

"পানিপথ"

উৎসর্গীকৃত হইল।

ইতি—

বিনয়াবনত

অতুল

পরিচয়।

ফকির।

বাবর	...	দিল্লীর সম্রাট।
হুমায়ুন	...	ঐ পুত্র।
সেরখাঁ	...	ঐ সেনাপতি।
জালাল	...	ঐ সেনানী।
ইব্রাহিম লোদী	...	দিল্লীর পাঠান সম্রাট।
মামুদ	...	ঐ পুত্র।
মোবরক	...	ঐ সেনাপতি।
দৌলত খাঁ	...	ইব্রাহিমের অধীনস্থ পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা।
জহির	...	ঐ সেনাপতি।
সংগ্রাম	...	মেবারের মহারাণা।
বিক্রমজিৎ	...	ঐ পুত্র।
চন্দ্রসেন	...	ঐ সেনাপতি।
শঙ্কর	...	জনৈক নাগরিক।
মেদিনী রায়	...	চন্দন দুর্গাধিপতি।
দুর্জ্জন	...	ঐ মন্ত্রী।
দেবরায়	...	সংগ্রামের সচিব।

যাচক, বাকা, হাকিমগণ, সৈনিকগণ, দূতগণ, নাগরিকগণ,
সভাসদগণ, পারিষদগণ, চারণগণ প্রহরিগণ ইত্যাদি—

কর্ণদেবী	...	মেবারের রাজ্ঞী।	লয়লা	...	ইব্রাহিম পত্নী।
হোসেনা	...	দৌলত খাঁর পত্নী।	জরিনা	...	দৌলত খাঁর কন্যা।
হেলেনা	...	জনৈক অন্ধ বালিকা।	কুমারী	...	শঙ্করের কন্যা।

নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি—

পানিপথ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বত প্রান্ত।

পর্ব্বত পার্শ্বে কামানের উপর দেহ ন্যস্ত করিয়া বাবর অৰ্দ্ধশায়িত।
পার্শ্বে হুমায়ুন। পর্ব্বত গাত্রে সেরখাঁ, জালাল ও সৈন্যগণ।

বাবর। অদৃষ্ট! (কিয়ৎক্ষণ নীরব পরে আড়ষ্ট কণ্ঠে ডাকিলেন) হুমায়ুন!

হুমায়ুন। (কাতর কণ্ঠে) পিতা!

বাবর। ওঃ (দীর্ঘ নিশ্বাস)

হুমায়ুন। অস্থির হবেন না পিতা। সমরখন্দ গিয়াছে, অদৃষ্টে থাকে আবার পাবেন। চিন্তায় কি লাভ পিতা?

বাবর। কিছু না। কোন লাভ নাই। আর আমি সে কথা ভাবছিনি, পুত্র আমি ভাব্‌ছি কি ছিলুম কি হয়েছি। অস্থির হচ্ছিনি। সেদিন যখন দুর্জ্জয়ী উজবেক্ সেনা আমার সৈন্যদল ছারখার করে দিয়ে আমার সিংহাসন চ্যুত করে সমরখন্দ হতে তাড়িয়ে দিল চলে এলুম, ভাবলুম আবার রাজ্য জয় করবো। সেই মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে দুর্ল্লঙ্ঘ্য হিন্দুকুশ পার হলুম।

কাবুল হস্তগত হল। ভাবলুম এবার বুঝি দুঃখের নিশা অবসান হল। আবার তারা আমায় তাড়িয়ে দিলে—আবার পথের ভিখারী হলুম।

(হুমায়ুন বাবরের অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিলেন ও পরে কহিলেন)

হুমায়ুন। রাত্রি সন্নিকট। চলুন পিতা এই হিংস্র বন্যজন্তুর আবাস ছেড়ে আর একটু এগিয়ে গেলেই বোধ হয় কোন লোকালয় পাবো। এখানে থাকা যে নিরাপদ নয় পিতা।

বাবর। নিরাপদ? রাজ্য হারা শক্তিহীন দুর্ব্বল আমি আমার আবার আপদ নিরাপদ কি পুত্র?

জালাল। জল—বড় তৃষ্ণা জল একটু জল।

হুমায়ুন। (স্বগতঃ) খোদা! একি করেছো দয়াময়। রাজ্যেশ্বর আজ পর্ব্বত প্রান্তে দীন ভিখারীর মত অব্যক্ত বেদনায় লুন্ঠিত হয়ে পড়ে আছে, স্বর্ণ বীনা ছিন্ন তন্ত্রী হয়ে অভিমানে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ব্যর্থ প্রয়াসের মর্ম্মন্তুদ জ্বালায় জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বাবর। (অর্দ্ধ স্বগতঃ) খোদা! কত পাপের এত শাস্তি খোদা! বিপদের ক্রোড়ে লালিত, ঐশ্বর্য্যের দ্বারে ভিক্ষুক আমি জীবন ভোর কেবল কষ্টই পেয়ে আসছি। কেবলই অশান্তি কেবলই উদ্বেগ। একবার একটু শান্তি দাও খোদা! হুমায়ুন! একটু জল!

হুমায়ুন। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে জল পাত্র বাহির করিয়া একটী কাঁচ পাত্রে জল ঢালিলেন, দেখিলেন অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, কহিলেন) "জল যে নাই কি করি।"

বাবর। দাও হুমায়ুন। ঐ টুকুই দাও। বড় তৃষ্ণা জ্বালায় বক্ষরক্ত শুকিয়ে গিয়েছে মরুভূমির মত জলে যাচ্ছে—

হুমায়ুন কম্পিত হস্তে বাবরকে জলপাত্র দান করিলেন। দূরে—

জালাল। (সাগ্রহে) আমায় একটু দিন্ আমায় একটু জল দিন।

বাবর। আমারি মত তৃষ্ণার্ত্ত। শুষ্ক জিহ্বা আড়ষ্ট কণ্ঠ। বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে।

জালাল। উঃ—

বাবর। (সহসা উঠিয়া সৈনিকের সম্মুখে গিয়া) এই নাও জালাল। পান কর।

জালাল। জনাব ! আপনি তৃষ্ণার্ত্ত—আর থাকেতো আমায় একটু দিন সাহাজাদা।

বাবর। এই নাও আমি দিচ্ছি নাও। আমার তৃষ্ণা এতে মিট্‌বেনা। এ তৃষ্ণা জলে মেটে না বুঝি। জালাল! তৃষ্ণায় এ বক্ষের ছাতি ফেটেও যায় যদি প্রাণ যাবে না। লৌহে গড়া এদেহ, সহিষ্ণুতায় বৰ্দ্ধিত তার প্রাণ, তৃষ্ণায় তা ভেঙে পড়বে না জালাল। এই নাও পান কর।

জালাল। জনাব।

বাবর। নাও ভাই। আমি বল্‌ছি নাও। যাদের প্রাণেই আমার প্রাণ, যারাই আমার সহায়, সম্পদে বিপদে রোদ বৃষ্টী ঝড় মাথায় করে চিরদিন যারা আমায় ঘিরে রয়েছে, বিপদের মুখে নিজের বক্ষ পেতে দিয়েছে, তোমরা যে তারা। আমার দেহের শক্তি, হৃদয়ের বল, অন্ধকারের আলো, কর্ম্মে-উৎসাহ, পথের পাথেয়। এই নাও, পান কর, তৃষ্ণা নিবারণ কর, দ্বিরুক্তি করোনা, ভাই। (পাত্র দান, সৈনিকের জল পান)

জালাল। খোদা! তোমার বেহেস্তের দেবতারা কি এঁর চেয়েও মহৎ।

বাবর। একি? একি হুমায়ুন? প্রাণ আমার নবীন উৎসাহেপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একি এ নবীন উদ্যম—নূতন শক্তি। কে তুমি দয়াময়

আমার প্রাণে আবার আশার সঞ্চার করে দিচ্ছ। কে তুমি অদৃশ্য মহাশক্তি আমার এ ছিন্ন বীনায় সুর ফুটিয়ে তুল্লে? কে তুমি? কোথায় তুমি প্রভু?

(ফকিরের প্রবেশ।)

ফকির। এই যে আমি বৎস।

বাবর। একি অপূর্ব্ব জ্যোতি, একি সৌম্য মূর্ত্তি, একি স্বর্গীয় শোভা! পৃথিবী পদ প্রান্ত চুম্বন করে এলিয়ে পড়ে আছে। অসীম উদার আকাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। কে আপনি? কে আপনি প্রভু?

ফকির। আমি ফকির। আর কেউ নই। বাবর! ওঠ অগ্রসর হও। মুহূর্ত্তের এই নৈরাশ্য হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। বুক বাধো। আজ তুমি যে পুণ্য সঞ্চয় কল্লে, তৃষিতকে জলদানে যে মহাপুণ্য করলে খোদা তার পুরস্কার দেবেন। ওঠ অগ্রসর হও! সম্মুখের এই বিপদ জঞ্জাল কেটে তবে তোমার সেখানে পৌছতে হবে। সাহস হারিও না। সম্মুখের এই কৃষ্ণ যবনিকা উত্তোলন করে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ছাখ বাবর—ছাখ কি উজ্জল দৃশ্য।

বাবর। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনি দেব।

ফকির। আবার ছাখ॥ (অন্তর্দ্ধান)

বাবর। (মুগ্ধ বিস্ময়ে) একি? এক অপূর্ব্ব মাতৃ মূর্ত্তি—মাথার উপরে তাঁর গ্রহোজ্জল স্নিগ্ধ নীলিমা, চারিদিকে তাঁর শ্যামল সুন্দর কুসুম সুগন্ধি বসন্তের শোভা, সম্মুখে তার রক্ত বন্যার ঢেউ খেলে যাচ্ছে, চরণ প্রান্তে এক দিব্য সিংহাসন—এক উজ্জল কাঞ্চন মণ্ডিত মণিমুক্তা খচিত, এক রমণীয় লোভনীয় সিংহাসন। শূন্য-আসন শূন্য। একি প্রভু? একি দৃশ্য? একি কোথায় গেল দেব?

ফকির। (নেপথ্যে) ভারত সাম্রাজ্য—ভারতের ভাবী সম্রাট তুমি। অগ্রসর হও।

বাবর। ভারত সাম্রাজ্য? ভারতের ভাবী সম্রাট আমি? হতভাগ্য; দীন দরিদ্র বাবর ভারতের ভাগ্য বিধাতা একি সম্ভব ফকির একি সম্ভব!

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। কেন, সম্ভব নয় জনাব? যে খোদার ইচ্ছায় বাদশা ফকির হয়ে যায় আবার সেই খোদারই ইচ্ছায় দীন দরিদ্র দুনিয়ার মালিক হয়।

বাবর। কে তুমি যুবক?

দূত। এতেই সম্যক অবগত হবেন জনাব। (পত্র দান)

বাবর। (পাঠান্তে) হুমায়ুন! পুত্র! প্রস্তুত হও আবার আমাদের দিন ফিরবে। পুত্র! ফকির শুদ্ধ ফকির নন। বেহেস্তের দূত। দেখাদিয়ে বলে গিয়েছেন, মূর্খ আমি জ্ঞানহীন আমি পেয়েও তাঁকে চিন্তে পার্ল্লুম না। চল পুত্র ভারতবর্ষে এই স্থাখ পাঠানের আমন্ত্রন লিপি। সসৈন্যে আমায় ভাবতবর্ষ লুণ্ঠন কর্ত্তে আমন্ত্রণ করেছে। (পত্রদান) কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে ভারত বিজয়। খোদা! তোমার আজ্ঞা, তোমার আহ্বান, তোমার আশীর্ব্বাদ। তুমিই শক্তি দান করো। চল দূত পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মেবারের রাজ প্রাসাদ কক্ষ॥

সংগ্রাম সিংহ ও দেবরায়।

সংগ্রাম। কিন্তু তা বলে এর দৌরাত্মেরও তো প্রশ্রয় দেওয়া যায়না আর। প্রতিদিন এই অবিচার এই অত্যাচার এই নৃশংস ব্যবহার এরও তো দমন কর্ত্তে হবে।

দেব। রানা! সত্য এর প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। শুধু আপনার কেন প্রত্যেক যোদ্ধার কাজ। তবে—

সংগ্রাম। বুঝেছি সচীব। কিন্তু তা সম্ভবে না বলেই আমি এ ষড়যন্ত্রে যোগদান করেছি। নইলে কর্ত্তুম না। একা পারবো না বলেই পাঠানের সঙ্গে একত্রিত হয়েছি (স্বগতঃ) আর একটা কথা তা কেউ জানে না, কাকেও জান্তে দেবোনা আমি। দেখি যদি হয় তখন হবে। তার পূর্ব্বে নয়। মেবার! জননী! না থাক। মন্ত্রীবর!

দেব। রানা!

সংগ্রাম। তুমি কি এর পক্ষপাতী নও?

দেব। রানা!

সংগ্রাম। বল মন্ত্রী।

দেব। জয়ী হবেন কি রানা?

সংগ্রাম সচীব! তুমি কি রাজপুত নও? দেখছো চক্ষের উপরে মাতৃস্থানিয়া নারী অপমানিতা লাঞ্ছিতা আর তুমি স্থির নিষ্কম্প স্বরে বলছো—"জয়ী হবেন কি রানা! রাজপুত কুলে জন্মগ্রহণ করে, জাতীর সেরা রাজপুত হয়ে বলছো তুমি—"জয়ী হবেন কি রানা" এ উত্তম।

দেব। মহারানা! মন্ত্রী আমি। আপনি স্বইচ্ছাতেই মন্ত্রীত্বের গুরুভার আমার মাথায় তুলে দিয়েছেন। সেটুকু ক্ষমতা, সেটুকু স্পর্দ্ধা নিয়েই আমি আপনাকে এ পরাজয় এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর্ত্তে ব্যাকুল হয়েছি। ভেবে দেখুন রানা—বুঝে কাজ করুন। সহস্র প্রজার সুখ শান্তি আপনার হাতে ন্যস্ত, লক্ষ প্রাণীর জীবন মরণ আপনার ইঙ্গিত সাপেক্ষ। কোটী রাজপুতের মান সম্ভ্রম মহারানার উত্থান পতনের সঙ্গে বিজড়িত। ভাবুন রানা পরিনাম চিন্তা করুন। এখনও অবশ্যাম্ভাবী সর্ব্বনাশ হতে বিরত হোন্।

সংগ্রাম। পরাজয়? কেন? রাজপুত কি যুদ্ধ কর্ত্তে জানে না? অসিহস্তে শত্রু বধ কত্তে জানে না?

দেব। তবে মোগল বাবরকে কেন আমন্ত্রণ করেছেন রানা। বিদেশী সে—আলোধরে তাকে ভারতের রত্নভাণ্ডারের দ্বার দেখিয়ে দিচ্ছেন কেন রানা?

সংগ্রাম। কণ্টকেনৈব কণ্টকোদ্ধারণম্। কণ্টক দিয়ে কণ্টক অপসারিত করবো তাই এ ষড়যন্ত্র।

দেব। বৃথা আশা রানা! ভারতের উর্ব্বর ভূমে একবার যে বীজ অঙ্কুরিত হবে আমূল শুকিয়ে না গেলে আর তা ভেঙে পড়বে না রানা। ভারতের স্বচ্ছ নীলনভে একবার যে ছবি প্রতিবিম্বিত হবে একটী প্রাবৃট কালীন ঘনমেঘজাল না হলে আর তা ঢেকে দিতে পারবে না।

সংগ্রাম। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

দেব। তবু বল্‌ছি এখনও বিরত হোন। এ যুদ্ধে আপনার পরাজয় নিশ্চিত।

সংগ্রাম। সচীব!

দেব। প্রভু!

সংগ্রাম। প্রতি কার্য্যে বাধা দেবে বলেই কি তোমায় মন্ত্রীত্বের পদে নিযুক্ত করেছিলুম।

দেব। দেব! এ বাধা নয়—

সংগ্রাম। যাও আমি কোন কথা শুনতে চাইনে আর। ছাখ তুমি—এই উন্মাদ ভারত সমুদ্রের শুষ্ক বালুময় তপ্ত সৈকতে দাঁড়িয়ে ছাখ ভীরু জয়ী হই কিনা। হয় পরাজয় যায় যাবে এই প্রাণ। প্রাণের অত মায়া থাকে যাও আত্মরক্ষা কর।

দেব। আমি—

সংগ্রাম। যাও দূর হয়ে যাও মূর্খ। (নীরবে দেবরায়ের প্রস্থান)

(কর্ণদেবীর প্রবেশ।)

কর্ণ। রানা!

সংগ্রাম। রাণি!

কর্ণ। কি কল্লে রানা! কি ভ্রম কল্লে?

সংগ্রাম। তুমিও কি বলতে চাও যে পরাজয় অনিবার্য্য। যুদ্ধের ফলাফলের কথা বলা যায়না মহিষী। স্বেচ্ছাচারী কামুক এই ইব্রাহিম তাকে পরাজিত—

কর্ণ। রানা এ পরাজয় তোমার এ যুদ্ধের নয়। পরাজয় তোমার দূর ভবিষ্যতে-পরাজয় তোমার সাধনার পথে—পরাজয় তোমার ভারত বিজয়ে।

সংগ্রাম। সে সঙ্কল্প এ্যা সে সঙ্কল্পের কথা তো আমি কাকেও বলিনি। মন্ত্রী তো তা জানেনা।

কর্ণ। রানা! মন্ত্রনায় যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁর দৃষ্টি দূর ভবিষ্যতে-বর্ত্তমানে নয়।

সংগ্রাম। তবে কি সচীব এ যুদ্ধের কথা বলেনি?

কর্ণ। না রানা! সচীব এ যুদ্ধের কথা বলেনি। সে লক্ষ্য করেছে দূর ভবিষ্যতের দিকে দেখেছে ঘোর অন্ধকার। সে চেয়েছে রাজ্যের মঙ্গল, প্রজার সুখশান্তি, রানার গৌরব।

সংগ্রাম। সত্যই কি তাই। তবেতো তাকে অন্যায় তিরস্কার করেছি। রাণি। দাঁড়াও। আমি আসছি। (দ্রুত প্রস্থান)

কর্ণ। স্বামী! কি কল্লে দুধ দিয়ে সাপ পুষলে সে কালনাগ যে তোমাকেই দংশন কত্তে চাইবে নাথ।

সংগ্রাম। (নেপথ্যে) সচীব! মন্ত্রী! দেবরায় বন্ধু!

কর্ণ। বড় মহৎ বড়ই উচ্চ, একটী সাধনার পথ নিজেই কণ্টকাকীর্ণ করে দিলে রানা এ কণ্টকিত পথে যে তোমাকেই চলতে হবে নাথ।

(সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ।)

সংগ্রাম। কর্ণদেবি!

কর্ণ। রানা!

সংগ্রাম। বড় ভূল হয়ে গেল সংঘাতিক—

কর্ণ। অনুতপ্ত হয়ে আর কি কর্ব্বে রানা। পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে কোন লাভ নাই। যা করেছো করেছো। যা হবার তা হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও। হৃদয় দৃঢ়কর-দৃষ্টি তীক্ষ্ণ কর।

সংগ্রাম। কিন্তু কি করলুম। উষ্ণ মস্তিষ্কের উত্তেজনায় কি মহা ভ্রম করলুম। পরমাত্মীয় পরম বন্ধুকে অন্যায় তিরস্কার করলুম, বন্ধু আমার অভিমানে চলে গেল। হৃদয়ে বড় লেগেছে তার। বড়ই মনোক্ষুণ্ণ

হয়েছে সে। কি বলতে যাচ্ছিল আমি শুনলুম না। তাড়িয়ে দিলুম-চলে গেল। কি করলুম। কি ভ্রম কি সাংঘাতিক ভ্রম করলুম!

কর্ণ। এখন কি কর্ব্বে? পশ্চাৎপদ হবে?

সংগ্রাম। পশ্চাৎপদ? সে আবার কেমন কথা রাণী? জীবনের ইতিহাসে তার প্রয়োগ করি নাইত।

কর্ণ। তবে কি কর্ব্বে? নিরপেক্ষ থাকবে?

সংগ্রাম। রানি! কথা দিয়েছি শপথ করেছি রাজপুত কখন শপথ ভঙ্গ করে না কিন্তু—

(প্রস্থান)

কর্ণ। গরিমা মেঘাবৃত—লুপ্ত নয়।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

পাঞ্জাবে দৌলতখাঁর কক্ষ।

দৌলত ও হোসেনা।

হোসেনা। কি উত্তর দেবে?

দৌলত। তাইত ভাবছি। এদিকে দূতেরও তো কোন সংবাদ পাচ্ছিনি। কতদিন তাকে পাঠিয়েছি এখনও কোন খবর নেই। সে কি কাবুলে এ পর্য্যন্ত পৌছতে পারে নি।

হোসেনা। দূরও তো অনেক। এত শীঘ্র ফিরে আসাও তো সম্ভব নয়।

দৌলত। সে এলেইত একটা কিছু ঠিক হয়ে যেত।

হোসেনা। মেবারের রানার কি মত?

দৌলত। তিনি আমায় সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হয়েছেন—

হোসেনা। তিনি এত শীঘ্র স্বীকৃত হবেন ভাবিনি।

দৌলত। প্রিয়তমে! রাজপুতকে তুমি জানোনা। সমস্ত রাজপুত জাতটাই ঐ একরকম। পরের জন্যে আশ্রিতের প্রাণ রক্ষার জন্যে তারা সব কর্ত্তে পারে। আজ যদি আমি কুঅভিপ্রায়ে রানার সাহায্য চাইতুম ত রানা ফিরেও চাইতেন না। অবজ্ঞায় হাসতেন বলতেন পাপের প্রশ্রয় রাজপুতের হাতে সম্ভবে না।

হোসেনা। তাতো যেন বুঝলুম। কিন্তু এই উপস্থিত বিপদের হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায় কি করে? এর কি কল্লে?

দৌলত। দেখি ভেবে দেখি। কি করবো? নিত্য এই ব্যাপার দেখছি। কি কচ্ছি তার? চক্ষের উপরে এই হত্যাকাণ্ড দেখছি কিন্তু কিছুই

কর্ব্বার ক্ষমতা নাই। সম্রাট তাঁর টুটী চেপে ধরেছেন কথাটী কইবার শক্তি নাই।

হোসেনা। তবে কি কর্ব্বে? সমর্পণ।

দৌলত। (রুক্ষস্বরে) হোসেনা!

হোসেনা। আর কি কর্ব্বে প্রিয়তম? বিসর্জ্জন?

দৌলত। কত্তে হয় করবো। কি বল।

হোসেন। বেশ উত্তর দাও। আজ মাসাধিক কাল দূত উত্তর প্রতীক্ষায় বসে আছে। উত্তর দিয়ে দাও। (প্রস্থান)

দৌলত। তাই ভালো। বিসর্জ্জন। কি করবো। নিরুপায়। কোই হ্যায়। (নেপথ্যে—হুজুর) রাজদূত। পথের ভিখারী হবো। কি করবো (রাজদূতের প্রবেশ।) এসদূত। দূত।

দূত। জনাব!

দৌলত। আর জনাব নই দূত। সামান্য পাঠান নগন্য পাঠান। কোন শক্তি নাই কোন ক্ষমতা নাই।

দূত। গিয়ে কি বলবো?

দৌলত। কি বলবে? তাই তো কি বলবে। (পরে সহসা টেবিলের উপর হইতে পাঞ্জা গ্রহণ করতঃ!) এই নাও দূত। সম্রাটকে ফিরিয়ে দিও। (পাঞ্জা প্রদান)

দূত। তবে আসি আমি।

দৌলত। এস দূত। (দূতের প্রস্থানোদ্যত ও পুনঃ ফিরিয়া)

দূত। দেখুন খাঁ সাহেব এখনও ভেবে দেখুন। স্বেচ্ছায় বিপদের বোঝা স্কন্ধে তুলে নেবেন না। দারিদ্র্য বরণ করে নেবেন না। সইতে পার্ব্বেন না।

দৌলত। দূত! গভীর তামসী নিশা যখন সন্ধ্যার স্কন্ধের উপর চেপে

বসে ক্ষীণালোকা সরলা বালিকা তার গতিরোধ কর্ত্তে পারে না সত্য কিন্তু সেই নৈশাধারেও ক্রমে ক্রমে একটা একটা করে অগণ্য নক্ষত্ররাজি ফুটে ওঠে। শীতের অন্তিমে প্রকৃতি দেবী তুষারাবৃত হয়ে থাকেন দেখে-ছোকি দূত তারি অন্তরাল হতে ধীরে ধীরে নববসন্তের শোভা ফুটে ওঠে। শরতের ঘন কৃষ্ণ মেঘজাল দেখেছ দূত? তারি কৃষ্ণাবরণ ছিঁড়ে অরুণ কিরণ ছড়িয়ে পড়ে না? যাও দূত পাঞ্জা নিয়ে যাও। সম্রাটকে ফিরিয়ে দিও।

দূত। তবে তাই হোক্। খাঁ সাহেব আমি বৃদ্ধ। আশীর্ব্বাদ কর্ব্বার অধিকার আমার আছে। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। তুমিই বুঝেছো আজি কার এই ভারতের শোচনীয় অবস্থা তুমিই একা দেখেছো। তুমিই তাই দাঁড়িয়েছো। খোদা! মঙ্গল কর। পাপীর বিনাশ সাধনে দুর্ব্বল হস্তে শক্তি দাও দয়াময়। তবে আসি বন্ধু, আদাব।

দৌলত। এস বন্ধু। আদাব। (দূতের প্রস্থান) আমি একা দেখিনি বন্ধু দেখেছেন আর একজন উভয়ে দেখেছি দেখে আর একজনকে ডেকেছি তিনের সম্বদ্ধশক্তি সংঘাতে—

(হোসেনার প্রবেশ।)

হোসেনা। কি হবে?

দৌলত। কি হবে? বিপন্ন আশ্রিতের প্রাণ রক্ষা হবে। মান রক্ষা হবে। উচ্চশির নুইয়ে চলিনি কোন দিন মান বজায় থাকবে। আর কিছু নয়। আর কিছু উদ্দেশ্য আমার নাই। চল হোসেনা এই প্রাসাদ ছেড়ে এতে আর আমাদের কোন অধিকার নাই।

হোসেনা। যদি ফিরেই দাঁড়াবে তবে প্রাসাদ পরিত্যাগ কর্ল্লে কেন? পাঞ্জা ফিরিয়ে দিলে কেন?

দৌলত। (দুঃখের হাসি হাসিয়া) নারী! যখন রাজ পাঞ্জা গ্রহণ করেছিলুম শপথ করেছিলুম যতদিন এই পাঞ্জার বলে বলীয়ান থাকবো যতদিন এই পাঞ্জার ব্যবহার করবো, শাশন করবো ততদিন সম্রাট আমার প্রভু আমি ভৃত্য। সম্রাট আজ্ঞাদাতা আমি আজ্ঞাবাহী। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করে এসেছি আর সম্ভব নয় তাই পাঞ্জা ফিরিয়ে দিলুম। যাও হোসেনা, দরিদ্র গৃহিনী তুমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হওগে। (হোসেনার প্রস্থান)
(অপরদিক দিয়া দহিরের প্রবেশ।) দহির, এই ত্মাখ দহির। সম্রাটের আজ্ঞাপত্র।

(পত্রদান ও প্রস্থান)

দহির। (পত্রপাঠ)
["দৌলত খাঁ! আমার প্রজাগণকে তুমি অন্যায় আশ্রয় প্রদান করিয়াছ। সত্বর তাহাদিগকে উপযুক্ত প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিবে কিংবা তোমার কন্যা দরিয়াকে আমার অঙ্কলক্ষ্মী করিতে পারো। নতুবা সিংহাসন পরিত্যাগ করিবে। ইহাই দিল্লীশ্বরের আদেশ। সত্বর যাহা হয় বাছিয়া লইও। সমর্পণ কিংবা বিসর্জ্জন। দূতমুখে উত্তর প্রদান করিবে। দিল্লীশ্বর"!]

পিশাচ। (ক্রোধে দহির আর কথা কহিতে পারিলেন না দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া পত্র ছিন্ন করিয়া পদতলে নিক্ষেপ করতঃ কহিলেন) এই তোর উচিত পুরস্কার।

(সামান্য পাঠানের বেশে দৌলত দরিয়ার হাতে ধরিয়া প্রবেশ।)

দহির। (সাগ্রহে) আমায় আদেশ দিন জনাব, আমি এর উত্তর দিয়ে আসি।

দৌলত। দহির! সেনাপতি? আর আমি জনাব নই। আমি সিংহাসন পরিত্যাগ করেছি।

দহির। (সমধিক উল্লাসে) তবে আমায় আদেশ দিন প্রভু আমি এর উচিত শাস্তি দিয়ে আসি।

দৌলত। আদেশ দেবো দহির? দহির!

দহির। (জানুপাতিয়া) মনিব! প্রভু! অন্নদাতা আদেশ দিন।

দৌলত। আদেশ নয় দহির। আজ আমার এক অনুরোধ।

দহির। আমায় লজ্জিত কর্বেন না প্রভু।

দৌলত। একটা অনুরোধ দহির। দরিদ্র নিঃসহায় দৌলতখাঁর দরিদ্রা কন্যা দরিয়াকে আশ্রয় দাও দহির। একে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করলুম। একে দেখো দহির।

(দরিয়ার হস্ত দহিরের হস্তে রাখিলেন)

দহির, দরিয়া। (উভয়ে জানু পাতিয়া) আশীর্ব্বাদ করুন পিতা।

দহির। আশীর্ব্বাদ করুন পিতা যে মহাদায়িত্বের বোঝা আজ স্কন্ধে তুলে নিলুম, যেন তা বহন কর্ত্তে সক্ষম হই।

(দরিয়া দহির মস্তক অবনত করিয়া রহিল)

দৌলত। হোসেনা হোসেনা! কোথায় তুমি?

(দরিদ্রা বেশে হোসেনার প্রবেশ)

হোসেনা। এই যে আমি।

দৌলত। হোসেনা, ছাখ হোসেনা এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য কোথায় হোসেনা?

(দুইহস্তে দুজনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন হোসেনা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।)

চতুর্থ দৃশ্য।

ইব্রাহিম লোদীর প্রমোদোদ্যান।

আসনে ইব্রাহিম ,পারিষদগণ মদ্যপান করিতে ছিলেন।

নর্ত্তকীগণের গীত।

না হলে আপন হারা প্রেম কি মেলে।
পরশে হৃদয় রসে সুধা উথলে।
প্রেম দেয়না ধরা যারে তারে, থাকে কোথায় কয়না কারে,
ধরে সে যে ধরতে পারে আপন ভুলে।
প্রেম কভু না থাকে বশে, আসে যদি আপনি আসে
প্রেম সরল প্রাণ ভালবাসে।
বোঝে না যে বুঝব বলে।

ইব্রা। চমৎকার ক্যায়া তোফা। সিরাজি।

(ক্ষিপ্রহস্তে পারিষদ কর্ত্তৃক সিরাজি দান।)

আচ্ছা চীজ। সিরাজি আর বাইজী। দিল খোস হোগিয়া।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

ইব্রা। এও নবাব আলি—

২য় পারি। হুজুর!

ইব্রা। লেয়াও—উস্‌কো বিবিজানকো লেয়াও।

২য় পারি। যো হুকুম খোদাবন্দ।

(প্রস্থান)

ইব্রা। সিরাজী! (পারিষদ কর্ত্তৃক দান) চমৎকার জিনিষ। সুন্দর—মন মাতানো। সব ভুলিয়ে দেয়। বিশ্ব সংসার রঙ্গীন হয়ে ওঠে। মন মাতোয়ারা হয়ে যায়। চমৎকার! এও—

১ম পারি। জনাব!

ইব্রা। সিরাজী কে তৈরী করেছিল প্রথম—জানো?

১ম পারি। আজ্ঞে—

ইব্রা। জানোনা।

১ম পারি। আজ্ঞে কি করে জানবো—মূর্খ—

ইব্রা। মূর্খের রাজসভায় স্থান নাই—

১ম পারি। আজ্ঞে কোথায় যাবো। আপনি মা বাপ, আপনার খেয়ে আমি মানুষ—আমার বাবা মানুষ। আপনি আশ্রয়দাতা।

ইব্রা। আমি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছি।

১ম পারি। আজ্ঞে সে কথা আর বলতে? আপনি দয়া না ক'লে আমরা আর কয়দিন? আপনি দয়াবান।

ইব্রা। আমি দয়া না কল্লে মরে যেতিস্।

১ম পারি। মর্ত্তাম বলে মর্ত্তাম। এমন তাঁবা কাঁসার পৈত্রিক প্রাণটা একেবারেই গেছল আর কি? বাঁচবার আর কোন আশাই ছিল না।

ইব্রা। আচ্ছা বলতে পারিস, হজরত বড় না আমি—

১ম পারি। ওটা একটা ভিক্ষুক ফকির নোংরা, ও আপনার কাছে দাঁড়াতে পারে? আপনি হলেন সম্রাট। সোজা কথা? কি বলহে ভায়া?

৩য় পারি। নিশ্চয়ই! তামাসা নাকি?

ইব্রা। কিন্তু লোকে যখন বলে বড়—

১ম পারি। আজ্ঞে তা বলবে বইকি—বলবে বইকি। সে শত হলেও হ—জ—র—ত; আর আপনি—আপনিও কম নন—স—ম্রা—ট্—

৩য় পারি। মীরাট্—কর্ণাট্—গুজরাট্।

ইব্রা। এও বেল্লিক, চুপ।

৩য় পারি। আজ্ঞে চুপ চুপ।

(দ্রুত শঙ্করের প্রবেশ ও ইব্রাহিমের পদতলে পড়িয়া)

শঙ্কর। জাঁহাপনা! রক্ষা—করুন—আমার মান-সম্ভ্রম সব গেল যে সম্রাট।

১ম পারি। কে হে তুমি এখানে এমন বেসুরো রাগিনী ভাঁজতে এলে।

৩য় পারি। একেবারে মল্লাট।

১ম পারি। মূর্খ—মল্লাট নয় মল্লার।

৩য় পারি। হাঁ হাঁ ভুল হয়ে গেছলো। ঠিক,—মোল্লার। তবে কি জানো, মিল রাখতে হবে ত! মীরাট—কর্ণাট—মল্লাট—

শঙ্কর। সম্রাট!

৩য় পারি। তারপর এই—ঘাট—মাঠ—পাট তবে এগুলো একটু মোলায়েম্।

ইব্রা। কি চাও তুমি?

শঙ্কর। জাঁহাপনা, আমার একটী মাত্র কন্যা—

ইব্রা। বয়েস কত?

শঙ্কর। জাঁহাপনা, বয়েস পনের কি ষোল হবে।

ইব্রা। লেয়াও—লেরকীকো ইধার লেয়াও।

১ম পারি। যাও—যাও—লেয়াও।

শঙ্কর। কর্ণ! বধির হয়ে যাও। উঃ—ভগবান! তোমার বজ্র কি শক্তিহীন? এ মহাপাতকীদের কি কোন দণ্ড নাই বিধাতা!

ইব্রা। কি এত বড় কথা? কোন হ্যায়—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর!

ইব্রা। পাকড়ো। না—বেঁধোনা—নজরবন্দী। শোন, তোমাকে প্রচুব অর্থ দেবো।

১ম পারি। প্রচুর অর্থ।

ইব্রা। শুনেছি তোমার কন্যা খুব সুন্দরী! প্রচুর অর্থ পাবে। ছ্যাখ—ভেবে ছ্যাখ।

১ম পারি। ভাবো—ভাবো—ভেবে দেখ।

শঙ্কর। পিশাচ! তোদের মা বোন্ নেই?

ইব্রা। দেবে না?

শঙ্কর। প্রাণ থাকতে নয়। এখনও কি তুই বেঁচে আছিস মা? দ্বার অর্গলাবদ্ধ করে আমি এসেছিলাম সাহায্য প্রার্থনায়। পিশাচের রাজ্যের পৈশাচিক অত্যাচারের বিপক্ষে সাহায্য প্রার্থনায় এসে—

কুমারী। (নেপথ্যে) ওগো ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। বাবা কোথায় আপনি!

শঙ্কর। একি—একে আমার মেয়ের কণ্ঠস্বর! মা! মা!

(কুমারীকে ধরিয়া দ্বিতীয় পারিষদের প্রবেশ)

কুমারী। বাবা!

শঙ্কর। মা আমার—ছেড়ে দে পিশাচ!

(দ্বিতীয় পারিষদকে লাথি মারিলেন)

২য় পারি। ওরে বাবা।

ইব্রা। খবর্দ্দার। এও—বন্দী কর। এই তোমার কন্যা! ক্যায়া তোফা! সুন্দরী বটে--উপভোগ্যা। এসো—

কুমারী। স্পর্শ কর্ব্বেন না সম্রাট, আমি কুলবালা।

ইব্রা। না সুন্দরী, তা হবেনা। এ বাহুর বন্ধন বড়ই কঠিন। অনেক সুন্দরী—অনেক যুবতী এর পাশবদ্ধা আছে—তোমাকেও থাকতে হবে চাঁদ।

(অগ্রসর হইয়া স্পর্শ করিতে উদ্যত)

কুমারী। রক্ষা কর—রক্ষা কর কে আছ কোথায়—সতীর সতীত্ব যায়। বাবা! (ক্রন্দন)

শঙ্কর। (স্বগত) আর নয়—কত সয়! আর উপায় নাই—এক উপায়। (প্রকাশ্যে) সম্রাট! এত নীচ পিশাচাধম হবেন না। পিতার সম্মুখে কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার কর্ব্বেন না। আমায় ছেড়ে দিতে বলুন। আমি চলে যাই।

কুমারী। বাবা! আপনিও—(শঙ্কর ইঙ্গিতে বালিকাকে চুপ করিতে বলিলেন)

ইব্রা। বেশ—যাও—সচ্ছন্দে চলে যাও। তোমাকে দিয়ে কোন প্রয়োজন নাই।

শঙ্কর। সম্রাটের অসীম করুণা। বিদায়ের পূর্ব্বে আমার কন্যাকে

একবার আশীষ-চুম্বন কর্ত্তে আজ্ঞা দিন।

ইব্রা। বেশ। কিন্তু সাবধান—এক লহমা।

শঙ্কর। তাই হবে সম্রাট!

কুমারী। তবে আসুন পিতা।

শঙ্কর। আয় মা! মা আমার! কন্যা আমার! আর উপায় নাই। ভগবান! অপরাধ নিয়োনা প্রভু! কি করবো—তোমার বজ্রও আজ শক্তি-হীন হয়ে গিয়েছে। নিরুপায়! আয় মা।

কমারী। আসুন পিতা।

(কুমারী শঙ্করকে প্রণাম করিল। শঙ্কর বালিকার ললাটে চুম্বন করিলেন ও পরে বালিকাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া সহসা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছোরা বাহির করিয়া বালিকার বক্ষে আমূল বসাইয়া দিলেন ও কহিলেন)

"তোকে স্বাধীনতা দিতে আর উপায় নাই, তাই এ ছুরিকার শানিত অগ্রে এই বিদায় চুম্বন!"

কুমারী। ওঃ—বাবা—যাই—ভগবান! (মৃত্যু)

শঙ্কর। ওহো হো হো হো। মা! মা! নাই—যাক্। পিশাচ! এক-দিন এর প্রতিশোধ পাবে—

(রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে শঙ্করের দ্রুত প্রস্থান)

(ইব্রাহিম ভীত ও বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন)

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ-পথ।

(কয়েকজন রাজপুত, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণের প্রবেশ)

১ম রাজ। এস ছুটে এস—ছুটে এস—নিশি প্রভাত না হতে এ পাপ রাজ্য পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে।

২য় রাজ। চলুন চলুন। উঃ কি অত্যাচার! কি অবিচার! আকাশের বজ্রও কি এদের মাথায় ভেঙে পড়েনা। আশ্চর্য্য!

৩য় রাজ। নির্ব্বংশ হোক্—নির্ব্বংশ হোক।

১ম রাজ। এই যত সব রাজ কর্ম্মচারীর দল—এরা খাসা মজা পেয়েছে। লোকের উপর অযথা অত্যাচার কচ্ছে—আর সম্রাট—তিনি চোখবুজে মসনদে বসে মেয়ে মানুষের গান শুনছেন্—আর মদে মজগুল হয়ে আছেন আর বলছেন্—চালাও—চালাও।

৩য় রাজ। আর কি অন্যায় দেখুন? (নিম্নস্বরে) মেয়ে মানুষ কুলবালার উপরও এরা অত্যাচার কর্ত্তে দ্বিধা করে না। একেবারে পিশাচ—পাষণ্ড।

১ম রাজ। যেমনি প্রভু—তেমনি ভৃত্য। রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্খা পরিত্যাগ করে রাজাই প্রজার অশান্তি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যদি—তবে আর উপায় কি? সম্রাটের প্রতাপ কত?

৩য় রাজ। তবু যাবে—উচ্ছন্ন যাবে—উচ্ছন্ন যাবে। যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয়না। এই পাপেই জাতীয় পতন।

১ম রাজ। তা যাক্ এরা মরুক। পচে গলে বিষ্ঠার কীট হয়ে থাক। হেঁটে চল—হেঁটে চল।

৩য় রাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন, নিশি প্রভাতে কেউ দেখতে পেয়ে সম্রাটকে সংবাদ দিলে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ কর্ত্তে হবে।

২য় রাজ। দেখুন আরও একদল লোক এইদিকে আসছে।

১ম রাজ। কোথায় হে? কোথায়?

২য় রাজ। ঐ যে এসে পড়লো বুঝি।

১ম রাজ। দ্যাখ দ্যাখ—ভালো করে দ্যাখ,--রাজার বরকন্দাজ নয়তো আবার। (পলায়নোদ্যত)

(দ্রুত একদল পাঠানের প্রবেশ।)

১ম পাঠান। চল চল আর নয়,—কবে আবার আমাদের জরু ছাওয়াল নিয়ে বেইজ্জত করবে। কাজ নাই আর এখানে থেকে।

২য় পাঠান। এই যে আরও জনকয়েক লোক দেখতে পাচ্ছি, পরিচ্ছদে বোধ হয় রাজপুত। দেখি।—মহাশয়গণ!

১ম রাজ। কি—কি—কি হয়েছে?

১ম পাঠান। মশায়! সর্ব্বনাশ হয়েছে। রাজার খাজনা দিতে পারিনি বলে আমাদের গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। ওঃ বাড়ী ঘর দোর সমস্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে, মশাই সমস্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে।

২য় পাঠান। সরকারের লোক ঘরে তালা লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে—কত লোক পুড়ে মরেছে। কি করবো আর এদেশে নয়—আমরা এদেশ ছেড়ে পালাব।

১ম রাজ। আমরাও এই পথের পথিক। অত্যাচারের যন্ত্রণায় দেশ ছেড়ে পালাচ্ছি, চলুন পালাই—শক্তি নাই—ক্ষমতা নাই কি করবো?

(রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। শক্তি তোমাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে রাজপুত। ফেরো—ফিরে তাকে বরণ করে নাও। শক্তি তোমাদের হৃদয়-মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়ে মর্চ্ছে পাঠান। জাগো, জাগো—তাকে সজীব করে নাও! শক্তি তোমাদের আজ্ঞায় তোমাদের তাচ্ছিল্যে তোমাদেরই চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে—তাকে একত্রিত করে নাও রাজপুত

১ম রাজ। কে আপনি।

শঙ্কর। তোমাদের ভাই! তোমাদের নিঃসহায় নিরাশ্রয় ভাই! ভাই! ভাই! আমায় সাহায্য কর। তোমরা আমার কন্যার অপমানের—

সকলে। কন্যার অপমানের?

শঙ্কর। হ্যাঁ—কন্যার অপমানের। সত্যই তাই। তবে শোন সবে। আমার আর কেউ ছিলনা। এক মাত্র কন্যা—তাকে—তাকে স্বহস্তে বধ করেছি—এই দ্যাখ ছোরা। এই ছোরায় স্বহস্তে সেই আধ-বিকশিত গোলাপটী—ওঃ—

সকলে। হত্যা করেছো নিজেরি কন্যাকে?

শঙ্কর। হ্যাঁ করেছি—নিজের কন্যাকে। কেন জিজ্ঞাসা কল্লে না? শোন, পিশাচ সম্রাট—ইব্রাহিমের পৈশাচিক আক্রমণ হতে রক্ষা কর্ত্তে আমার কন্যাকে আমি স্বহস্তে হত্যা করেছি। এখনও সে দৃশ্য দেখছি—কন্যা আমার একটী উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে নিভে গেল। ভাই সব। আমি এর প্রতিশোধ নেবো—তোমরা আমার সহায় হও!

সকলে। চল—চল আমরা—যাবো প্রতিশোধ নেবো। চল—তুমি আমাদের চালিয়ে নিয়ে চল।

শঙ্কর। এস—এস ভাই সব! চলে এস—সমগ্র রাজপুতনা জাগিয়ে

তুলবে—ঘুমন্ত হিন্দুস্থানের উপর দিয়ে আজ এমন একটা যাদুদণ্ড ছুলিয়ে নিয়ে যাবো—যাতে শিশুও মায়ের কোল পরিত্যাগ ক'রে কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যাতে এমন একটা কিছু হবে, যা কেউ কখনও ভাবেনি। চলে এস—আমি মায়ের ভেরী শুনতে পেয়েছি—এস।

[সকলের দ্রুত প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মেবারের রাজ-প্রাসাদ।

সংগ্রামসিংহ ও দৌলতখাঁ।

সংগ্রাম। খাঁ সাহেব! আমরা রাজপুত—শপথ ভঙ্গ করিনা।

দৌলত। দেখবেন রাণা, দয়া করেছেনই যদি—বিমুখ হবেন না। আশ্রয় দিয়ে আবার আমায় নিরাশ্রিত কর্ব্বেন না। আমি আজ বড় বিপদে পড়ে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। গৃহ প্রতারিত হয়েছি, পথে রাজদস্যু আমার সর্ব্বস্ব লুট করেছে—পথশ্রমে অনাহারে অনিদ্রায় আমার পত্নী প্রাণত্যাগ করেছে, আর আমি আশ্রয়াভাবে আপনার দ্বারে উপস্থিত হয়েছি।

সংগ্রাম। খাঁ সাহেব! পূর্ব্বেই বলেছি—আবার বলছি, আপনার কোন ভয় নাই। পূর্ব্বেই আপনাকে সাহায্য কর্ব্বো বলেছিলাম—আজও বলছি—আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে দুর্বৃত্ত দমনে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব। আপনার কোন চিন্তা নাই।

দৌলত! খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

সংগ্রাম। আর মনে রাখবেন বন্ধুবর—আপনি আজ শুধু আমারই অতিথি নন্—সমস্ত রাজপুতনার অতিথি। সমস্ত রাজপুতনা আপনার সম্মান রক্ষার্থে প্রাণদান কর্ব্বে।

দৌলত। (স্বগত) এমন একটা দেবপ্রাণ এই মরুভূমিতে ফেলে রেখেছো কেন খোদা! দৌলতখাঁ! আর ভয় নাই—আর চিন্তা নাই।

সংগ্রাম। কি ভাব্‌ছেন খাঁ সাহেব?

দৌলত। রাণা!

সংগ্রাম। আজ্ঞা করুন।

দৌলত। রাণা, আমায় লজ্জিত কর্ব্বেন না।

সংগ্রাম। সে কি কথা খাঁ সাহেব।

দৌলত। মহারাণা! এসেছি ভিক্ষা কর্ত্তে—আমি আজ্ঞা করবো কি রাণা?

সংগ্রাম। যা আপনার অভিপ্রেত হয় ব্যক্ত করুন, আমায় আদেশ প্রদান করুন, আমি তাই পালন করবো।

দৌলত। রাণা! দীন দরিদ্র গৃহ-প্রতাড়িত হতভাগ্য আমি—আমি আদেশ করবো কি রাণা? আমি আজ্ঞা করবো আপনাকে? আশ্রয়-দাতা! আমি কি আজ্ঞা করবো—কে আমি?

সংগ্রাম। আমার দেবতা। জানেন খাঁ সাহেব, অতিথি রাজপুতের ধর্ম্মে দেবতা। বলুন, আপনার কি অভিপ্রায়?

দৌলত। (স্বগত) এরা কি মানুষ? (প্রকাশ্যে) যা আমার অভিপ্রেত হয়, তাই পাবো কি রাণা?

সংগ্রাম। ব্যক্ত করুন। পৃথিবীতে থাকে যদি তাই এনে দোব।

দৌলত। তবে এস মহীয়ান্—এস সুন্দর—এস আদর্শ মানব—এস তুমি, আমায় তোমার পবিত্র আলিঙ্গন প্রদান কর। মুসলমান আমি---

সংগ্রাম। এস ভাই—হিন্দু মুসলমান—তারাতো একই মায়ের দুটী সন্তান। দুটী ভাই। এস ভাই। (উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ)

(দহিরের প্রবেশ।)

দহির। একি দৃশ্য! মনোমুগ্ধকর--বিস্ময়সঞ্চারক--অপূর্ব্ব শোভা--অপূর্ব্ব সম্মিলন! আকাশের চন্দ্র সূর্য্য যেন পাশাপাশি ফুটে উঠেছে। বেদ ও কোরাণ একসঙ্গে ধ্বনিত হচ্ছে—মন্দির-মস্‌জিদ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এক অভূতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় মিলন দৃশ্য!

(কর্ণদেবীর প্রবেশ)

কর্ণ। কিন্তু দেখ পাঠান--দেখ হিন্দু--এ আলিঙ্গন-ডোর যেন ছিন্ন হয়ে না যায়। ভাইয়ে ভাইয়ে এক হয়ে যাও। ঈশ্বর আল্লায় কোন প্রভেদ নাই—স্বর্গ বেহস্ত দুটী নয়-সব এক--কোন প্রার্থক্য নাই।

দৌলত। (জানু পাতিয়া) আশ্রিতের ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করুন মেবার-রাজ্ঞী!

কর্ণ। জননীর স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর পাঠানোত্তম। হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যাও—দেশের কল্যাণে—জন্মভূমির উন্নতিকল্পে ক্ষুদ্র দ্বেষ-বিদ্বেষ ভুলে যাও। বড় ভাগ্যবান তোমরা--এদেশে জন্মগ্রহণ করেছো। এস চারণগণ—গাও তোমাদের মেঘমন্দ্রে দ্বেষবিদ্বেষের কোলাহল ডুবিয়ে দিয়ে গাও চারণগণ--"জননী ভারতভূমি আমাদের" গাও হিন্দু—গাও পাঠান—গাও চারণগণ,--"জননী ভারতভূমি আমাদের মোদের গরব মোদের মান!"

(গাহিতে গাহিতে চারণ ও চারণীগণের প্রবেশ)

গীত ।

জননী ভারতভূমি আমাদের মোদের গরব মোদের মান ।
ধন্য আমরা জনমি হেথায় মাথায় মায়ের আশীষ দান ।

চারণ । বাপ্পা, হাম্বীর, ভীমসিংহ করিল ভারত-মায়েরে ধন্য,
চারণী । সুন্দরী সেরা পদ্মিনী রাণী সবার পূজ্যা চির বরেণ্য ;
চারণ । দানে জ্ঞানে ধ্যানে দয়া করুণায় শ্রেষ্ঠ ভারত উঠিল তান,
চারনী । প্রণমি পূজিল বন্দিল সবে ধন্য ভারত রাজস্থান ;

জননী ভারতভূমি আমাদের মোদের গরব মোদের মান ।
ধন্য আমরা জনমি হেথায় মাথায় মায়ের আশীষ দান ॥

সংগ্রাম । গাও চারণগণ ! এমন ক'রে গাও—যার তার স্বর হিন্দুস্থানের প্রতি ঘরে ঘরে ভস্মাবৃত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গগুলি ফুৎকারে জ্বালিয়ে দেবে—যার মূর্চ্ছনা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় বেজে উঠবে ।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর । গেয়েছি মহারাণা—আমি গেয়েছি । আমি জ্বালিয়েছি—জাগিয়েছি ; মন্দির মস্‌জিদের ছায়ায় এক বিচিত্র সমবায়ের সৃষ্টি করেছি । বেদ ও কোরাণ নিংড়িয়ে এক নূতন ধর্ম্ম সৃজন করে, সেই সৃষ্টী অনুপ্রাণিত করে আপনার কাছে ছুটে এসেছি । হিন্দু মুসলমানকে একাধারে টেনে এসেছি । তাদের বিংশ সহস্র তরবারী আপনার ইঙ্গিতে পিধানোন্মুক্ত হয়ে শক্রর মনে ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে দেবে ।

সংগ্রাম । কে তুমি আজ রাজপুতনার গভীর সুপ্তিজাল ছিন্ন ক'রে দিলে । তাকে আজ একটা মোহন মন্ত্রে ক্ষিপ্ত করে ছুটায়ে দিলে ?

কে তুমি আজ এ অপরাধীর দেশে বিচারকের বেশে এসে দাঁড়ালে!--- কে তুমি?

শঙ্কর। আমিও রাজপুত। যন্ত্রনায় ক্ষিপ্ত অত্যাচারক্রুদ্ধ—অপমানের জ্বালায়—প্রতিহিংসার তীব্র তাড়নায় হিংসার মত অন্ধ! মা! মা! ফিরে দাঁড়া মা! তোর ঐ রক্তমাখা বক্ষ আমার দিকে ফিরিয়ে দাঁড়া মা! দেখি—ধমনীতে আবার উষ্ণরক্তস্রোত বহুক্—দেহের প্রতি গ্রন্থি-শিরায় দাবানল জ্বলে উঠুক। দাঁড়া মা--ফিরে দাড়া!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

গোমুখী-তীর।

তুষারাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী।

দূরে তুষার মধ্যে বাবর, হুমায়ুন ও সৈন্যগণ তুষার কাটিয়া পথ করিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন। প্রবাহিতা গঙ্গা দেখিয়া সৈন্যগণ কোলাহল করিয়া উঠিল।

সৈন্যগণ। নদী—নদী—ঐযে নদী দেখা যাচ্ছে।

বাবর। কোথায়? কোথায়? হুঁ! এইবার বোধ হয় পথ পাবো। কিন্তু কি দুর্গোগ! পথ ভুলে কোথায় এসে পড়েছি। কত দূরে!

হুমায়ুন। দূতের আকস্মিক মৃত্যুই এই দুর্য্যোগের কারণ—হতভাগ্য দূত!

বাবর। দুর্ভাগ্য তার নয় পুত্র। দুর্ভাগ্য আমার। আমারই বিষাক্ত নিশ্বাস সেই সাধুর অঙ্গস্পর্শ করেছে। কি অদ্ভুত অদৃষ্ট! একখণ্ড তৃণের মত বিপদ সাগরের তরঙ্গেরঘাত-প্রতিঘাতে ভেসে যাচ্ছি—কত সহ্য কচ্ছি—আরও কত করবো কে জানে!

হুমায়ুন। আর যে এগোনো যায়না পিতা।

বাবর। দাগো—কামান দাগো—কামানে পথ পরিস্কার করে নাও! পুত্র! এ শুধু তুষারস্তূপ নয়—এ আমার স্তূপীকৃত বিপদরাশি। মনে পড়ে

হুমায়ুন ফকিরের কথা ? “সম্মুখের এই বিপদ জঞ্জাল কেটে তবে তোমায় সেইখানে পৌঁছতে হবে—সাহস হারিও না ।” যত বাধা, যত বিঘ্ন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়—কেটে পথ করে নেবো—মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অগ্রসর হব। ভারত সিংহাসন হজরত দেখিয়ে দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সকল দেশের সেরা দেশ—সকল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজ্য ভারতবর্ষ চাইই। হজরতের আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না। উষ্ণ নিশ্বাসে বরফ গলিয়ে দাও.

হুমায়ূন। আলোক দেখিয়ে দাও হজরত !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর প্রাসাদ-কক্ষ।

মামুদ ও মোবারক।

মামুদ। তবে সংবাদ ঠিক ?

মোবা। হাঁ সাজাদা,—সব ঠিক। কোনও ভুল নাই। এর এক বর্ণ মিথ্যা হবার যো নাই।

মামুদ। তুমি এ সংবাদ কোথায় পেলে ?

মোবা। শুনতে পেলুম।

মামুদ। তারপর ?

মোবা। খবর নিলুম।

মামুদ। কি রকম ?

মোবা। চর পাঠালুম।

মামুদ। কি জেনে এল ?

মোবা। ঐ তাই।

মামুদ। কি ?

মোবা। ঐ যা বল্লুম।

মামুদ। তামাসা রাখ মোবারক। স্পষ্ট করে বল—কি এর ইতিবৃত্ত ?

মোবা। স্পষ্ট করে আর কি বলবো সাজাদা। ঐ এক কথাই প্যাঁচ ঘুরিয়ে বলতে হবে বইত নয়। সোজা ভাষায় দৌলত খাঁ সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে সংগ্রামসিংহের সহিত যোগদান করেছেন।

মামুদ। কেন—কি উদ্দেশ্যে ?

মোবা। রাজ্যের অশান্তি বৃদ্ধি—অরাজকতা—রক্ত বর্ষণ—আর এই বাপ মা নেই সৈন্যগুলোকে কচু কাটা করা।

মামুদ। পিতা এ সংবাদ অবগত আছেন ?

মোবা। তা কি আর জান্তে বাকী আছে ? এত আর ডুব দিয়ে জল গেলা নয় সাহাজাদা, দস্তুর মত দাঙ্গা করবে। দলটী যা জুটিয়েছে সব সেয়ানা। এই কাফের গুলোর প্রাণের মায়াটা পর্য্যন্ত নাই। আরে মূর্খ, যুদ্ধ কচ্ছিস্ কেন ? হাত পা ছড়িয়ে ময়দানে পড়ে থাকবার জন্যেই কি শুধু ? রাজ্য বৃদ্ধি কর, লুটপাট কর, ওলট পালট করে দে। যেমন করেই হোক একটা কিছু করে ঘরের মাণিক ঘরে ফিরে যা। তা নয়ত একি রে বাবা। বাজলো ভেরী, লাগলো লড়াই, আর দেখ এই সব ছাতু খোরের দল এই হিন্দুদের পুতুলগুলোর মত দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হুঁস্ নেই একদম বেহুঁস্। তবু পুতুলগুলোর হাত পা নড়ে না। এগুলোর দু'খানা হাত সমানে ঘুরছে। এক এক-বার ঘুরলো তো দশজনের ধড়ে মাথা নেই, কোথায় ছিটকে পড়ে গেল।

উল্লাস নেই। এগুলো ইট না পাটকেল বাবা, যে দে ছুড়ে পগার পার করে দে। বেদরদি আহাম্মুকের জাত।

মামুদ। এতদিন রাজপুতের দেশে থেকে তোমার বুঝি এই ধারণা হয়েছে ?

মোবা। তা নয় ত কি ? বাবা যুদ্ধ করা তো পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা। পারিস নে যা, আমীরি কর। যেমন সমরখন্দ হতে লেঙ্গাটৈমুর এসে ভারতবর্ষের ধন দৌলত লোপাট ক'রে জীবন ভরে আমীরি করে গেলেন। পুত্র-পৌত্রদের দিয়ে গেলেন, তার কেরামতে তারাও আমীরি কচ্ছে। তবে দিয়েছে তার বংশচাঁদকে তাড়িয়ে, তিনি নাকি এখন কাবুলে এসে বসেছেন। তবু নিয়ে গেছলো তো ভারত ছেঁচে। বলি একেই তো বলে বুদ্ধি। এগুলো কি এই যে সব অপয়া গুলোর মত একগুঁয়ে। চল লো তো চললোই।

মামুদ। এবার এই গতি সামলিয়ো—মোবারক। দেখা যাবে কতবড় সেনাপতি তুমি। রাজপুতের গতি নদীর গতি। উচ্চ পর্ব্বতের চূড়োয় যার উৎপত্তি, অতল সমুদ্রে যার সমাধি। কেউ বাধা দিতে পারেনা তাদের। বিঘ্ন মানেনা তারা। বরষার খরস্রোতের মত এসে সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ধূমকেতুর মত এসে আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়। আবার তারাই সান্ত্বনার শীতল সৌরভে আহত বিগত শত্রুকে আপন বক্ষে তুলে নেয়; বন্ধুর মত ভালো বাসায় অতুলনীয় সেবায় শত্রুকে চির মিত্র করে নেয়। ঐ খানেই রাজপুতের মহত্ত্ব—তাঁদের গৌরব।

মোবা। তবে দেখুন আমার একটা আর্জ্জী আছে।

মামু। বল।

মোবা। আমায় কয়েক মাসের ছুটী দিন।

মামু। সেকি মোবারক? যুদ্ধের ভেরী শুনছো, বিদ্রোহের লক্ষণ দেখছো—এখন তুমি চাচ্ছো অবসর গ্রহণ কর্ত্তে।

মোবা। কিন্তু এই রাজপূতগুলোর সাথে আমি কিছুতেই লড়তে পারবো না।

মামু। লড়াইও কি লোক বিশেষে কর্ত্তে হয় নাকি? যুদ্ধক্ষেত্র রংমহাল নয়—অকর্ম্মণ্য!

মোবা। তা যাই হোক্। এদের সঙ্গে আমার পোষায় না। যুদ্ধে আসে এরা—চোখ দুটী—সেও এত বড়—থাকে ঘুর্ত্তে। ঘাড়গুলো হ'য়ে যায় একেবারে সোজা। ঘোড়াগুলো থাকে লাফাতে—আর ডাকে চিঁ হিঁ-হিঁ-হিঁ! আমি হাস্‌বো না রাগবো—

মামু। না পালাবে তাই ঠিক্ পাওনা। এইতো? ওসব বুজরুকী চলবে না। এখন আমার কথার ঠিক উত্তর দাও।

মোবা। আজ্ঞা করুন।

মামু। তাদের এ হঠাৎ বিদ্রোহের কারণ কিছু অবগত আছ? কেন তারা—

(ইব্রাহিমের প্রবেশ।)

ইব্রা। ভীমরুলের চাকে ঢিল্ ছুড়লে তারা ছুটে বেরোয়—কেন পুত্র?

মামু। পিতা!

ইব্রা। বল—আর বলবেই বা কি? আমারই পাপের উচিত প্রতিফল। মোহোন্মত্ত হ'য়ে ভেবেছিলুম্ খোদা নাই জীবন—সুখের জীবন—দু'দিনে ফুরিয়ে যাবে! যা খুসি তাই করেছি। আজ দেখছি আর

কিছু নাই—শুধু এক বিরাট পুরুষ—চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে আমায় শাসিত কর্ত্তে ছুটে আস্‌ছে। বিষ-বীজ স্বহস্তে রোপন করেছিলুম্, এখন তাতে সুন্দর তিক্তফল ধরেছে—পরিতৃপ্ত হব। প্রস্তুত হও মোবারক। প্রস্তুত হও পুত্র। সাজো—সাজিয়ে নাও। যুদ্ধ অনিবার্য্য। ধ্বংস—অবশ্যম্ভাবী। (প্রস্থানোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া) হ্যাঁ, তুমি না কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলে? (পত্র প্রদান করিয়া) এই ছিল তার কারণ আর (পাঞ্জাদান করিয়া) এই তার উত্তর। আর সম্মুখে জ্ঞান-চক্ষু যা দেখতে পাচ্ছো তা তার প্রতিফল—পাপের প্রতিফল।

[প্রস্থান।

মোবা। (স্বগত) এঁ্যা বলছেন কি? সব মাটী কর্ল্লে। এখন কি আর এসব ধর পাকড় ভাল লাগে। এতদিন বসে বসে থেকে যুদ্ধ এক-রকম ভুলেই গিয়েছি।

[প্রস্থান।

মামু। (পত্র পাঠ করিয়া) সমর্পণ কিংবা বিসর্জ্জন। (পাঞ্জা দেখিয়া) স্বেচ্ছায় দৌলত কন্যার মর্য্যাদা রাখ্‌তে দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিয়েছে। পাঞ্জা ফিরিয়ে দিয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক জনের পাপে একটা জাতির উচ্ছেদ হয়ে যায়। আবহমান কাল এই একই ইতিহাস চলে আস্‌ছে। মোহ, মদ, মাৎসর্য্য মানুষকে পশুর মত অধম ক'রে দেয়। আর সবার উপরে এই নারীর রূপ সব সর্ব্বনাশের উৎপত্তি-স্থান। বিজলীর মত আকাশ চমকিয়ে দিয়ে অন্ধকার গাঢ়তম করে দেয়। পিতা, পূর্ব্বে ত তিনি এতবড় একটা পিশাচ—একি মামুদ, একি কচ্ছ! পুত্র আমি, বিচার কর্ত্তার আমি কে? যাই যথাযথ আজ্ঞা দিইগে। বন্যা আস্‌ছে,

গতিরোধ করতে পারবো না সত্য তবু একেবারে নির্ম্মূল হয়ে না যাই।

(লয়লার প্রবেশ)

লয়লা। মামুদ ?

মামুদ। কেন মা ?

লয়লা। যা শুনছি।

মামুদ। সত্য মা—যা শুনেছো তার প্রতিবর্ণ সত্য। এইবার একসঙ্গে সব শেষ। অভাগিনী মা আমার, জীবনে সুখশান্তি বলে যে কি জিনিষ তা তুমি জানলে না। চিরদিন দুঃখেই কেটে গেল। এইবার তুমি শান্তি পাও যদি। (প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। লয়লা !

লয়লা। স্বামি ! (ইব্রাহিমের পদতলে পতন)

ইব্রা। ওঠ লয়লা ! লয়লা, আমায় ক্ষমা কর তুমি। বড়ই অন্ধ হয়েছিলুম, বড়ই অবজ্ঞা করেছি তোমায়। কখনও তোমায় একটা মিষ্ট কথা বলিনি। ক্ষমা কর ! তুমি ক্ষমা না কল্লে নরকেও আমার একটু স্থান হবে না ! আর যদি ফিরি—পারি তো আগে তোমার তুষ্টি সাধন করব। (প্রস্থান)

(লয়লা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অপর দিক দিয়া চলিয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর রাজপথ। এক হাতে ফুলের সাজি এক হাতে যষ্টি লইয়া গাহিতে গাহিতে দেলেরার প্রবেশ।

দেলেরার গীত।

আলো—একটু আলো দাওগো ওগো দাওগো।
জনম আমার যাবে কি শুধুই কাঁদিয়া ওগো কাঁদিয়া গো।
ভুবন ভরিয়া উঠিছে হাস্য, পুলকে শিহরি উঠিছে লাস্য,
এত কোলাহলে, শুধু আমিই নীরব, ভাঙা হৃদি ভার বহিগো।
শোভিতা শ্যামলা প্রকৃতি জননী,
সুন্দর "সব" বলে সবে—শুনি,
নয়ন ভরিয়া দাওগো দেখিতে—
একটুকু আলো দাও গো।

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম না। ওগো, কত এ তোড়াটা ?

দেলেরা। দেখি (গ্রহণ করিয়া) দু'আনা।

১ম না। দু'আনা ?

দেলেরা। হ্যাঁ—

২য় না। আর এই মালাটা—

দেলেরা। কি ফুলের বলনা ?

২য় না। দেখতে পাচ্ছনা ?

মেলেরা। না গো না, আমি দেখতে পাইনি।

১ম না। অন্ধ নাকি ?

২য় না। তবে আর কি, চল না নিয়ে। এক আধটার দাম দিয়ে দাও।

১ম না। ওরে, এই নে—আমি এই তোড়াটা নিলুম, এই নে দু'আনা।

মেলেরা। আমার হাতে দাও (হাত পাতিল)

(২য় নাগরিক সাজি হইতে আরো অনেক মালা ও তোড়া উঠাইয়া লইল)

২য় না। নাও চল চল—আবার কেউ দেখতে পাবে—

মেলেরা। (সন্দেহে পরীক্ষা করতঃ) ওগো আমার আর ফুল কি হল—এত কম কি করে হল। ওগো নিয়োনা—নিয়োনা—আমি বড় অভাগিনী—আমায় মারবে।

২য় না। বয়ে গেল—চলে এস!

১ম না। চল্—কে নিয়েছে তোর ফুল—আমরা নিইনি।

(উভয়ের প্রস্থান)

মেলেরা। চলে গেল বুঝি, ওগো যেয়োনা—নিয়ে যেয়োনা—আমায় মারবে—খেতে দেবে না। ওগো কে কোথায় আছ—দেখ আমার ফুল নিয়ে গেল—ওগো ভাখনা গো।

(দহিরের প্রবেশ)

দহির। কে ও? কে তুমি—কাঁদছো কেন ? কি হয়েছে!

মেলেরা। ওগো ভাখনা—পয়সা না দিয়ে আমার ফুল নিয়ে গেল—আমায় মারবে, খেতে দেবে না।

দহির। পয়সা না দিয়ে ফুল নিয়ে গেল?

দেলেরা। হ্যাঁগো একটা তোড়া নেবে বলেছিল—তোড়ার সঙ্গে আরও অনেক মালা অনেক ফুল নিয়ে গেল—পয়সা না দিয়েই নিয়ে গেল!

দহির। কেঁদো না—আমি তোমার ফুলের দাম দেবো। বল কত?

দেলেরা। তুমি তো বড় দয়ালু! তুমি বুঝি এ দেশের লোক নও?

দহির। কিসে বুঝ্‌লে?

দেলেরা। তোমার কথায়—তোমার দয়ায়।

দহির। কেন, আমার পোষাক পরিচ্ছদ কি—

দেলেরা। তা তো আমি দেখিনি।

দহির। ত্যাখ দেখি।

দেলেরা। আমি জন্মান্ধ।

দহির। সে কি?

দেলেরা। হ্যা—আমি চোখে দেখতে পাইনি। আমার আর কেউ নাই। এক বুড়ীর বাড়ীতে থাকি। আমার বাপ মা কে কোথায় জানিনি।

দহির। সরলা বালিকা!

দেলেরা। সেই বুড়ীই আমাকে খেতে পরতে দেয়—কিন্তু বড় মারে! চোখে তো দেখতে পাইনি, তাই সব কাজকর্ম্ম কর্ত্তে পারি না, আর আমাকে মারে—খেতে দেয় না। (কাঁদিয়া ফেলিল)

দহির। কেঁদো না! এই ফুলগুলো বিক্রী কর্ব্বে?

দেলেরা। হ্যাঁ—এই সমস্ত ফুল বেচে পয়সা নিয়ে গেলে তবে আমি খেতে পাবো। ফুল বেচা না হলে খেতে পাইনে। চোখে দেখতে পাইনা, ওরকম অনেকেই পয়সা না দিয়ে ফুল নিয়ে যায়। আমি চেঁচিয়ে কাঁদি,

কেউ শোনে না। সবাই হাঁসে। হঁ্যাগা! কেউ কাঁদলে কি হাসতে আছে?

দহির। আমি তোমার ফুল কিন্‌বো। বল—কত? এ সমস্ত ফুল আমি কিন্‌বো।

দেলেরা। কিন্‌বে—কিন্‌বে—সত্যি? সত্যি? তোমার এত দয়া? আজ বাড়ীতে অনেক কাজ কর্ত্তে হয়েছিল কিনা—তাই মালা ভাল হয়নি—তোড়াও ভাল হয়নি—তাই কেউ নিতে চায় না—আমি নিতে বল্লে গালাগাল দেয়।

দহির। কেন—গালাগাল দেয় কেন?

দেলেরা। তুমি কেমন গা? সবাই তো গালাগাল দেয়। দাম চাইলেই গালাগালি দেয়। বাড়ীতে বুড়ী মা গালাগাল দেয়! রাস্তার লোকে কত কি বলে—বুঝতে পারিনে সব। কেউ এসে বলে—"ওঠ্‌ আমার সঙ্গে চল্‌, তোকে খেতে দেবো, পড়তে দেবো চল্‌!" আমার—কিজানি কেন বড় ভয় করে। আমি চেঁচিয়ে কাঁদি—তারা সব চলে যায়। ফুল সব লাথি মেরে নষ্ট করে দিয়ে যায়। বিক্রী হয় না। বাড়ী গিয়ে পয়সা দিতে পারিনা—আর বুড়ী আমাকে মারে। পেট ভরে খেতে দেয়না।

দহির। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? চল, আমি তোমাকে নিয়ে যাই। আমার বাড়ীতে থাকবে। যাবে?

দেলেরা। নেবে—নেবে? তুমি নাও যদি যাই। আজ তো কই আমার ভয় কচ্ছে না। আমি বুঝেছি, তুমি বড় দয়ালু—আমি জেনেছি, তোমার প্রাণ আমার জন্যে কাঁদছে। কারও কাঁদে না—আর কেউ ভালোবাসেনা—কেউ দেখতে পারে না।

দহির। চল আমার সঙ্গে। দরিয়ার কাছে থাকবে! সেও তোমায় খুব ভালো বাসবে।

দেলেরা। সেও খুব ভাল বুঝি? সে তোমার কে হয়?

দহির। চল—শুন্‌বে চল—

দেলেরা। বুড়ীমাকে বলে যাবো না?

দহির। বেশ চল। দেখাবে কোথায় তোমার বুড়ীমার বাড়ী। তাকে বলেই যাবো। নইলে সে আবার তোমায় খুঁজবে।

দেলেরা। হ্যাঁ তাকে বলেই যাবো। তোমার বাড়ীতে বাগান আছে?

দহির। না—তা তোমায় করে দেবো।

দেলেরা। হ্যাঁ—তাই দিও। আমি তোমাদের জন্ত মালা গেঁথে দেবো—তোড়া বেঁধে দেবো। তোমাকে আর তাকে—তার কি নাম বল্লে যেন—

দহির। দরিয়া।

দেলেরা। দরিয়া—বেশ নাম—দরিয়া।

দহির। তোমার নাম কি?

দেলেরা। দেলেরা।

দহির। বেশ—চল—

দেলেরা। চল—(দেলেরা যষ্টি ও ফুলের সাজি লইয়া উঠিলেন, দহির তাহার হস্ত ধারণ করিয়া দেলেরার অনুসরণ করিতে লাগিলেন)

(দেলেরার গীত)

কেউ ভাল মোরে বাসেনি ত কভু
তুমি তাই ভাল বেসেছো
যতনে কেহ তো কহেনিক কথা
তুমি হেসে কথা কয়েছো।

আজনমের এই আঁধার নাশিতে

আজনম দুঃখ হৃদয় তুষিতে,

পথে চলে যেতে ফে:রনিত্ত কেহ

তুমি তাই আজি এসেছো।

স্নিগ্ধ পরশে মঞ্চিত জ্বালা

পুড়ায়ে ভুলায়ে দিয়েছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লী-প্রান্তে বাবরের শিবির।

শিবির সম্মুখে একাকী বাবর।

বাবর। কি আশ্চর্য্য এই দেশ! যতই দেখছি, ততই একে পাবার আশায় বক্ষ আমার উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। চমৎকার দেশ! এর প্রবাহিতা স্রোতস্বিনী—এর মেঘস্পর্শী শৈলশৃঙ্গ—এর সুশোভিত কাননভূমি—এর শস্যশ্যামল ক্ষেত্র—চমৎকার! তুলনাবিহীন!! নিস্তব্ধ, নির্ম্মল, নিবিড় প্রকৃতি নব বধুর মত সদা হাস্যময়ী। সরলা বালিকার মত নিষ্পাপহৃদয়া—সঙ্কুচিতা অথচ সঙ্গীত-মুখরা। এদের গান, এদের জ্ঞান, এদের দান, এদের ধ্যান—সকলই যেন অদ্বিতীয়!

(হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমা। পিতা !

বাবর। বল।

হুমা। রাণা সঙ্গ আমাদের সসম্মানে নিয়ে যেতে দূত পাঠিয়েছেন।

বাবর। দূত পাঠিয়েছেন ? নিজে আসেননি। দৌলতখাঁও তো আসতে পারতেন। হুঁ।—তোমার কি মত ?

হুমা। আপনার মতেই আমার মত পিতা। আপনার ইচ্ছায়ই আদেশ।

বাবর। বিদেশী, বিধর্ম্মী—না কাজ নাই। আর নয়। আর লোককে বিশ্বাস করবোনা হুমায়ুন ! বিশ্বাস করেছিলাম তাই পিতৃরাজ্য হারিয়েছিলুম—জন্মভূমির আশা জন্মের মত পরিত্যাগ করেছিলুম। একবার বিশ্বাসে রাজ্য গিয়াছে—পথের ভিখারী হয়েছি আবার বিশ্বাসে বাকী যে প্রাণটুকু আছে—তাও না হারায়। না—কাজ নাই পুত্র। তাদের বলে দাও—সমর ক্ষেত্রেই সসৈন্যে আমার সাক্ষাৎ পাবেন। ভাল করে বুঝিয়ে বলে দিও—রাণা সন্দেহ না করেন। কারণ—আমরা পথশ্রান্ত—যুদ্ধের পূর্ব্বাবধি এই স্থানেই বিশ্রাম করবো। (হুমায়ুনের প্রস্থান) কোন কথা কয়না। নিতান্তই বাধ্য আমার। এই দীন দরিদ্রকে এই একটী রত্ন দিয়েছেন খোদা, যার কাছে আমার কেউ নয়—না—নিজের প্রাণও অত আদরণীয় নয়। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

কুঞ্জবন।

দেলেরা ফুল তুলিতেছিল।

দেলেরা। বাঃ বেশ গন্ধ তো। সুন্দর! (পুষ্পগুচ্ছ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন) আহা হা কি নরম—কি কোমল! এদের বড দয়া! বড় ভালো এরা! রাস্তায় পড়েছিলুম, কুড়িয়ে এনেছে। খেতে পেতুম না—খেতে দিয়েছে! বাগান করে দিয়েছে—তাতে ফুল ধরেছে। ঐ বুঝি তাঁরা আসছে। (কান পাতিয়া শুনিয়া) ঐ যে তাঁদের পায়ের শব্দ—এই পথে আসে—এই পথেই আসবে। আমি ফুল ছড়িয়ে দিই, বেশ হবে—ফুল ছড়িয়ে দিই। (ফুল ছড়াইয়া দিলেন) ফুলের গন্ধ ছড়ানো রাস্তা। দেবতা আসবে এই পথে। বাঃ বাঃ (আনন্দে করতালি দিলেন)

(ফুলের রাস্তায় দহির ও দরিয়ার প্রবেশ)

দহির। সরলা বালিকা! আমায় বড় ভালবাসে। ঐ দেখ দরিয়া, ফুলের রাস্তা করে দিয়েছে। দৃষ্টি শক্তি নাই, হৃদয়ের সমস্ত বাসনা—সমস্ত আবেগ—শ্রবণে একত্রিত করে নিয়েছে। ঐ দেখ এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে—আনন্দে বক্ষ উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ছে। দেলেরা! দেলেরা!

দেলেরা। কোথায় তুমি? (স্বর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওন)

দরিয়া। দেলেরা, আজ মালা গাঁথনি?

দেলেরা। হ্যাঁ! আনবো? দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি—আজ খুব সুন্দর করে গেঁথেছি—দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

দরিয়া। দহির—

দহির। দরিয়া—

দরিয়া। তুমি ওকে ভালবাস ?

দহির। বাসি বৈ কি দরিয়া। খুব ভালবাসি। অনাথিনী, নিঃসহায়া, সরলা বালিকা—কেউ নেই আর, এক বৃদ্ধা প্রতিপালিকা—নিষ্ঠুরা বৃদ্ধা। হায় নারী! এমন নির্ম্মল প্রকৃতি—এমন কুসুমস্তবকের মত কোমল প্রতিমা—একে কেমন করে প্রহার কর্ত্তিস্ রাক্ষসি ? প্রাণে মায়া মমতা নাই—তুই তো রমণী—তোর প্রাণ এত নির্দ্দয়!

দরিয়া। সত্যই বড় অভাগিনী—বড়ই দীনা।

(ফুলের মালা ও ফুল হস্তে দেলেরার প্রবেশ)

দেলেরা। হ্যাঁ, আমি বুঝি দীনা ? বল্লেই হ'ল আর কি! তোমরা কত ভালবাস—কত আদর কর। কেমন সুখে রেখেছো। এই দেখ মালা এনেছি—দেখ সুন্দর হয়নি—দেখ, দেখ সুন্দর হয়নি ?

দহির। বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে।

দেলেরা। এস, তোমাদের পরিয়ে দিই। (উভয়ের গলে মালা দিয়া) আরও এনেছি—এই দেখ ফুল এনেছি—তোমাদের পূজো করবো। (উভয়ের গায়ে ফুল ছড়াইয়া দিলেন) আরও আনবো ? বল—এনে দিই! আরও আছে। আনবো—আনবো ?

দরিয়া। না দেলেরা, আর আনতে হবে না। আয় তুই আয়। তুই আমার বক্ষে আয়। তোর সরলতার—তোর পবিত্রতার এক কণা আমায় দে দেলেরা—আমি ধন্যা হয়ে যাই। তোর হৃদয়কুসুমের গন্ধে উদ্যান ভরপুর করে দে দেলেরা! তোরই মত একটী স্নিগ্ধ সৌরভময় ফুল আমার হৃদয়ে ফুটিয়ে দে। (দেলেরাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন)

দহির। (স্বগত) স্বর্গের একটা রশ্মি মর্ত্ত্যে এসে ছিট্‌কে পড়েছে।

দরিয়া। কি ভাবছো দহির ?

দহির। দেলেরার কথা। দরিয়া! আমি যাই, আমার যাবার সময় হয়ে এল! আজই আমাদের রওয়ানা হতে হবে।

দরিয়া। কবে যুদ্ধ ?

দহির। তা জানিনা।

দরিয়া। কোথায় হবে ?

দহির। পানিপথে। চল—যাবার জন্য প্রস্তুত হইগে। আয় দেলেরা।

(দুই জনকে দুই হাতে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

পানিপথের প্রাঙ্গণস্থ সংগ্রামসিংহের শিবির।

সংগ্রাম, দৌলত খাঁ, দহির ও শঙ্কর।

সংগ্রাম। আক্রমণ আমরা করবো। আপনি পূর্ব্বদিক—দহির পশ্চিমে—আমি সম্মুখে। চন্দ্রসেন আপনার পার্শ্ব-রক্ষা কর্ব্বে।

দৌলত। বাবরকে দেখতে পাচ্ছিনি যে ?

সংগ্রাম। সমরক্ষেত্রেই তার সাক্ষাৎ পাবেন। যান অগ্রসর হোন মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না—অগ্রসর হোন।

দৌলত। এক দল সৈন্য নিয়ে পশ্চাৎ হতে আক্রমণ কর্ল্লে হয় না ?

সংগ্রাম। খাঁ সাহেব! রাজপুতের সমর-প্রণালী ভিন্ন প্রকার। অতর্কিত আক্রমণ—রাজপুত করে না। সম্মুখ সমরে শত্রু বিনাশ করে—কিংবা প্রাণত্যাগ করে। রাজপুতের ইতিহাসে শাঠ্য পাবেন না খাঁ সাহেব।

দৌলত। রাণা! আপনি আমায় সাহায্য করেছেন, বিপদের মুখ হতে রক্ষা করেছেন, আপনার বিরুদ্ধে কথা কইব না। কিন্তু আশ্রয়দাতা যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্য—যে কোন উপায় অবলম্বন করবার নাম—শাঠ্য নয়। কৌশল—যুদ্ধনীতি। অত সরল তাতেই আপনাদের পতন। শত্রুকে বধ কর্ত্তে যাচ্ছেন—তখন আবার উদারতা কেন ? এযে শুদ্ধ—নির্ব্বুদ্ধিতার ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় মাত্র। (দৌলত ও দহিরের প্রস্থান)

সংগ্রাম। শঙ্কর ! যাও—নাও--প্রতিশোধ নাও—কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নাও।

শঙ্কর। তবে দে মা—আবার আমায় ক্ষেপিয়ে দে—মাতিয়ে দে মা।

সংগ্রাম। আর মূর্খ সংগ্রামসিংহ কি কল্লি কি ভ্রম কর্ল্লি বাবরকে কেন ডেকেনিলি !

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

পলায়নোদ্যত মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। আমি তো আগেই বলেছিলুম। এদের সঙ্গে কি লড়াই চলে। রাজপুত প্রত্যেকেই যেন এক একজন রাজপুত্তুর। খেয়ালই করেন না। আরে মূর্খ—আমরা কি তোদের চেয়ে বীর কম—না যোদ্ধা কম। একটু—ও আবার কেরে বাবা? তুর্কী তুর্কী চেহারা। নাঃ সুবিধে ঠেকছে না। এদিকেই আস্‌ছে যে বাবা! এ মাথাটার ওপর কি সকলেরই নজর নাকি? ব্যাটারা ভেবেছে এই মাথাটা কেটে নিয়ে নিজেদের কারও ঘাড়ের উপর বসিয়ে দিলে তিনিও আমার মত বাদসাই সেনাপতি হতে পার্ব্বেন। এসে পড়লো যে "চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা" এই ভালো। এবার এ দেশ ছেড়ে পালাবো।

(মামুদের প্রবেশ)

মামুদ। কোথায় পালাবে মোবারক। এস শত্রু মার--ঐ পিতা রণোন্মাদ হয়ে ছুটেছেন---ঐ মোগলের কামান ধ্বনিত হচ্ছে—ঐ যে সংগ্রাম সিংহ মড়কের মত পাঠান ধ্বংশ কচ্ছেন—ঐ পাঠান পালাচ্ছে—এস আমার অনুসরণ কর তোমাকেই অনেক কাজ কত্তে হবে—এস ছুটে এস পাঠান! পাঠান! পালিওনা--পালিওনা। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর।

মোবারক। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি যাও,—সাহাজাদা আমার অত দায় পড়েনি—আমি বাবা চল্লুম্, এবার পাঠান হারবে নিশ্চয়। দেখা যাক, পরে যদি কিছু করা যায়—প্রাণতো বাঁচাই।

(প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া হুমায়ূন ও তৎসঙ্গীয় সৈন্যগণের প্রবেশ)

হুমায়ূন। এস দৌড়ে এস—ঐ যে পাঠান পালাচ্ছে—নিস্মূর্ল করে দাও-- এস—

(সকলের প্রস্থান)

(যুদ্ধরত চন্দ্রসেন, রাজপুতগণ ও পাঠানগণের প্রবেশ।
পাঠানগণ পলায়ন্মোদ্যত—বেগে ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। খবর্দ্দার! এক পা কেউ পেছিও না। ভুলে যেয়ো না পাঠান—কত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে আজ যুদ্ধে নেমেছো। মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্যে এত দিনের একটা কীর্ত্তি নষ্ট করে দিয়োনা। পাঠানের গৌরব লুপ্ত করে দিয়ো না। এস—দাঁড়াও পাঠান—পাঠান শক্তি-সংঘাতে শত্রু-সৈন্য চূর্ণ করে দাও। (সমর) ক্ষান্ত দাও—রাজপুত, প্রাণের মায়া থাকে তো অস্ত্র পরি-ত্যাগ কর।

চন্দ্রসেন ও রাজপুতগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল—
অপর দিক দিয়া "মার মার" রবে দৌলত খাঁ ও
তৎসঙ্গীয় সৈন্যগণের প্রবেশ।

ইব্রা। (ক্রোধোন্মত্ত) এই যে—বিশ্বাসঘাতক! কুক্কুর বেইমান—নেমকহারাম—এইবার তোকে পেয়েছি।

দৌলত। আত্মরক্ষা করুন সম্রাট। (সমর)

ইব্রা। আমার অন্নে প্রতিপালিত—আমার অনুগ্রহে বর্দ্ধিত—আমারই ইঙ্গিতে বলীয়ান! আমার ঐশ্বর্য্যে উন্নত হয়ে আমারই বিরুদ্ধে—

দৌলত। আপনি স্বয়ং ক্ষেপিয়ে তুলেছেন সম্রাট। সত্য, আপনার নেমক খেয়েছি, প্রকৃতই আপনি আমার প্রভু ছিলেন—কিন্তু আর নন্। যে দিন আপনার স্বরূপ দেখেছি—যে দিন বুঝেছি—আপনি কত বড় একটা কামুক পিশাচ—যেদিন জেনেছি দিল্লীর সম্রাট কুলবালার উপরও অত্যাচার কর্ত্তেও দ্বিধা করেন না—লালসার তাড়নায়—অধীনস্থ যারা—তাদেরও স্ত্রী-কন্যার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কর্ত্তেও সঙ্কুচিত নন—সে দিন থেকে আপনাকে আমি নরকের কীটের চেয়েও ঘৃণ্য—জঘন্য মনে করি।

ইব্রা। বড়ই আস্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছে যে। মনে করেছিস্—রাজপুতের সাহায্যে আমায় পরাজিত কর্ব্বি? নিয়ে আয় কোথায় কে তোর আশ্রয়-দাতা—নিয়ে আয় কোথায় কে আছে তোর—আজ আমার হাতে কিছু-তেই তোর নিস্তার নাই—এখনও আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্—এখনও স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হ। এখনও আমার প্রভুত্ব স্বীকার কর।

দৌলত। কথনই নয়। সৈন্যগণ, বীরদর্পে নীচের গর্ব্ব চূর্ণ করে দাও।

ইব্রা। পাঠান, ওঠ তবে আবার প্রলয়ের নামে গর্জ্জে—উঠে বিদ্রোহীর শির দলিত করে দাও। (সমর) এইবার। (দৌলতকে পাতিত করিয়া তদীয় বক্ষোপরি বসিয়া) বিশ্বাস-ঘাতক! এখনও স্বীকার কর। আমি তোকে ক্ষমা করবো—নইলে—

দৌলত। কথনই নয়—

ইব্রা। তবে—মর্। (ছুরিকা দৌলতের বুকে বসাইয়া দিল)

দৌলত। ওঃ—খো—দা—(মৃত্যু)

(নেপথ্যে একসঙ্গে বন্দুকের শব্দ)

নেপথ্যে বাবর। হুমায়ুন।

ইব্রা। উঃ--(পতন)

(একদিক দিয়া শঙ্কর ও অপর দিক দিয়া বাবরের প্রবেশ)

কে—রে ?

শঙ্কর। আমি! চিন্তে পাচ্ছোনা সম্রাট। মনে পড়ে আমার কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করেছিলে—এই তার প্রতিশোধ।

(সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

সংগ্রাম। কোথায়—কোথায় ? একি ?

ইব্রা। এ তোমার কীর্ত্তি। রাণা! জান্তাম রাজপুত সম্মুখ সমর করে—বুঝিনি রাজপুতও আজ গুপ্ত হত্যা কর্ত্তে—

সংগ্রাম। গুপ্ত হত্যা করেছো শঙ্কর! ছি—ছি—ছি—কি কল্লে। রাজপুতের নামে কলঙ্ক ঢেলে দিলে! কি কল্লে—

(শঙ্করের প্রস্থান)

ইব্রা। আর ঐ যে তোমার কীর্ত্তি—মোগলকে ডেকে এনেছো—মোগল তোমায় সম্রাট কর্ব্বে। মোগলরাজ—শত্রু আমি, তবু বলি প্রতিশোধ নিও—গুপ্ত হত্যার প্রতিশোধ নিও।

সংগ্রাম। ঐ একটা ভুল—সাংঘাতিক ভুল—কেন কল্লুম—কেন ডেকে নিলুম। (প্রস্থান)

বাবর। রক্ষা কর্ত্তে পারলুম না—প্রাণরক্ষা হলনা। বিলম্ব হয়ে গেল।

(বেগে লয়লার প্রবেশ)

লয়লা। কৈ ইব্রাহিম! (ইব্রাহিমের বক্ষোপরি পতন) লয়লাকে ফেলে কোথায় যাও স্বামি ?

ইব্রা। কেও—লয়লা ? অভাগিনী! ল—য়—লা! আ—মি—চল—লুম্! মা—মু—দ—কে বলো—গুপ্ত—হত্যার প্র—তি—শোধ—

(মৃত্যু)

লয়লা। এঁ্যা—গুপ্ত হত্যা কে করলে—কে করলে—তুমি—তোমার ত কোন অনিষ্ট করেনি।

(চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাবরের প্রস্থান)

স্বামি! প্রাণেশ্বর! একবার কথা কও। একবার ওঠ! সব স্থির—নীরব। পাষাণের মত নিশ্চল। ওঃ তবে আর কেন খোদা! এইখানেই যবনিকা ফেলে দাও—(ক্ষনেক অবসন্ন দেহে পড়িয়া থাকিয়া পরে সহসা উঠিয়া) না আমি এর প্রতিশোধ নেবো। স্বামী হন্তার উপর প্রতিশোধ নেবো। দাঁড়াও—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। একটু পরে প্রতিশোধ নেবো। হৃদয়! পাষাণ হয়ে যা, স্নেহ, মায়া, মমতার কণ্ঠ রোধ করে দে। এস পাপ—এস শয়তান—এস নারকীয় পিশাচ-পিশাচীনিগণ—তোমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আমার সহায় হও, তোমাদের পঙ্কিল স্পর্শে আমাকে পিশাচিনী করে দাও। হৃদয়! জ্বলে উঠ, দাবানলের মত জ্বলে ওঠ, ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠে মোগল-প্রাসাদ চূর্ণ করে দাও। আগ্নেয় গিরির মত মুহুমুহু অনলোদ্গারে মোগলের সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে তাদের জালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে—সেই ভস্মরাশি রাজপুতের মুখে ছড়িয়ে দাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর দরবার কক্ষ।

সিংহাসনে বাবর। দুই পার্শ্বে হুমায়ুন, সেরখাঁ, দহির ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ। মোল্লা বাবরের শিরোপরি রাজমুকুট পরাইয়া দিতেছিলেন। নাগরিকগণ গাহিয়া উঠিল।

গীত।

ধন্য মোদের হিন্দুস্থান।
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম, চতুর্ব্বর্গ ধাম—হিন্দুস্থান॥
কীর্ত্তি-গীতি যত যশোবিমণ্ডিত—
বীর-প্রসবিনী ত্রিদিব-বাঞ্ছিত—
জ্যোতি সুরঞ্জিত, ষড়ঋতুশোভিত—হিন্দুস্থান॥
সকল ভারতময়, উঠে আজি এর জয়
মরতে দেবতা তুমি হে নর-প্রধান!
তোমারে বরিয়া নিতে, সকল হৃদয়-চিতে,
সকল জীবন ধন, তোমারে সঁপিয়া দিতে—
বহু দূর হতে এসেছি ছুটীয়া তোমারি নিধান।
ধন্য করহে পূর্ণ করহে তব মহিমায়—হিন্দুস্থান॥

বাবর। (সোল্লাসে) চমৎকার। প্রীত হলুম। ধন্য তোমরা—ধ তোমাদের রাজভক্তি। ধন্য ভারতবর্ষ যে এমন সন্তানের, এমন কবির-

এমন সঙ্গীত-কলাবিদ্‌গণের জননী জন্মভূমি। যাও ভাই সব—উৎসব কর। ভারতের প্রশস্ত ললাটে আর কালিমার রেখা নাই। ভারত আবার হাস্য-ময়ী, আনন্দময়ী, উল্লাসময়ী—কাব্য-সুধা-সিঞ্চিত দেবভূমি। যাও—আনন্দ কর—উৎসব কর।

(গাহিতে গাহিতে নাগরিকগণের প্রস্থান)

সেনাপতি দহির! মহারাণা সংগ্রাম সিংহের অনুপস্থিতির কারণ—

দহির। সম্রাট! রাণা অসুস্থ, তাই সম্রাট-সমীপে উপস্থিত হতে অসমর্থ। রাণার হয়ে আমি জাঁহাপনাকে অভিবাদন কর্ত্তে এসেছি।

বাবর। প্রার্থনা করি, তিনি অচিরেই সুস্থ হবেন। রাণার মত সুহৃদ সকলের অদৃষ্টে মিলে না। তাঁকে আমার অভিবাদন জ্ঞাপন কোরো।

দহির। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য। বান্দা তা পালন কর্ব্বে। গোলাম তবে এখন বিদায় গ্রহণ করে জাঁহাপনা।

বাবর। সে কি সেনাপতি! না—না—না—তা হবে না। তোমাকে আমি মোগল সেনাপতি করবো। অদ্ভুৎ বীর তোমরা!

দহির। সম্রাটের ইচ্ছাতেই অধীন সম্মানিত। কিন্তু সম্রাট—আমি মেবারে ফিরে যাবো—অনুগ্রহ করে আমায় বিদায় প্রদান করুন।

বাবর। মেবার কি দিল্লীর চেয়ে সুন্দর?

দহির। আর কারও কাছে না হলেও আমার চোখে তাই সম্রাট!

বাবর। বেশ—যাও। (দহির কুর্ণিস করিয়া প্রস্থান করিল) হুঁ! যাও। সমাগত ওমরাওগণ! আপনাদের রাজভক্তির নিদর্শন পেয়ে আমি প্রীত হয়েছি। সৈন্যাধক্ষ্য সেরখাঁ, সমাগত ওমরাওগণের ক্লান্তি নিবারণার্থ উপযুক্ত আয়োজনের ব্যবস্থা কর। আর দেখ—সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে

দুন্দুভি-ধ্বনিতে ঘোষণা করে দাও—আমি দান করবো। পাঠানের রাজ-কোষ আজ আর পাঠানের নয়—আমারও নয়। গরীব দুঃখীকেই তা বিলিয়ে দেবো।

সের। আসুন ওমরাওগণ! (সের ও ওমরাওগণের প্রস্থান)

বাবর। (উঠিয়া) রাণার অনুপস্থিতির কারণ বুঝেছো হুমায়ুন?

হুমা। রাণা অসুস্থ।

বাবর। তা নয় পুত্র! রাণা ঈর্ষাপরায়ণ। তাঁর ইচ্ছা নয় আমি ভারতবর্ষ শাসন করি। রাণা যখন দৌলতখাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমায় ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ, করেছিলেন, তাঁরা জানতেন--আমি কাবুলের অধীশ্বর—কাবুলেই ফিরে যাবো। ভেবেছিলেন, পূর্ব্বপুরুষ টৈমুরের মত লুণ্ঠনে সন্তুষ্ট হব। জান্তেন না--আমি রাজ্যহারা—আমি পথের ভিখারী। বুঝেন নি আমি দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অধীর হৃদয় বক্ষে চেপে ধরে উল্কার বেগে ভারতবর্ষে ছুটে এসেছি--ফিরে যেতে নয়। অন্ধের মত হাতের রত্নটী লোষ্ট্রজ্ঞানে ফেলে দিতে নয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

মামুদ ও লয়লা।

মামুদ। গুপ্ত হত্যা!

লয়লা। হাঁ গুপ্ত হত্যা,—কি চম্‌কালে যে?

মামুদ। মা—!

লয়লা। বল—পার্ব্বে কি না?

মামুদ। প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে যেয়োনা মা। পারি তো বাহুবলে রাজ্যের পুনরুদ্ধার করবো। পারি তো ন্যায়মতে আমার পিতৃশত্রুকে আমার পিতার রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দেবো। গুপ্তহত্যা কেন মা? মা! তুমি রমণী, যুদ্ধবিগ্রহ নিষ্ঠুর কাজ—এতো তোমার জন্য নয়। রমণী তুমি, গৃহিনী তুমি—তোমার কাজ গৃহে থাকা। তোমার রাজ্য অন্তঃপুর। তোমার যুদ্ধক্ষেত্র সংসার। পুরুষ—তার জীবনের সাধনার পথে উদ্দাম গতিতে বিদ্যুতবেগে ধেয়ে যাবে, শত শত দুর্ব্বার প্রলোভনের মাঝ দিয়ে কঠিন কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হবে—বিপদসাগরের প্রত্যেকটী তরঙ্গ তার জীবন-তরণী খানা যথেচ্ছা চালিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর একদিন সন্ধ্যার রক্তিমচ্ছটায় ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন দেহে জন্মভূমির একপ্রান্তে নিজের ক্ষুদ্র কুটীরটীতে ফিরে আসবে কর্ত্তব্যের অবসানে—সাধনার শেষে। এইতো আমাদের কাজ—পুরুষের কাজ। রমণী তোমরা—জীবন যার স্নেহেয় গড়া। নিষ্কাম ভালবাসা, দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, করুণার আদর্শ—

তোমরা যদি নিষ্ঠুরহৃদয়া হও, তবে এতবড় একটী নির্ম্মম জগতে, এ উষ্ণ স্বার্থপরতার একটা বদ্ধজলার ভিতর কারও যে মাথা রাখবারও একটু স্থান হবে না মা! গুপ্তহত্যা এতবড় পাপ, এতবড় নির্ম্মমতা—যার স্মরণে পুরুষ আমি—আমারও হৃদয় কেঁপে ওঠে।

লয়লা। আর তারা? তারা তাঁকে গুপ্ত ঘাতকের বেশে হত্যা করেনি? আড়াল থেকে লুকিয়ে বধ করেনি? লয়লা! এই পুত্রকেই গর্ভে ধারণ করেছিল অভাগিনি! পুত্র পিতৃ-বৈরীর প্রাণবধ কর্ত্তে সঙ্কুচিত, পুত্র পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেয়না—জগতে এই প্রথম হ'ল। ধিক্!

মামুদ। প্রথম নয় মা! সৃষ্টির আদিম কাল হ'তে আজও পর্য্যন্ত এই একই কথা, হত্যায় হত্যার প্রতিশোধ হয়না। ক্রোধে ক্রোধ নিবারণ হয় না। আর বাবরের কি অপরাধ মা! বরণ ক'রে বিজয়-মাল্য বাবরের গলায় পরিয়ে দিয়েছে কে মা! পাঠানই নয় কি? প্রতিহিংসায় অন্ধ দৌলত খাঁ, স্বেচ্ছায় এ রত্ন মোগলের হাতে তুলে দিয়েছে পিতারই আজন্মকৃত পাপের—না—মা—কি—বলতে যাচ্ছিলাম। মা, গুপ্তহত্যা আমি পারবো না।

লয়লা। তাঁর মৃত্যুকালীন আজ্ঞা—

মামুদ। কি করবো মা। পিতা যদি আমার বক্ষ-রক্তে তাঁর কবর ভূমি রঞ্জিত কর্ত্তে বলে যেতেন, স্বেচ্ছায় মামুদ নিজের বক্ষে ছুরি বসিয়ে দিত। দেহের সমস্ত শোণিত পিতার পায়ে ঢেলে দিত। কিন্তু মা, পাপের বোঝায় আরও পাপ সঞ্চিত করে দেবো না—পাঠানকে একেবারে পাপের দরিয়ায় ডুবে যেতে দেবো না। যাই—দেখি, বুঝিবা এখনও পাঠান-বীর্য্য জন্মের মত লুপ্ত হয়ে যায়নি। বুঝিবা জাগালে তারা এখনও জাগবে। লড়িতো—পারি কি মরি—কিছু যায় আসে

না। মোগল যদি আজ এতই শক্তিশালী, মোগলের ভাগ্যলক্ষ্মী যদি এতই সুপ্রসন্না, তবে আর কেন পাঠান, ইতিহাস ভুলেও তোমার নামোচ্চারণ কর্ব্বে না আর।

(প্রস্থান)

লয়লা। এত ভীরু! এত কাপুরুষ! কি করি? কি উপায় অবলম্বন করি। চাই--প্রতিশোধ চাইই। ঐযে--ঐযে স্বামী কাতর নয়নে চেয়ে আছেন। বুঝেছি। নেবো—প্রতিশোধ নেবো। তার পর তোমার কাছে যাবো! আগে নিই—মোগলের টুটী চেপে পানিপথের প্রতিশোধ নিই। তারপর—

(প্রস্থান)

———

তৃতীয় দৃশ্য।

মেবার—সংগ্রামসিংহের মন্ত্রণাগার।

গভীর চিন্তা নিমগ্নভাবে সংগ্রাম দ্রুত পরিক্রমণ করিতেছিলেন।

সংগ্রাম। কি ভ্রম—কি সংঘাতিক ভ্রম করেছিলুম, আজ তার প্রতিফল পাচ্ছি। ভেবেছিলুম, টৈমুরেরই মত বাবর লুণ্ঠনে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান কর্ব্বে, ভারত ছারখার করে দিয়ে চলে যাবে। তখন ভারতে আবার হিন্দুর প্রাধান্য করবো। হিন্দুস্থান আবার হিন্দুর গানে মুখরিত করে দেবা। সে সুখ-কল্পনা স্বপ্নের প্রাসাদের মত মহামূল্যে মিলিয়ে গেল। পাঠানকে পরাজিত কর্ত্তে গিয়ে পাঠানের ধ্বংস কর্ত্তে গিয়ে মোগলের গলায় স্বহস্তে বিজয় মাল্য পরিয়ে দিলুম। পানিপথ প্রাঙ্গনে মোগলের প্রাসাদ প্রতিষ্টা করলুম। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) যাক্। চেষ্টাকরে দেখি, যোধপুর আর জয়পুরের সাহায্য পেয়েছি—হবে না? দেখি কি হয়।

(দহিরের প্রবেশ)

দহির। রাণা, আমায় ডেকেছেন?

সংগ্রাম। হাঁ দহির! আমি তোমায় ডেকেছি।

দহির। আদেশ করুন।

সংগ্রাম। দহির, বীর আমরা—আবার যুদ্ধ করবো। পানিপথক্ষেত্রে মোগল অভ্যুত্থানের যে বীজ উপ্ত হয়েছে, তা অঙ্কুরিত না হতেই উৎ-পাটিত কর্ত্তে হবে। শোন বীর, ভারতের রত্ন-ভাণ্ডার আমি মোগলের

হাতে তুলে দেবো না। বন্ধু দৌলতখাঁ নাই, তুমি আছ। তুমি আমায় সাহায্য কর দহির। তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস, তোমার উপর আমি যথেষ্ট নির্ভর করি। ওঠ বীর, আবার তোমার ঘোড়া ছুটায়ে দাও, কোষোন্মুক্ত তরবারী বিদ্যুতবেগে চালনা কর। এস বীর, আমার সহায় হও তুমি।

দহির। আশ্রয়দাতা! এ অধীন চিরদিনই আপনার দাস। যদি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে মহারাণার যৎকিঞ্চিৎ ও উপকার হয়—যদি এ নগণ্য প্রাণদানেও আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, যদি পৃথিবীর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মহারাণার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে হয়—তাতেও দহির পশ্চাৎপদ হবেনা।

সংগ্রাম। তোমারই উপযুক্ত কথা।

দহির। তবে আসি রাণা। আদেশ মাত্র এ দাস মহাশয়ের চরণ-বন্দনা কর্ব্বে।

(প্রস্থান।

সংগ্রাম। মহৎ উদার, যুবক। নেমকহারামী জানেনা। বিশ্বাস হারাতে শেখেনি এখনও। এই একটা গুণ যা মুসলমানের আছে তা বুঝি আর কারও নাই।

(প্রস্থানোদ্যত পশ্চাৎ হইতে লয়লার প্রবেশ)

লয়লা। দাঁড়াও। (সংগ্রাম ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) যেয়োনা, দাঁড়াও।

সংগ্রাম। কে মা তুমি?

লয়লা। আমি ভিক্ষার্থিনী।

সংগ্রাম। বল মা, কি ভিক্ষা চাও। (স্বগত) কে এ নারী!

লয়লা। রাণা, একটা ভিক্ষা দাও। রাজপুত তুমি, মেবারের মহারাণা

তুমি, বল রাণা একটা ভিক্ষা—দেবে—শপথ কর রাণা! আমার একটা অনুরোধ রাখবে।

সংগ্রাম। বল মা, তুমি কি চাও। কে তুমি, তা জানিনি, কি চাও তা শুনিনি, কেমন করে মা শপথ করবো। ছিল সেদিন—যেদিন ঠিক এমনি ভাবে—রাজপুত তাঁর স্বর্ব্বস্ব পণ কর্ত্তে পার্ত্তো। ছিল সেদিন, যেদিন রাজপুতের দ্বারাগত ভিখারী ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যেতো না। কিন্তু মা আজ বড় দুঃসময়। আজ আর রাজপুতের সে সাহস নাই—হৃদয় নাই। মেবারের আকাশে বাতাসে শোন মা কি এক করুণ চীৎকার। মেবারের বৃক্ষলতা—দেখ মা কি এক বিষাদ বেদনা। আর মেবারের এই দীন সন্তান, এই বিগত যৌবন—অতীত গৌরব রাণাকে দেখ মা, অনুতাপে অনুশোচনায় জীর্ণ দেহ—কোঠর-গত চক্ষু—এই হতভাগ্যকে দেখ মা, দেখ উৎসাহ নাই—উদ্যম নাই—প্রাণ নাই। নিতান্ত অক্ষম। কেমন করে আর শপথ ক'রবো মা?

লয়লা। দিলে না, ভিক্ষা দিলেনা,কথা রাখলে না রাণা। এত বৎসরের গড়া রাজপুতের একটা কীর্ত্তি, এত কালের একটা প্রতিষ্ঠা নষ্ট করে দিলে নিজেরই দৌর্ব্বল্যে। অতিথি ফিরে যায়—ভিক্ষার্থীর আবেদন নিষ্ফল, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ অরণ্যে রোদন—রাজপুতের দেশে মেবারের দ্বারে এই প্রথম হ'ল। আর তুমিই তার প্রবর্ত্তক! রাজপুত-শৌর্য্যের কি আজ এতই অধঃপতন হয়েছে? ধিক! মনের আবেগে, বিষাদবেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ে নারী আমি—করজোড়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইলুম—ফিরিয়ে দিলে। এই দেখ রাণা—তোমার পিতৃপিতামহগণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ঐ দেখ রাজপুতনায় গৌরভ লুপ্ত হয়ে গেল। (প্রস্থানোদ্যত)

সংগ্রাম। দাঁড়াও মা, বল তুমি কি চাও?

লয়লা। শপথ কর—

সংগ্রাম। আবার সেই শপথের কথা। না—যাও মা। আজ আর সে কাঠিন্য নাই—দৃঢ়তা নাই! যাও মা ফিরে যাও—পার্ব্বোনা।

লয়লা। উত্তম। ভিখারী আজ প্রতারিত হচ্ছে। রাজপুত ভিখারীকে বলছে—"যাও—ফিরে যাও"। আর সে রাজপুত—রাজপুতের মাথার মণি—মেবারের মহারাণা। বেশ চল্লুম (প্রস্থানোদ্যত)

সংগ্রাম। যেয়োনা মা। দাঁড়াও। মেবার বংশ অভিশপ্ত করে যেয়োনা মা। বল—বল—তুমি কি চাও? বল, তুমি কিসের ভিক্ষার্থী?

সংগ্রাম। শপথ কচ্ছি মা! তরবারি হস্তে শপথ কচ্ছি, বল তুমি কিসের প্রত্যাশী!

লয়লা। শপথ কর তবে—

সংগ্রাম। শপথ কচ্ছি মা—

লয়লা। শপথ কর—মোগলের বিনাশে কখনও অস্ত্র ধারণ কর্ব্বে—

সংগ্রাম। (বাধা দিয়া) মা! মা! "না" বলোনা। মোগলের বিনাশে অস্ত্র ধারণ কর্ত্তে মানা করো না। শপথ করেছি আর যা চাও তা দেবো প্রাণ নাও মা, কিন্তু ও শপথ করিয়ো না। "না" বলোনা। কে তুমি মোগলের হিতাকাঙ্ক্ষিনী, কে তুমি প্রহেলিকাময়ী রমণী, মোগল বিনাশে কৃতসঙ্কল্প—এ হস্ত হ'তে তরবারিখানা কেড়ে নিতে এসেছ—রাজপুতের স্বাধীনতাটুকু হরণ কর্ত্তে এসেছো।

লয়লা। শপথ করেছো রাণা। বল যে কখনও—

সংগ্রাম। (তরবারি কোষোম্মুক্ত করিয়া) সাবধান নারী। মা বলে ডেকেছি—মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত করো না। শপথ করেছি, যতদিন সংগ্রাম জীবিত থাকবে, মোগলের সঙ্গে কখনও সে মিত্রতা কর্ব্বেনা আর। একবার ভুলে ভারত বিলিয়ে দিয়েছি—আর নয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে আমায় শপথভ্রষ্ট করোনা মা। তার চেয়ে এই নাও তরবারি—না তাও হবে না। যাও মা, দাঁড়িয়ো না আর, কথা কয়ো না। মোগল—না আর সম্ভবে না। যাও মা—চলে যাও। কি করবো মা, আজ আর রাজপুত দান কর্ত্তে জানে না। আজ আর রাজপুতের হৃদয়ে শিশুর সারল্য নাই—ঔদার্য্য নাই, উপর্য্যুপরি ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে রাজপুত আজ প্রস্তরীভূত প্রতিহিংসায় গড়া পিশাচ প্রতিমা!

লয়লা। সাবাস রাণা! তুমিই পার্ব্বে। তবে চল রাণা! এস—আমার সহায় হও তুমি। আমি মোহ এনে দিই, তুমি মৃত্যু নিয়ে এস। এসতো রাণা, একবার পাঠান-হিন্দুতে মিলে মোগলের টুটী চেপে ধরি, দেখি মোগল কত শক্তি ধারণ করে। এস রাণা, এস—নাও প্রতিশোধ নাও। আমি পানিপথের প্রতিশোধ নিই—আর তুমি স্বকৃত অপরাধের মূল্য স্বরূপ যে কণ্ঠহার মোগলের গলায় দুলিয়ে দিয়েছো, পারতো সেই রত্নটী ছিনিয়ে নিয়ে মোগল-রক্ত-রঞ্জিত হস্তে সে হার কুতীর গলায় পরিয়ে দাও! বড় সাধের এই ভারতভুমি, পূত এ রাজস্থান, পবিত্র এ দেব মন্দির—মোগলের চরণে লুটিয়ে দিওনা রাণা। ভারতের আকাশে বাতাসে আজও হিন্দুর গান,—ভারতের শোণিতে শিরায় এখনো সে পাঠানের প্রাণ। এস প্রস্তুত হও। রক্ষা কর—উদ্ধার কর। স্বামি! ইব্রাহিম! ভীষণ পরীক্ষা—তুমিই শক্তি দান কোরো।

(প্রস্থান)

সংগ্রাম। একি—সম্রাজ্ঞী! ভগবান! আশ্চর্য্য এই সৃষ্টি তোমার! কোমলে কঠিনে গড়া এই রমণীপ্রাণ।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

বাদসার প্রমোদোদ্যান ফটক।

(লয়লা ও ঘাতক পাঠানের প্রবেশ)

লয়লা। পাঁচ শ আসরফি—

ঘাতক পাঠান। ঠিক দেবেতো বিবি সাহেবা?

লয়লা। তোমার সঙ্গে বৃথা প্রবঞ্চনায় আমার কোন লাভ নাই। এ তামাসা নয় পাঠান। এ কৌতুক-পরিহাস নয় ঘাতক। এ কাকুতি মিনতি নয় যুবক। এ আদেশ—পাঠান-সম্রাজ্ঞীর আদেশ বল—পার্ব্বে কি না—না পার দূর হয়ে যাও—বেছে নাও—আদেশ পালন পুরস্কার—পাঁচশ আশরফি। কিংবা পাঠান-সম্রাজ্ঞীর রোষ-রক্তিম-ভ্রূকুটী—জানো তাকে—

ঘাতক। (স্বগত) মন্দকি? পাঁচ শ আসরফি! আমার বাপদাদা চৌদ্দপুরুষও কখনও দেখেনি। এদিকে মনিয়া বিবিও টাকা টাকা কচ্ছে মেরে দিই বাবা। লাগে তুক্‌—না লাগে তাক্‌—আমিও অমনি ঘুরন্‌পাক দিয়ে একেবারে ভো—বিবি আমি রাজি।

লয়লা। বেশ! নিয়মিত সময়ে দেখা করবে। বংশীধ্বনি—মনে থাকে যেন,—সাবধান—প্রকাশ না পায়,—প্রাণ যাবে—রেহাই পাবে না!

(প্রস্থান)

ঘাতক। যাক্ বাবা। যা হয় হবে—আমার কি। রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবো। মনিয়া! এবার দেখবো কত টাকা নিতে পারিস্ তুই। মান-অভিমান এবার টাকার বানে ভাসিয়ে দেবো।

(গীত)

টাকা টাকা টাকা!

তোমার শুভ্র বরণ, চক্রগমন—তোমাবিনা সব ফাঁকা!!
যারে তুমি হও প্রসন্ন, ধরায় সে গন্য-মান্য, হোক না কেন বুদ্ধিশূন্য,
লোকে করে ধন্য, ধন্য বলে পাণ্ডিত্যের কি ভাব মাখা!
(আবার) যারে তুমি হও বিমুখ, দুনিয়াতে তার কোথায় সুখ!
মাগ বোঝে না প্রাণের দুখ, ভূত ব'লে পুত চায়না মুখ,
(ভাবে) বৃথা ভবে প্রাণ রাখা!
নানা সাজে দুনিয়া মাঝে পেতে কুহক-ফাঁদ,
কি—খেলা—খেল রূপচাঁদ!
দানধর্ম্মে ক্রিয়াকর্ম্মে কারে বা মাতাও,
বিলাসে রঙ্গ-রসে (আহা) কারে বা ডুবাও,
কোথা বাধিয়ে লড়াই রক্ত-স্রোতে মেদিনী ভাসাও;
কোথা বা সন্ধি চেলে শান্তি ঢেলে ঘুরাচ্চ সংসার-চাকা।
স্বর্গে যাবার তুমিই রথ, তুমিই দেখাও নরক-পথ—
হাসাও কাঁদাও সৎ অসৎ, (তুমি) কখন সোজা কখন বাঁকা।

কে বোঝে তোমার তত্ত্ব, তোমার তরে জগৎ মত্ত,
আমি তোমার অধম ভৃত্য কৃপা ক'রে দাও দেখা ।।

[প্রস্থান ।

(জালালের প্রবেশ)

জালাল। কি ক'রে ভেতরে যাই। ভেতরে যাওয়ার তো হুকুমও নেই, অথচ না গেলেও নয়। জরুরী সংবাদ। রাজ্য যায়—সাম্রাজ্য যায়—ভারত-সিংহাসন রাজপুত কেড়ে নিতে বসেছে। বাদশার হুঁস নেই। কে এ যাদুকরী! সম্রাট তো আগে এত বেহিসাবী ছিলেন না। যেদিন থেকে এ মাগী এসেছে, সেইদিন থেকে কেমন একরকম হয়ে গেছেন। মাগী নিশ্চয়ই যাদু জানে। এদিকে সাহাজাদার হুকুম যে প্রকারেই হোক অন্দরে ঢুকে বাদশাকে খবর দিতেই হবে যে সংগ্রামসিংহ দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন; শীঘ্রই নগরী আক্রমণ করবেন। আর হুকুম কেন—এতো প্রত্যেক প্রজার কাজ। আর—সম্রাট তিনি শুধু আমার প্রভু নন, তিনি যে আমার প্রাণদাতা। মনে পড়ে সে অনেক দিনের কথা—তিনি নিজের পানীয় জলটুকু আমায় দিয়েছিলেন। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল—তিনি আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন। যাই—যে প্রকারেই হোক, অন্দরে ঢুকতেই হ'বে। (অগ্রসর হওন) ওঠ জালাল, প্রভু তোমার বিপদের শয্যায় নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাচ্ছেন। তোল—তাঁকে জাগিয়ে তোল—প্রাণদাতার প্রাণ রক্ষা কর। এতে প্রাণ যায়—তাও স্বীকার।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দিল্লী—তোড়ল-দ্বার।

একাকী হুমায়ুন।

হুমায়ুন। এখনও সৈনিক ফিরে এল না। পিতাকে সংবাদ দিতে পাঠালুম্—কই সে? হয়ত অন্দরে প্রবেশ কর্ত্তে পারেনি। পিতা নাই যে আজ্ঞা দেবেন, সৈন্যাবাসে সৈন্য নাই যে প্রাণ দেবে।

(সেরখাঁর প্রবেশ)

সের। এই যে সাহাজাদা।

হুমায়ুন। (সাগ্রহে) কি সংবাদ? কি জেনে এলে সের, তারা কাথায়? কতদূর এগিয়েছে?

সের। সাজাদা, সংগ্রামসিংহ দিল্লীর এত নিকটে যে নগরী আক্রমণ কর্ত্তে বোধ হয় আর আধ ঘণ্টা মাত্র।

হুমায়ুন। আধ ঘণ্টা? এত অল্প সময়? তারা এতদূর এগিয়ে পড়েছে সেনাপতি? তবে কি হবে? তাইত!

সের। সাজাদা!

হুমায়ুন। সৈন্য সাজাও সের—কামান দাগ।

সের। কিন্তু সম্রাট—

হুমায়ুন। পারতো, সংবাদ দাও।

সের। অত উদাসীন হলে চল্‌বে না সাজাদা! এ ছেলেখেলা নয়।

হুমায়ুন। উদাসীন নই সের! কর্ত্তব্যে উদাসীন—হুমায়ুন হবে না।

সের। কিন্তু আমরা যে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট—অপ্রস্তুত।

হুমায়ুন। দুর্গে কত সৈন্য আছে সেনাপতি?

সের। পাঁচ শ।

হুমায়ুন। আর রাজপুত কত অনুমান কর?

সের। অসংখ্য।

মহায়ুন। অসংখ্য? পাঁচশ আর অসংখ্য! বন্যা আর বালির বাঁধ! সের—

সের। সাজাদা!

হুমায়ুন। প্রমোদোদ্যানে যেতে কতক্ষণ লাগবে?

সের। প্রায় এক ঘণ্টা।

হুমায়ুন। এক ঘণ্টা?—পারবো না? সের, ভাই, যাও ভাই—একবার পিতাকে সংবাদ দাও, সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে তোল সের—গর্জ্জনে তাঁর মোগল ক্ষেপে উঠ্‌বে—রাজপুত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। যাও ভাই। সমস্ত সৈন্য নিয়ে পিতার প্রমোদোদ্যানের দিকে চলে যাও। আমায় শুধু পঞ্চাশ জন সৈন্য দাও, আমি ততক্ষণ এদের বাধা দেবো।

সের। আপনি ক্ষেপেছেন সাজাদা? পঞ্চাশ জন মোগল এক হাজার রাজপুতকে বাধা দেবে?

হুমায়ুন। না পারে—প্রাণ দেবে। আর এক একজন মোগলের এক এক ফোঁটা রক্ত থেকে হাজার মোগল উঠে দাঁড়াবে—রক্তে গড়া একটা প্রাচীর রাজপুতকে বাধা দেবে। যাও সের, পিতাকে সংবাদ দাও।

পিতা একবার যদি এ সংবাদ অবগত হন, পিতা একবার যদি উঠে দাঁড়ান, তবে আর কতক্ষণ? শুধু অবসর চাই—অবসর চাই।

সের। কিন্তু এ অবসর যে সম্রাটকে পতনের পথে নামিয়ে দিচ্ছে সাজাদা! রাজপুতের খড়্গাঘাতে যদি তাঁর চৈতন্য হয়। মদ্যপান—

হুমায়ুন। সের! জানো তিনি আমার পিতা?

সের। জানি সাজাদা। কিন্তু পিতা যদি এমনি করে বিলাস-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিয়ে--

হুমায়ুন। সাবধান সের! না,—যাও ভাই—যাও, পিতাকে সংবাদ দাও ভাই! পুত্র আমি, আমার কাজ পিতার প্রতি কর্ত্তব্য, পিতৃ-চরিত্রের সমালোচনা নয়। সের, আমি চল্‌লুম, হয়ত বিলম্ব হয়ে গেল। পঞ্চাশ জন সৈন্য নিয়ে আমি চল্‌লুম, তুমি যাও—সমস্ত মোগল নিয়ে পিতার কাছে যাও। নূতন সৈন্য সৃষ্টি কর সের—আমি ততক্ষণ রাজ-পুতের গতি রোধ করবো।

(নেপথ্যে সহসা) জয় মা ভবানী!

ওকি কোলাহল? সের—সের! বিলম্ব হয়ে গেল, দেখি যদি এখনও সম্ভব হয়—(ভেরী বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান)

সের। কাতারে কাতারে অসংখ্য রাজপুত মোগলকে গ্রাস কর্ত্তে ছুটে আসছে। ওঠ সের—চল সের! আজীবনের—আশৈশবের রণ-বিদ্যার পরীক্ষা হবে আজ। ঝাঁপিয়ে পড় সের—প্রভু-পুত্র বিপদের একটা তুচ্ছ করে রণোন্মাদ হয়ে ছুটেছে, তাকে রক্ষা কর, পার তো জগতে একটা অক্ষয় অমর কীর্ত্তি থাকবে—

(বেগে প্রস্থান)

(জালালের প্রবেশ)

জলাল। যাক্—সংবাদ দিয়েছি, সম্রাট এলেন বলে। ভেবেছো রাজপুত, মোগলকে পরাজিত করে ভারত অধিকার কর্ব্বে? কর—

(কামানধ্বনি)

একি? এ যে কামানের শব্দ? এত কাছে—এত নিকটে? (নেপথ্যে জয় মা ভবানী) ওকি! যুদ্ধ? (দ্রুত প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রমোদোদ্যান।

কোচের উপর অর্দ্ধশায়িত বাবর ছদ্মবেশী লয়লার হাত ধরিয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে বহুমূল্য সুরার পাত্রাদি।

নর্ত্তকীগণের গীত।

পিউ পিউ বোলে পাপিয়া।

থর থর জর জর, কম্পিত অন্তর, উছলি উথলি উঠে পিরীতি-দরিয়া ॥

সোহাগে আদরে ঢলি ঢলি, রঙ্গেভঙ্গে হাসে কুসুম-কলি,

যৌবন মাতোয়ারি, ক্যায়সে সামহারি, মিঠি মিঠি হাওয়া—দহিছে হিয়া ॥

জোছনা রাতি লাগে জহর বাতি,—ক্যায়সে গুজারি নারী।

পিয়াও—পিও প্যারী, পিয়ালা রণ ঝণ উঠুক বাজিয়া ॥

(লয়লা ইঙ্গিত করিলেন। নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

বাবর। বল সুন্দরী, তুমি আমার হবে? (মদ্য পান)

লয়লা। তোমরা পুরুষ, অবলা রমণীকে মজিয়ে ভুলিয়ে—তারপর তাকে অকুল সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও। দাও আমাকে ছেড়ে দাও—আমি চলে যাই।

বাবর। আমায় অবিশ্বাস করোনা মরিয়ম! নির্জ্জন বনমধ্যে ব'সে কাঁদছিলে—আমি সেপথ দিয়ে যাচ্ছিলুম—দেখতে পেয়ে তোমায় নিয়ে এলুম। সম্রাজ্ঞীর মত রেখেছি। বল—তুমি আমার হবে? আমায় আশার দোলায় ঝুলিয়ে নিরাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করোনা সুন্দরি!

লয়লা। তুমি আমায় ভালবাস?

বাবর। বাসিনা? কেমন ক'রে বোঝাব তোমায়—আমি কত ভালবাসি। তুমি বোধ হয় যাদু জান। তোমায় দেখে অবধি আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছি, দাসানুদাসের মত তোমার আজ্ঞা পালন কচ্ছি। যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সৈনিককে পরাজিত করে ফিরিয়ে দিয়েছি—কিন্তু আজ তোমার কটাক্ষে পরাজিত হয়েছি—হার মেনেছি। (কামান ধ্বনি) ওকি? ও কিসের শব্দ? তবে কি জালাল যা বলে গেল—

লয়লা। ও কিছু নয়—মেঘের ডাক। দেখছো না—বাহিরে কি অন্ধকার। ঝড় হচ্ছে। তুমি বসো—উঠনা—এই নাও—পান কর, আমি গাই, শোন—

বাবার। দাও—বেশ—গাও—শুনি—গাও—

(লয়লার গীত।)

শয়নে স্বপনে—হৃদয়-পাষাণে তোমারই মুরতি আঁকি
পাগলিনী পারা ফিরি জ্ঞানহারা, তুয়া তরে প্রাণ রাখি ॥

আজি লাঞ্ছিত ধন লভিয়া, হৃদয় পুলকপূর্ণ.

আজি লাঞ্ছিত ধন নারী-জীবন মিলনে হইবে ধন্য ;

আজি পেয়েছি তোমারে নিরালা, নিভাব এ প্রেম-জ্বালা,

(আজি) প্রাণ-বিনিময়ে লইব পরাণ, পারিবে না দিতে ফাঁকি।।

(অবিরত মদ্যপানে বাবর অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন ;

লয়লা। এই উপযুক্ত অবসর। কি জানি যদি আবার এসে কেউ সংবাদ দেয়। আশঙ্কা। বড়ই আশঙ্কা—সন্দেহে প্রাণ আলোড়িত হচ্ছে। (বংশীধ্বনি) (ঘাতক পাঠানের প্রবেশ) বধ কর।

ঘাতক। সে কি ?

লয়লা। চুপ্ চেঁচিও না। জেগে উঠলে তোমারই মৃত্যু নিশ্চিত।

ঘাতক। এ যে সম্রাট।

লয়লা। হাঁ—তাই। তাকেই বধ কর্ত্তে হবে। হায় খোদা আজ কে সম্রাট—আর কে প্রজা। নাও বিলম্ব কোরোনা—বধ কর। কে সম্রাট পাঠান ? পাঠানের চিরশত্রু মোগল ? ভেবোনা—বিলম্ব করোনা। মনে রেখো, প্রতিশ্রুত হয়েছো—পুরস্কার পাঁচশ আসরফি—বধ কর—বধ কর।

(ঘাতক মন্ত্রচালিতবৎ বাবরকে বধ করিতে ছুরিকা উত্তোলন করিল বেগে সেরখাঁর প্রবেশ)

সের। একি ? (ঘাতক পাঠানকে গুলি করিলেন)

ঘাতক। উঃ—ইয়া আল লা—

(পড়িতে পড়িতে প্রস্থান)

বাবর। আবার কিসের শব্দ মরিয়ম !

লয়লা। কে তুমি উদ্ধত যুবক ! আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে এসেছো। জানো এর পরিণাম ?

সের। জানি।

বাবর। কেও? সের? কি সংবাদ সেনাপতি? এমন সময় এখানে—এ বেশে—

সের। জনাব! সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমরা পরাজিত।

বাবর। পরাজিত? যুদ্ধ? কি বলছো তুমি? তবে কি জালাল যা বলেছিল—তা মিথ্যা নয়—তবে সে ধ্বনি মেঘের গর্জ্জন নয় মরিয়ম।

সের। জনাব! সংগ্রামসিংহ দিল্লী অধিকার করেছেন।

(নেপথ্যে জয় মহারাণা সংগ্রামসিংহের জয়)

ঐ শুনুন বিপক্ষের জয়োল্লাস।

বাবর। (চমকিয়া) তাইত—হ্যাঁ –

লয়লা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—হাঃ—হাঃ হাঃ—হাঃ।

বাবর। একি মরিয়ম?

লয়লা। মরিয়ম? চিন্তে পাচ্ছো না মোগল—

(ছদ্মবেশ পরিত্যাগ—উন্মাদিণী মূর্ত্তি)

বাবর। একি? একি মূর্ত্তি—কে তুমি উন্মাদিণী?

লয়লা। আমি লয়লা।

বাবর। ইব্রাহিম-পত্নী—লয়লা?

লয়লা। হ্যাঁ বাবর—আমি সেই লয়লা! মনে পড়ে পানিপথের কথা, তুমি আমার স্বামীকে গুপ্তহত্যা করেছিলে (বাবর অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে "সে কি আমি"?) স্বামী হন্তা! এ পরাজয় তারি প্রতিশোধ। নারী আমি—হত্যায় হাত ওঠেনা। নইলে—ওঃ—তাই এ কুহকজাল—তাই রাজ-

পুতকে ক্ষেপিয়ে তুলে মোগল ভুলিয়ে রেখেছিলুম। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মোগল আবার পথের ভিখারী—মোগল বিজিত। পাঠান! পাঠান! আনন্দ কর—উৎসব কর! পূর্ণ মনোরথ—সিদ্ধ সাধনা—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—স্বামী! প্রভু, এতদিনে তোমার কার্য্য শেষ, এইবার দাসীকে সঙ্গে নাও।

(প্রস্থান)

সের। কোথায় যাস রাক্ষসী? (গুলি করিতে উদ্যত)

বাবর। (বাধা দিয়া) আমায় রক্ষা কত্তে এসে খোদার অভিসম্পাত মাথায় করে নিয়োনা সের। নারীহত্যা!!! বড় ভুল করেছিস উন্মাদিনী—স্বামী-হন্তা আমি নই। আর মা ভারতভূমি, এত আশ্চর্য্যও তোর বক্ষে মুখ লুকিয়ে আছে (হতাশভাবে কোচে উপবেশন)

(সৈনাধক্ষ, রক্তাক্ত কলেবর জালাল ও ওমরাহগণের প্রবেশ)

জালাল। এই যে জনাব। জনাব! জনাব!

বাবর। (উঠিয়া আসিয়া) একি? জালাল! জালাল!

জালাল। (শয়ন করতঃ) জনাব! সর্ব্বনাশ হ—য়ে—ছে। বড় দুঃসংবাদ।

বাবর। আর কি সর্ব্বনাশ জালাল। রাজ্য গিয়েছে—মান গিয়েছে—স্ত্রী-পুত্র পথের ভিখারী, দাঁড়াবার একটু জায়গা নাই। মোগলের বিজয়-ডঙ্কা বেজে উঠে থেমে গেল—আবার কি দুঃসম্বাদ সৈনিক?

জালাল। জনাব! সা—জা—দা—ব—ন্দী—উঃ—খোদা? (মৃত্যু)

বাবর। ওঃ জালাল হত? হুমায়ুন বন্দী? ওঃ—

(হতাশভাবে ভূমিতে পতন)

সকলে। জনাব! জনাব!

বাবর। চুপ্—চেঁচিও না—ভীরু কাপুরুষের দল চুপ্—ওঃ হুমায়ূন! যাও সব—হুমায়ুনকে রক্ষা কর্ত্তে না পারো—আমি সমস্ত মোগলকে হত্যা করবো—

সকলে। জনাব! প্রায় সমস্ত মোগল নিহত।

বাবর। কি? সমস্ত মোগল নিহত। সব নির্ম্মূলিত করেছে রাজপুত। ওঃ সিরাজি—সিরাজি—সের! সিরাজি দাও—

(সের কর্ত্তৃক সুরার পাত্র দান—বাবর পানোদ্যত হইয়া)

না—আর নয়—(পাত্র নিক্ষেপ) সর্ব্বনাশী—রাক্ষসী—যাও দূর হও (সহসা সজোরে উঠিয়া সুরার পাত্রাদি নিক্ষেপ) শপথ কচ্ছি, কোরাণ আমার ধর্ম্মগ্রন্থ। এই কোরাণ স্পর্শ ক'রে—সুরা স্পর্শও করবো না। যাও বিলিয়ে দাও—সমস্ত দরিদ্রকে বিলিয়ে দাও—স্বর্ণ রৌপ্যের যা কিছু সুরার সামগ্রী—সমস্ত বিলিয়ে দাও। ওহো—হো—হো—হো। (পতন) (কিয়ৎক্ষণ পরে) নাঃ—তা হবে না—ওঠ বাবর! (উঠিবার প্রয়াস) ওঠ অস্ত্র নাও—রাজপুতকে হারাতে না পারো—হুমায়ুনকে মুক্ত কর্ত্তে না পারো—মোগলের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারো—জগত ঘৃণায় তোমার নামোচ্চারণ কর্ব্বেনা আর—ইতিহাস আবর্জ্জনার মত দূরে দূরে নিক্ষেপ করবে। (উঠিতে প্রয়াস—ব্যর্থ হইলেন—সেরখাঁ উঠাইতে যাওয়াতে) নাও—যাও—সের যাও—দৃঢ় হস্তে নিজের তরবারী কোষোন্মুক্ত করে নাও। আমার দেহে শক্তি নাই? হৃদয়ে সাহস নাই—প্রাণ নাই। সমরখন্দের সমরোল্লাসে এ দেহ বর্দ্ধিত জেনো। ওঠ বাবর। অগ্রসর হও। নেশা ছুটে যাক—দৌর্ব্বল্য ছুটে যাক্। ওঠ, দাঁড়াও—অস্ত্র নাও—পানিপথে

মোগলের যে বিজয়স্তম্ভ তুলেছ তা ধূলিসাৎ হতে দিয়ো না।

(অতি কষ্টে পড়িতে পড়িতে টলিতে টলিতে প্রস্থান)

১ম সৈনিক। নিজেরই দুঃসাহসে সাজাদা বন্দী হলেন—কিছুতেই বিরত কর্ত্তে পাল্লুম না।

সের। দুঃসাহসে নয়—পিতৃভক্তি। পিতার প্রাণ রক্ষার্থে অসীম উদ্যম—অমানুষিক চেষ্টা। ব্যর্থ হয়েছে—সত্য বন্দী হয়েছেন সত্য—কিন্তু তবু যেন একটা বিরাট গরিমায়, এ বন্দীত্ব একটা প্রাবৃটের বরষার পর এই শোকের উচ্ছ্বাস।

নেপথ্যে। (জয় মহারাণা সংগ্রামসিংহের জয়)

(বাবরের পুনঃ প্রবেশ)

বাবর। ওঃ রাজপুতের জয়ধ্বনি। মোগল? মোগল! রণোন্মাদ হয়ে এ ধ্বনি ছাপিয়া দাও। অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও—অগ্রসর হও বাবর! হুমায়ুন বন্দী হয়েছে—রাজপুতের হাতে বন্দী হয়েছে—মাতাল পিতার প্রাণ রক্ষার্থে—শত্রুর হাতে ধরা দিয়েছে। মোগল! মোগল! অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও। হুমায়ুন—

(অগ্রসরোদ্যত টলিতে টলিতে পড়িয়া গিয়া
স্থির শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বারাণসী। মামুদের কক্ষ।

মামুদ ও মোবারক।

মোবা। আমি তো আগেই বলেছিলুম সাজাদা!

মামুদ। চুপ্। আমায় ভাবতে দাও। মোবারক! চিরদিন কৌতুক পরিহাসেই কাটিয়ে দিলে—ভাবতে শেখো—একবার একটু ভেবে দেখ পাঠানের কত অধঃপতন—তুমিও শিউরে উঠবে।

মোবারক। তাই ত সাজাদা আগে অতটা ভাবিনি—অভ্যস্থ নই। আর এ সব ভাববারও যেন কেমন একটা বড় ইচ্ছা হয় না। চলে দিন, চলুক। ভেবে কি হবে। কার কবে কি হয়েছে। গেছে সাম্রাজ্য—যাক্‌না। কি হবে সাম্রাজ্য দিয়ে। এদেরও একদিন যাবে। কারও থাকে না। সকলি ক্ষণভঙ্গুর। তাই আমি অত ভাবিনি। আপনিও ভাববেন না—অত ভেবে ভেবে যে হাড়্‌সার হয়ে গেলেন—আর আপনার এই ভাব্‌বার রাজত্বের উষ্ণ হাওয়ায় আমিও কেমন শুকিয়ে যাচ্ছি। ও সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দিন। যুদ্ধ কর্ত্তে হয় করবেন। তা বলে কি বার-মাস বসে ভাব্‌তে হবে।

মামুদ। ভাববো না মোবারক। পিতা গুপ্ত ছুরিকায় হত—জননী প্রতিহিংসায় অন্ধ—রাজ্য বিদেশীর করগত, আর আমি আশ্রয়হীন সহায়-

হীন সম্বলহীন হয়ে এই হীন কুটীরে অবস্থান কচ্ছি। জীবনের একটা স্থিরতা নাই—আহার্য্যটুকু পর্য্যন্ত মোগল কেড়ে নিয়েছে। ভাববো না মোবারক? তাও যদি পার্ত্তুম।

মোবারক। (স্বগত) ছোঁড়াটা পাগল না হয়ে যায়।

মামুদ। মোবারক।

মোবা। আজ্ঞা করুন।

মামুদ। একবার বঙ্গেশ্বরের কাছে যাবো?

মোবা। অর্থাৎ?

মামুদ। সাহায্য প্রার্থনা।

মোবা। যদি না করে?

মামুদ। যদি না করে।

মোবা। তবে?

মামুদ। তাইত। কেন? একদিন তো তারা পাঠান সম্রাটের করদ রাজা ছিল। একদিন তো তারা আমার পিতাকে সম্রাট বলে মানতো। তারা কি সব ভুলে গিয়েছে? অতীতকে একেবারে লুপ্ত করে দেবে? এতটা কৃতঘ্ন হবে—যে তাদেরই মৃত সম্রাটের পুত্র আমি—তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কল্লে সাহায্য করবে না!

মোবা। ভেবে দেখুন।

মামুদ। যদি না করে তা হলে পৃথিবীর সমস্ত লোক আজ কৃতঘ্নতার অবতার—বিশ্বাসঘাতকতার আদর্শ মূর্ত্তি—

মোবা। তা কি হয় সাজাদা। হরেক রকম আছে সাজাদা—হরেক রকম আছে। সমস্ত লোক কি আর এক ছাঁচে ঢালা হয়?

মামুদ। তা হবে। কিন্তু মোবারক আমি একবার যাবো একবার বঙ্গেশ্বরের আশ্রয় ভিক্ষা করবো।

মোবা। আমি বলছিলুম কি বিহার-অধিপতি আফগান সর্দ্দারের কাছে গেলেই ভাল হত বোধ হয়।

মামুদ। আর বঙ্গে দেশ?

মোবা। ও হয়ে আছে সাজাদা। বঙ্গেশ্বর সৈন্য সহায় কচ্ছেন—তা আমি সব ঠিক করে এসেছি।

মামুদ। কি বলছো তুমি?

মোবা। ওর আর বলাবলি নেই সাজাদা—ও ঠিক হয়ে আছে।

মামুদ। কি রকম।

মোবা। তবে শুনুন সাজাদা। পানিপথ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে সৈন্য সঞ্চয় করেছি। নিভৃতে সৈন্য সঞ্চয় করে আপনাকে এসে দেখা দিয়েছি এদিকে আসবার পথে বঙ্গেশ্বরকে বাগিয়ে এসেছি। একজন বাকী—সেই আফগান সর্দ্দার। স্থির হোন্। অনেক নেমক খেয়েছি—একটুকুও ভাবনা নেই আমার? সমস্ত ঠিক করে রেখেছি—ফতেপুরের যুদ্ধ হয়ে যাক। মোগল সৈন্য কিছু ক্ষয় হোক। আমরা এদিকে নিভৃতে বল সঞ্চয় করি—তারপর একদিন পাঠান সম্রাটের নামে বিশ সহস্র তরবারী সূর্য্য-কিরণে ঝলসে উঠছে। এখন কোনদিকে হেলছিনি। ফতেপুরে কে জিতে কে হারে ঠিক নেই। রাজপুত হারে ভাল—না হারে ওদের বিপক্ষে লড়বো। কিন্তু ও ব্যাটাদের সাথে একসঙ্গে লড়বো না।

মামুদ। মোবারক! মোবারক! একি নূতন আলোক ফুটিয়ে তুল্লে—নূতন শক্তিতে পাঠানের প্রাণ উদ্দীপ্ত করে দিলে। তবে চল মোবারক, চল বন্ধু—এস—তোমার এই জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের ফল—তোমার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের অমর কাহিনীটীর স্বরূপ দেখবো চল।

মোবারক। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সংগ্রামের শিবির।

(বন্দী হুমায়ুন।) তাহার দিকে পিস্তল লক্ষ্য করিয়া সংগ্রামসিংহ। সংগ্রামের বামহস্তে একখানা কাগজ।

সংগ্রাম। সই কর হুমায়ুন—নইলে—

হুমায়ুন। দেখি। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) মেবারের প্রভুত্ব স্বীকার করবো—পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো—আমি? না রাণা হুমায়ুনকে আপনি জানেন না। এ প্রস্তাব মেবারের মহারাণা বীরাগ্রগণ্য সংগ্রামসিংহের উপযুক্ত নয়।

সংগ্রাম। মুক্ত করে দেবো—প্রাণ ভিক্ষা দেবো—সই কর—প্রতিশ্রুত হও—

হুমায়ুন। প্রাণের অত মায়া আমার নাই রাণা। করুন—আমায় বধ করুন। আমি কখনও এতে সাক্ষর করবো না—রাণার এই ঘৃণিত প্রস্তাব, এই আমি শতধা ছিন্ন করে ফেল্লুম (পত্র ছিন্ন করিলেন)

সংগ্রাম। রাজপুতের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি উপেক্ষা কর্ত্তে সাহস কর মোগল ? জানো হুমায়ুন ক্রোধ হিংসার মত অন্ধ ;—জানো রাজপুতের প্রতিহিংসা—

হুমায়ুন। আর আপনিও জানেন রাণা মোগলের প্রমত্ত বিক্রম—মোগলের দুর্জ্জয় প্রতাপ ! রাণা ! বন্দী আমি দেহে প্রাণে নয়। ইচ্ছা হয় আমায় বধ করুন।

সংগ্রাম। প্রাণ ভিক্ষা চাওনা ?

হুমায়ুন। না—এর বিনিময়ে আমি খোদার আশার্ব্বাদও চাইনা রাণা। করুন আমায় বধ করুন। বড়ই অযোগ্য পুত্র আমি। দুর্ব্বল আমি। রাজপুতকে ধ্বংস কর্ত্তে পারলুম না। আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

সংগ্রাম। কি প্রাণ ভিক্ষা চাও না ?

(বাবরের প্রবেশ।)

বাবর। আমি চাই রাণা—আমি প্রাণভিক্ষা চাই। আমায় প্রাণভিক্ষা দাও।

হুমায়ুন। একি ! পিতা ! আপনি এখানে ? শত্রু-গৃহে ? পিতা !

বাবর। হুমায়ুন ! ক্ষমা কর পুত্র। বড়ই অন্ধ হয়েছিলুম ! রাণা ! রাণা ! হুমায়ুনের মুক্তি-ভিক্ষা দাও, বিনিময়ে আমি তোমার বন্দীত্ব স্বীকার কচ্ছি।

হুমায়ুন। পিতা !

বাবর। আমারই দোষে তুমি বন্দী হয়েছো। আমারি প্রাণ-রক্ষার্থে তুমি মর্‌তে বসেছিলে, আমারি সম্মান রক্ষার্থে—তুমি স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত। রাণা! দাও, আমার হুমায়ুনকে মুক্ত করে দাও; আমায় বন্দী কর—আমায় বধ কর রাণা!

হুমায়ুন। পিতা চলে যান, এ শত্রুগৃহ। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। চলে যান্ পিতা। আমার মৃত্যুতে মোগলের কিছু এসে যায় না; কিন্তু আপনার অভাবে মোগল ডুবে যাবে—লুপ্ত হয়ে যাবে—একটা বিরাট বিস্মৃতির অন্ধকার মোগলকে ঢেকে দেবে। চলে যান পিতা।

বাবর। না—না—তা হবেনা—তোমায় ফেলে যাবোনা। তোমার অভাবে মোগলের কিছু না হতে পারে—কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব তুমি। রাণা! রাণা! ভেবেছিলুম আবার প্রতিআক্রমণ করবো। নূতন করে সৃষ্টি করেছিলুম—নূতন শিক্ষায় তাদের দিগ্বিজয়ী করে তুলেছিলুম—পার্লুম না। প্রাণ খুঁজে পেলুম না রাণা! প্রাণ-হীন দেহে শক্তি কোথায় পাবো। দাও রাণা হুমায়ুনকে মুক্ত করে দাও, মোগলের দেহের শক্তি,শোনিতের প্রবাহ, ধমনির স্পন্দন, সাধনার ফল—এই হুমায়ুনকে মুক্ত করে দাও রাণা! এই নাও, আমায় বাঁধ—(হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন) মেবারের দৃঢ়তম শৃঙ্খল দিয়ে আমায় বন্দী কর। হুমায়ুনের বাঁধন ছিড়ে দাও—হুমায়ুনকে মুক্ত করে দাও। অনুগ্রহ ভিক্ষা রাণা!

সংগ্রাম। উত্তম। তবে তাই হোক। যাও হুমায়ুন মুক্ত তুমি।

হুমায়ুন। আমি মুক্তি চাইনে রাণা! আমি তা মানবো না। যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি, আমি আপনার বন্দী—আমায় যথেচ্ছা ব্যবহার করুন। পিতা বিজিত হননি—পিতা বন্দী নন্। স্বেচ্ছায় এসে যে বন্দীত্ব স্বীকার করে তাঁকে বন্দী করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়। এ অন্যায় অবিচার।

সংগ্রাম। কিন্তু যে বন্দী- তাকে মুক্ত করা বোধ হয় ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্ম নয়

হুমায়ুন। বন্দীকে মুক্তি দান করা, বোধ হয় অন্যায় অবিচার হবেনা

সাজাদা। যাও বৎস—মুক্ত তুমি। মহৎ—উদার। পিতৃভক্ত পুত্র মুক্ত তুমি—আমার কি সাধ্য তোমায় বন্দী করে রাখি। যাও হুমায়ুন—পিতার প্রাণে মরম শক্তি এনে দাও, পিতার প্রাণে নবীন উৎসাহ ঢেলে দাও পিতার কার্য্যে সহচর হওগে যাও। আর আশীর্ব্বাদ করি হুমায়ুন তোমারি মত পিতৃভক্ত সন্তান লাভ কর। ভগবান তোমাকেও এমন একটী পুত্র-রত্ন দান করুন—যার কীর্ত্তি সমগ্র ত্রিভুবন ব্যেপে থাকবে—যার গরিমায় স্বর্গ-মর্ত্ত এক সঙ্গে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে—যার স্মৃতি বক্ষে জড়িয়ে ধরে সমগ্র বিশ্ব আপ্রলয় প্রতিভা-মণ্ডিত হয়ে থাকবে। আশীর্ব্বাদ করি হুমায়ুন এমন পুত্র লাভ কর (হুমায়ুন মস্তক নত করিলেন)

বাবর। রাণা !

সংগ্রাম। যাও সম্রাট—নূতন সৈন্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, নূতন সমরের জন্য প্রস্তুত হওগে যাও। এস বীর আমি স্বহস্তে তোমার বন্ধন মোচন করে দিচ্ছি! (বন্ধন মোচন) রাজপূত! অবসর পেলে না—রণবাদ্য বাজাও—অস্ত্র নাও! যাও হুমায়ুন—মুক্ত তুমি।

(প্রস্থান)

হুমায়ুন। পিতা

বাবর। হুমায়ুন!

হুমায়ুন। আমার জন্য ভিক্ষা করলেন পিতা? এই তুচ্ছ প্রাণ রক্ষার জন্য রাজপুতের সম্মুখে শির নত করলেন।?

বাবর। এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হুমায়ুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

সংগ্রামসিংহের মন্ত্রনাগার।

সংগ্রামসিংহ, রাজপুত-রাজগণ, দহির ও চন্দ্রসেন।

সংগ্রাম। বন্ধুগণ! রাজপুতগণ! এ যুদ্ধ শুধু চিতোরের সঙ্গে নয়—সমস্ত রাজপুতনার বিরুদ্ধে। চিতোরেরে গৌরবে রাজপুতনার গৌরব—রাজপুতনার গৌরবে চিতোরের গৌরব। এক একটী জাতীয় সমর। ফতেপুরের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে তার জন্ম মৃত্যু। তাই আমি তোমাদের সকলকে এ যুদ্ধে সাহায্য কর্ত্তে অনুরোধ করেছি।

১ম রাজ। আমরা সকলেই রাজপুত। আপনার আজ্ঞায় প্রাণ দেবো।

সংগ্রাম। আজিকার এ দুর্দ্দিনে সমস্ত এক হয়ে যাই এস। দ্বেষ-বিদ্বেষ ভুলে যাই। ভ্রাতৃ-বিরোধ কর্ব্বার অনেক সময় পাবে। ভায়ের রক্তে প্রতিশোধ-তৃষ্ণা মেটাবার অনেক দিন আসবে। কিন্তু আজ নয়। আজ রাজপুত—রাজপুত এক মায়ের সন্তান—একই রাজপুতনার ক্রোড়ে লালিত পালিত—একই রাজপুতের রক্ত সকলের ধমণাতে প্রবাহিত। স্মরণ কর ভাই বাপ্পারাওয়ের কথা, হামীরের কথা, ভীমসিংহের কথা, গোরা বাদলের কথা, আর ভুলে যাও সব বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা, কাপুরুশতা। আজ মায়ের ডাকে সকলের বিবেক বুদ্ধি জেগেছে, দেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, প্রাণে উৎসাহ এসেছে। এস সকলে প্রতিজ্ঞা করি, মা ভবানীর নামে শপথ করি, আমরা কেহ পশ্চাৎপদ হব না।

সকলে। আমরা কেউ পশ্চাৎপদ হব না।

সংগ্রাম। উত্তম। প্রীত হলুম্। মা ভবানী আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন

(কর্ণদেবীর প্রবেশ।)

কর্ণ। ভক্তের ডাক বিফল হবে না। কিন্তু মনে রেখো রাজপুত প্রাণ পণ কর্ত্তে হবে। দেহের সমস্ত শোণিত রণরঙ্গিনীর পায়ে ঢেলে দিতে হবে। এতটুকু ভীরুতা—কাপুরুষতা, এতটুকু দৌর্ব্বল্য যে পুষে এনেছো, সে যাও। তাকে আজ কোন প্রয়োজন নাই। সে আরও বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। রাজপুত যে আছ—সেই এস। রাজপুতের ভঙ্গিমায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে যে জানো—সে এস। রাজপুতের মত অসি হস্তে যে সহস্র সৈনি-কের কবর সৃজন কর্ত্তে পারো—সে এসো। সে একাই সহস্র। ভীরু কাপুরুষের আজ কোন প্রয়োজন নাই।

১ম রাজ। আমরা সকলেই প্রাণ পণ করবো। আমরা ভবানীর নামে শপথ কচ্ছি—রাণা যদি আমাদের পরিত্যাগ না করেন—আমরাও রাণাকে পরিত্যাগ করবো না। রাণা আমাদের রাজা—আমরা রাজভক্ত প্রজা। রাজার কথায় প্রাণ দেবো।

সকলে। জয় মা ভবানী—জয় মা রাজপুত-কুলরাণী!

সকলের গীত।

চল—চল—চল—সবে এ মহা আহবে।
পুজিব মায়েরে তুষিব রাজারে লভিব মরণ গরবে।
ছিঁড়ে দেরে ওরে অবসাদ ডোর,—
উঠে আয় ছাড়ি কাল ঘুম ঘোর,—

করে লয়ে অসি, চলরণে পশি রাজার আদেশ তোর,
সাধিব আমরা এ মহা সাধনা ভূপতি দেবতা মানবে।
চল—চল—চল—সবে এ মহা আহবে।
পূজিব মায়েরে তুষিব রাজারে লভিব মরণ গরবে॥
স্বদেশ জননী যাচিছে শকতি. ভূপতি মোদের মাগিছে ভকতি—
স্থির ধীর বীর গর্ব্বে—বধিব দলিব অরাতি—
হৃদয় রক্তে হাজার ভক্তে রচিব কীর্ত্তি আহবে—
চল—চল—চল—সবে এ মহা আহবে।
পূজিব মায়েরে তুষিব রাজারে লভিব মরণ গরবে॥

(সকলের প্রস্থান)।

সংগ্রাম। কর্ণ দেবি!

কর্ণ। রাণা!

সংগ্রাম। জটীল সমস্যা।

কর্ণ। কিসের সমস্যা রাণা! আজ ভবানীর কৃপায় রাজপুতের প্রাণ সমস্বরে বেজে উঠেছে। রাজপুত এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয় কি রাণা। এ বিপুলবাহিনীর সংঘাতে সমস্ত পৃথিবী চূর্ণ হয়ে যাবে। চিন্তা কি রাণা। এস—চল ভবানীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিগে। চল ভবানীর মন্দিরে মায়ের পূজা দিতে হবে।

সংগ্রাম। চল। দহির! বীর! এ যুদ্ধেও তুমিই আমার সেনাপতি।

দহির। এ করুণা দহির মাথা পেতে নেবে রাণা।

সংগ্রাম। এস তোমার সঙ্গে আরও অনেক পরামর্শ আছে। এস কর্ণ। (সংগ্রাম ও দহিরের প্রস্থান)

চন্দ্র। (স্বগতঃ) যত পরামর্শ ঐ দহিরের সঙ্গে। হুঁ!

কর্ণ। চন্দ্রসেন!

চন্দ্র। আদেশ করুন।

কর্ণ। এত বিষণ্ণ—

চন্দ্র। কই—না।

কর্ণ। লুকিয়ো না চন্দ্রসেন। জগতের চোখ এড়াতে পারো—কিন্তু নারীর চোখে ধুলো দিতে পার্ব্বে না। আমি লক্ষ্য করেছি—যখন সমস্ত রাজপুত সমস্বরে ভবানীর নামে শপথ করলে—তুমি নীরব নিস্তব্ধ ভাবে পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রইলে। তার পর যখন রাণা দাহিরকে সেনাপতিত্বে বরণ কল্লেন—হিংসায় তোমায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল। তোমার মাথায় চক্রান্ত—ভ্রুকুটী ষড়যন্ত্র—নিশ্বাসে বিষাক্ত বায়ু। বিশ্বাসঘাতক পিশাচ! এ রাজপুতের দেশ—রাজস্থান। যাও এই মুহূর্ত্তে দূর হয়ে যাও।

চন্দ্র। বেশ। (স্বগতঃ) এত দর্প—দেখে নেবো।

(প্রস্থান।)

কর্ণ। ভবানী! জননী! এই সব নরপিশাচদের এ দেবতার দেশে কেন সৃজন করেছিলি মা! সমুচিত হয়নি—বন্দী করিনি। ভুল হয়ে গেল—যাক্। শঙ্কর! শঙ্কর! (শঙ্করের প্রবেশ) বিক্রম কোথায়?

শঙ্কর। ঐ যে ওখানে খেলা কচ্ছে।

কর্ণ। যাও। নিয়ে এস। (শঙ্করের প্রস্থান) পূর্ব্ব থেকেই নিরাপদ হওয়া ভাল।

(শঙ্কর ও বিক্রমের প্রবেশ।)

বিক্রম। কেন মা?

কর্ণ। (ক্ষণেক পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন ও তাহাকে শঙ্করের নিকট দিয়া) যাও শঙ্কর একে নিয়ে যাও—চন্দন দুর্গে

চলে যাও। দুর্গাধিপতি মেদিনী রায়ের আশ্রয় গ্রহণ কোরো। সাবধান— তোমার উপর এই শিশুর জীবন মরণ। মেবারের ভাবী-রাণা এই বালক। সাবধান!

শঙ্কর। তুই কোথায় যাবি মা?

কর্ণ। শুনে কোন প্রয়োজন নাই। একে নিয়ে যাও—একে দেখো— একে বাঁচিও।

শঙ্কর। মা! যত দিন শঙ্কর জীবিত থাকবে—যতক্ষণ এ বুড়োর দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকবে—ততদিন, ততক্ষণ—দাদা আমার সম্পূর্ণ নিরাপদ। (সকলের প্রস্থান)

———

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

কোচের উপর বিষাদময়ী দরিয়া।

তাহার হাত ধরিয়া দেলেরা গাহিতেছিল।

গীত।

গোপনে অতি গোপনে গো—
হৃদয়ের কথা, মরমের ব্যথা—
রেখোনা রেখোনা মনে।
নীরবে ওগো নীরবে গো।
ভাসিওনা নীরে, নিশার আঁধারে—
কেঁদোনাকো নিরজনে।
বলনা আমায় বলনা—
তুমি গুমরি এ ব্যথা রেখোনা—
গোপনে অতি গোপনে গো।
এস কাছে এসে, বসে ধীরে পাশে—
কহিয়ো গো কানে কানে ॥
(আমি) প্রাণের পরতে গাথিয়া—
(ওগো) রাখিব ও ব্যথা বাঁধিয়া
নীরবে শুধু নীরবে গো—
তোমারই সাথে, গোপনে নিশিথে—
কাঁদিব গো (ওগো) বিজনে ॥

(দহিরের প্রবেশ।)

দহির। অভাগিনী হতভাগিনীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—কি করুণ দৃশ্য।

দেলেরা। ঐ ছাখ বোন—কে এসেছে ছাখ। আমার তো চোখ নাই—আমি কান পেতে তার মধু মাখা কথা শুনি। তুই চোখ ভরে

দহির। দরিয়া! (পার্শ্বে উপবেশন)

দরিয়া। প্রিয়তম! কাজ নাই এ যুদ্ধ বিগ্রহে—চল দহির—চল নাথ—এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাই।

দহির। প্রিয়তম! কর্ত্তব্যভ্রষ্ট কি করে হব—তুমি বালিকা—কর্ত্তব্যের গুরুত্ব এখনও বুঝতে পারোনি। সংসার বড়ই জটীল—বড়ই বিপদাকীর্ণ।

দরিয়া। তুমি ত কারও দাস নও—কারও অধীন নও।

দহির। কিন্তু প্রিয়তমে—ধর্ম্মের খাতিরে—স্নেহের খাতিরে—কর্ত্তব্যের খাতিরে—আমি দাসানুদাস। সে যে তোমার পিতার আশ্রয়দাতা। আমার আশ্রয়দাতারও আশ্রয়দাতা। তাঁর ঋণতো, এ ক্ষুদ্র প্রাণ বলি-দানেও পরিশোধ হবে না।

দরিয়া। আমি তাঁর হাতে পায়ে ধরে বলবো। (হাত ধরিয়া) বল তুমি যাবে না।

দহির। দরিয়া! অবুঝ হয়োনা! ছিঃ! তুমি ত বুদ্ধিমতী। ভুলে যেয়ো না দরিয়া—যে আজ এখন রাজস্থানে আছ—যে দেশের পত্নী—পতিকে সমর সাজে সাজিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বিদায় প্রদান করে।

দরিয়া। এস তবে সমর বিজয়ী হয়ে ফিরে এস।

(প্রস্থান)

দহির। দেলেরা! আমায় বিদায় দে দেলেরা—আমি যাই।

(দেলেরার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন)

দেলেরা। কোথায় যাবে।

দহির। জীবন মরণের সন্ধিস্থলে—যুদ্ধে।

দেলেরা। যুদ্ধ তো হয়েই গেল—আবার কি যুদ্ধ?

দহির। আবার হবে। আমরা একটা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি মাত্র। একটা যুদ্ধে মোগলকে পরাজিত করেছি—আবার যুদ্ধ হবে। বাবর জেগেছে—আবার যুদ্ধ বাধবে—এবার এমন যুদ্ধ বাধবে—পৃথিবীতে কুত্রাপিও বুঝি আর এর পূর্ব্বে হয়নি। এক দিকে হিন্দু—আর এক দিকে মুসলমান। একটা জাতীয় সমর—একটা জাতীয় উত্থান পতনের সন্ধিস্থল। দে দেলেরা, আমায় বিদায় দে—আমি যাই।

দেলেরা। কবে ফিরবে?

দহির। জানিনি। বোধ হয় আর ফিরবো না। হয় ত এই আমাদের বিদায়-মিলন।

দেলেরা। আমাদের নিয়ে চল না?

দহির। তোরা কোথায় যাবি?

দেলেরা। তুমি যেখানে যাবে? এখানে কোথায় থাকবো?

দহির। আমি তো যুদ্ধে যাচ্ছি।

দেলেরা। আমরাও সেই খানেই যাবো। অঞ্চলাগ্রে তোমার ঘর্ম্মাক্ত ললাট মুছিয়ে দেবো—পাশে দাঁড়িয়ে তোমায় উত্তেজিত করবো।

দহির। দেলেরা! দেলেরা! স্বর্গ থেকে নেবে এসে আমায় ধন্য করে দিতে এসেছিস্—কে তুই দেবী। মানুষের প্রাণে এত সরলতা। বালিকার মুখে এই বীরগাঁথা—কর্ত্তব্যের পথে এই আলোধরা—এ যে

একটা স্বপ্নের আবেগের মত আমার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে দিচ্ছে। প্রাণে একটা শক্তি এনে দিচ্ছে। উত্তম। তবে চল্ দেলেরা দেবীর বরে আমায় অমর কর্ব্বি চল।

(হাত ধরিয়া প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

ফতেপুর বাবরের শিবির।

একাকী বাবর।

চিন্তানিমগ্ন ভাবে পরিক্রমণ করিতেছিলেন।

বাবর। এত বিচলিত আর কখনও হইনি। কি অসম সাহস এদের। কি নির্ভীক এই সংগ্রামসিংহ। সেদিন দেখেছিলুম্ তাকে প্রথম সেই পানিপথের সমর প্রাঙ্গনে—উন্নত শির, প্রশস্ত বক্ষ, দৃঢ় মুষ্টিসম্বদ্ধ, উন্মুক্ত কৃপাণ—অশ্বারূঢ় বীর। সমরোন্মাদ দেব মূর্ত্তি। প্রকৃত যোদ্ধা এরা। তারপর দেখেছি সেদিন সেই কারাগার-কক্ষে স্বাধীন উন্নতমনা মহিমায় গড়া একটা কীর্ত্তি-গাঁথা। প্রকৃত দেবতা এরা!

রাণা সঙ্গ—কাবুল থেকেও যাঁর বীর-গাঁথা শুনতে শুনতে হস্ত অজানিত উল্লাসে তরবারী কোষোন্মুক্ত করে নিত—সেই বীরাগ্রগণ্য রাণার বিপক্ষে কি করি—কি করি? তবে এক ভরসা। আমার কামান আছে— হিন্দুদের তা নাই। অনলোদ্গারী ধ্বংশাবতার কামান। হবে তাতেই হবে।

(হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন তুমি গোলন্দাজ বিভাগের নায়ক। এ যুদ্ধের জয় পরাজয় শুদ্ধ আমার কামানের উপর নির্ভর কচ্ছে। সেরখাঁ কোথায়?

হুমায়ুন। তিনি সৈন্য সন্নিবেশ কচ্ছেন।

বাবর। তাকে একবার—না—থাক। বুঝলে? মুহুর্মুহু কামান দাগবে। হিন্দু-সৈন্য ছত্রভঙ্গ করে দেবে। তারপর আমি আমার অশ্বারোহিদের নিয়ে সেই বিশৃঙ্খল বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। সেরখাঁ পশ্চাৎ দিকে ঘুরে আক্রমণ কর্ব্বে। আর তুমি ফিরে নগরী রক্ষা কর্ব্বে। বুঝ্‌লে? (প্রহরীর প্রবেশ) কি সংবাদ?

প্রহরী। হিন্দু সেনাপতি—সেনাপতি চন্দ্রসেন—

বাবর। কে—

প্রহরী। হিন্দু সেনাপতি—চন্দ্রসেন।

বাবর। হিন্দু সেনাপতি চন্দ্রসেন? কেন? এখানে কি প্রয়োজন? যাও নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান) হিন্দু সেনাপতি চন্দ্রসেন—ওঃ। পুত্র কি অভিপ্রায়ে বুঝ্‌লে?

হুমায়ুন। বোধ হয় আমাদের সঙ্গে যোগদান কর্ব্বে।

বাবর। ঠিক ধরেছো। কারণ?

হুমায়ুন। পুরস্কারের লোভে বোধ হয়।

বাবর। পাল্লে´না। পুরস্কারের লোভে রাজপুত বিশ্বাসঘাতকতা কর্ব্বেনা—বোধ হয় ঈর্ষা। দেখা যাক্। (চন্দ্রসেনের প্রবেশ) আদাব্! কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

চন্দ্র। সম্রাট! অ মি আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে—

বাবার। আপনার সৈন্য? আপনি ত সেনাপতি মাত্র।

চন্দ্র। সম্রাট! আজ আমি সেনাপতি নই—সেনাপতি আজ দহির।

বাবর। হুঁ। হুমায়ুন।

(হুমায়ুন ও বাবর পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন)

চন্দ্র। আমার সৈন্য অর্থাৎ—

বাবর। আপনার অধীনস্থ রাজপুতগণ—যাদের ভার রাণা আপনার উপর ন্যস্ত করেছেন। এই তো—তাকি কর্ত্তে চান।

চন্দ্র। আমি সম্রাটের পক্ষ হয়ে—

বাবর। কোন প্রয়োজন নাই। বাবর যখন ভারতবর্ষে এসেছিল তখন সে হিন্দুর উপর নির্ভর করে আসেনি। বিশ্বাসঘাতক। যে রাণা আশৈশব তোমায় অন্ন দিয়ে প্রতিপালন করেছেন—সামান্য একটা সেনাপতিত্বের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে দেশ, স্বজাতি, জন্মভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্ত্তে চাও। আর তোমারই প্রভুর মঙ্গলার্থে বিজাতী দহির প্রাণ পণ কচ্ছে। তাকে দেখেও কি প্রভুভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না? যাও রাণার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করগে যাও—যাও—নইলে আমি তোমায় বন্দী করবো।

চন্দ্র। (স্বগত) একি অদ্ভুত প্রকৃতি

(প্রস্থান)

বাবর। মূর্খ—দেশদ্রোহী পিশাচ। পুত্র! আর যাই হও ঈর্ষাপরায়ন হয়ো না এর মত দোষ আর একটীও নাই। পতনের পথ সুপ্রসস্ত করে দেয়। চল আর বিলম্ব করা ভাল নয়—প্রত্যুষেই আমরা আক্রমণ করবো।

হুমায়ুন। চলুন পিতা।

বাবর। এস পুত্র! যাওয়ার পূর্ব্বে একবার তোমায় আলিঙ্গন করে যাই। কি জানি জটীল সমস্যা। এস পুত্র, (উভয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন) চল—যদি আর না—এস হুমায়ুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ফতেপুরে সংগ্রামসিংহের শিবির সম্মুখ।

সংগ্রাম, রাজপুতগণ, দহির ও সৈন্যগণ।

সংগ্রাম। আক্রমণ কর রাজপুত! আজকার সমরে হিন্দুর ভাগ্য পরিচালিত। ফতেপুরের জয়-পরাজয় রাজপুতের উত্থান পতন। যাও অগ্রসর হও—আক্রমণ কর—ধ্বংশ কর। রণজয় নিশ্চয়।

রাজ। "জয় মা ভবানী"।

(সংগ্রাম ও দহির ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সংগ্রাম। দহির—প্রভুভক্ত বীর! যাও অগ্রসর হও। তোমারি রণ-কৌশলে পানিপথে জয়লাভ করেছিলুম—তোমারি বীরপনায় একটা সমরে মোগলকে পরাজিত করেছি—তোমারি দুর্জ্জয় প্রতাপে হুমায়ুন বন্দী হয়েছিল। যাও বীর—অগ্রসর হও—আশীর্ব্বাদ করি রাজপুতের মান রক্ষা কর। সমর-বিজয়ী হয়ে অক্ষয় অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন কর।

(দহিরের প্রস্থান)

চন্দ্রসেন! চন্দ্রসেন! কোথায় গেল সে?

(কর্ণদেবীর প্রবেশ)

কর্ণ। আর তাকে কেন?

সংগ্রাম। একে? কর্ণদেবী? সমরক্ষেত্রে শত শত লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে তুমি রমণী।

কর্ণ। সে কথা পরে হবে। যাও অগ্রসর হও। মুহূর্ত্ত বিলম্বের সময় নাই। চন্দ্রসেন বিদ্রোহী—বিশ্বাসঘাতক। মোগলের সঙ্গে যোগদান করেছে।

সংগ্রাম। সে কি? তার অধীনে যে আমার এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য ছিল। চন্দ্রসেন! বিশ্বাস ঘাতক! কি কল্লি?

কর্ণ। রাণা! দৌর্ব্বল্য তোমায় সাজে না। কাপুরুষতা রাজপুতের ধর্ম্ম নয়। ওঠ—যায় যাক্ চন্দ্রসেন—কি যায় আসে! একজন বিশ্বাসী রাজপুত হাজার বিশ্বাসঘাতককে বাধা দেবে। (কামানধ্বনি) ঐ মোগলের কামান ধ্বনিত হচ্ছে। উদ্‌গারিত অনল—তোমার সৈন্যদের—তোমার পুত্রদের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়ে—লেলিহান জিহ্বা বিস্তার ক'রে দাবানলের মত জ্বলে উঠেছে। এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখো না। তাদের রক্ষা কর। অবসাদ ঝেড়ে ফেল! বীর্য্য জাগিয়ে তোল। গর্ব্বদৃপ্ত মোগলের শির দলিত কর্ত্তে পারো—তবেই তুমি মহারাণা—তবেই তুমি হিন্দু-চূড়ামণি!

সংগ্রাম। বৈচিত্র্যময়ী ঘটনার বিপর্য্যয়। তাই যদি না হবে, তবে কে মোগল—বিদেশী সে—ভারতে তার কি অধিকার? ওঠ রাজপুত—সুপ্ত তেজ জ্বালিয়ে নিয়ে সহস্রগুণে বৰ্দ্ধিত হয়ে জ্বলে ওঠ। ভারত আলোকিত হোক্—মোগল জানুক—রাজপুত দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না।

(প্রস্থান)

কর্ণ। যাব—আমিও যাবো। রমণীও অস্ত্র ধর্ত্তে জানে। দৈত্যাসুর-সংহারিণী—শক্তিস্বরূপিনী—কালী করালবদনী শ্যামা! দে মা, শৈলশৃঙ্গ

চূর্ণ করে তনয়ার দেহে শক্তি ঢেলে দে, প্রবল প্রবঞ্জন-ক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গাকুল সমুদ্র গর্জ্জনের তানে রাজপুতের বিজয়ভেরী বাজিয়ে দে মা!

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

প্রান্তর।

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ)

চন্দ্র। ব্যর্থ হল!—দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে মোগলের সঙ্গে যোগ দান কর্ত্তে গেলুম্—ফিরিয়ে দিলে, অপমানিত করে—কুক্কুরের মত লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলে। কি করি? না রাজপুতের সঙ্গে আর না। কেন? তারা আমার কে? তারাতো আমায় চায়না। তারা চায়—দহিরকে—বিজাতি দহিরকে, আমায় ত চায়না!

(দহিরের প্রবেশ)

দহির। তারা না চায়—দেশ তো চায় ভাই। ব্যক্তিগত অপরাধে ঈর্ষা-পরবশ হয়ে দেশের সর্ব্বনাশ কোরোনা। এস ভাই—অস্ত্র নাও—যুদ্ধ কর, দেশের মথোজ্জ্বল কর।

চন্দ্র। (স্বগত) আমার চক্ষের শূল। আমার গৌরবের পথের কণ্টক—আমার উন্নতির আকাশে কুগ্রহ না, যে দিকে চলেছি—যাবো,

ফিরবো না। এখন ফিরলেও রাণা আমায় ক্ষমা করবেন না। যাই আমার সৈন্য নিয়ে আমি নিরপেক্ষ থাকি—রাজপুতের সঙ্গে আর যোগ দেওয়া হবে না। (প্রস্থান)

দহির। এ কি দেখালে রাজপুত? একি নীচ আদর্শ সৃষ্টি কল্লে? রাজপুতের ভিতর বিশ্বাসঘাতক আছে—এ যে আমার ধারনারও অতীত ছিল। (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

ফতেপুরের প্রাঙ্গণে দহিরের শিবির-সম্মুখ।

দরিয়া ও দেলেরা।

দরিয়া। উঃ! কি ভয়ানক দৃশ্য। হত্যা—কেবলিই হত্যা। উঃ—না—আমি এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিনা। (মুখ ঢাকিয়া শিবিরাভ্যন্তরে প্রস্থান)

দেলেরা। চলে গেল বুঝি! উঃ কি কোলাহল। কাণ ঝালা পালা হয়ে গেল। কিসের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ আর লোকের আর্ত্তনাদ, ঘোড়ার ডাক। লোকের চীৎকার, অস্ত্রের ঝনঝনা সবটাতে মিলে একটা ভীষণ কোলাহল। আহা! সেও না জানি কত মানুষ বধ কচ্ছে। যখন এরা যুদ্ধে যায়, তখন বুঝি এদের প্রাণে মায়া থাকে না?

নেপথ্যে দহির। অস্ত্র—একখানা অস্ত্র! আমি নিরস্ত্র—একখানা অস্ত্র দাও। কে কোথায় হিন্দুর মঙ্গলাকাঙ্খী—কে কোথায় দেশ হিতাকাঙ্খী একখানা অস্ত্র দাও। অস্ত্র—একখানা অস্ত্র।

দেলেরা। ঠিক সেই সর! করুণ-চীৎকারে একখানা অস্ত্র ভিক্ষা কচ্ছে। বুঝিবা সে বিপদাপন্ন—বুঝি তাকে হত্যা! (শিহরণ) দেবো আমি দেবো। আমি অস্ত্র দেবো! খোদা! শক্তি দাও—দৃষ্টি-শক্তি দাও—এক লহমার জন্য আমায় দৃষ্টি-শক্তি দাও খোদা! আমার আশ্রয় দাতা। আমার অন্নদাতা, আমার দেবতা বিপন্ন—আত্ম-রক্ষার্থে তাঁর অস্ত্র নাই। দাও খোদা, দৃষ্টি শক্তি দাও—দৃষ্টি-শক্তি দাও! আমি যাব—অস্ত্র দেবো। (দ্রুত শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ ও একখানা অস্ত্র লইয়া পুনঃ প্রবেশ) দেবো অস্ত্র দেবো। দাও খোদা, দৃষ্টি-শক্তি দাও—দৃষ্টি-শক্তি দাও, আমার হাত ধরে নিয়ে চল।

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

যুদ্ধ-রত মোগলগণ ও নিরস্ত্র দহির।

সৈন্যগণ। মার্—মার্—মার! আমরা কোন কথা শুনবো না

দহির। নিরস্ত্র—নিরস্ত্র—অস্ত্র—একখানা অস্ত্র!

(একদিক দিয়া সেরখাঁ প্রবেশ করিয়া কহিলেন)

সের। "মের না—বন্দী কর"।

(অন্যদিক দিয়া দেলেরার প্রবেশ)

দেলে। এনেছি—অস্ত্র এনেছি—এই নাও—এই নাও—

(সকলের অলক্ষ্যে দহিরের হস্তে অস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান)

সের। কে এ বালিকা!

দহির। আয়, এইবার আয়—ভীরু কাপুরুষের দল! দেলেরা, দাঁড়া, আগে শত্রু বধ করি, তারপর (সমর। মোগল-সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল)

দহির! দেলেরা—দেলেরা! কোথায় তুই, দেখে যা, আমি জিতেছি—আমি বেঁচেছি। দাঁড়া, যেখানে আছিস—দাঁড়া, আমি যাচ্ছি। (দ্রুত প্রস্থানোদ্যত)

(বেগে দেবরায়ের প্রবেশ)

দেব। সৈনিক, যাও ঐ দিকে যাও, রাণাকে সাহায্য কর। রাণা একা, প্রায় সমস্ত রাজপুত নিহত। যাও, রাণাকে সাহায্য কর—রাণাকে বাঁচাও—ঐ পূর্ব্বদিকে—যাও, দৌড়ে যাও—

দহির। কি করি—কোন দিকে যাই! একদিকে রাণা—প্রভু বিপন্ন, অন্যদিকে অন্ধ বালিকা—যে আমার প্রাণরক্ষা করেছে! বালিকা ছুটে চলেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে পতনের আশঙ্কা—মৃত্যুর ভয়! কি করি—কোনদিকে যাই। রাণা—রাণা—যাই, খোদা! অন্ধ বালিকাকে দেখো। তোমার দয়ার উপর রেখে গেলাম!

(বেগে প্রস্থান)

দশম দৃশ্য।

পরিখা। উপরে সারি সারি কামান সজ্জিত। পরিখার ভিতর হুমায়ুন ও মোগাল গোলন্দাজগণ কামান দাগিতে ছিলেন। কয়েকজন রাজপুতের প্রবেশ ও "জয় মা ভবানী" বলিয়া আক্রমণ ও কামানে নিহত হওন। পরিখার পশ্চাতে অশ্বারূঢ় বাবরের প্রবেশ।

বাবর। মোগল—মোগল! আক্রমণ কর—আক্রমণ কর। কামান দাগো,—ধ্বংশ করো! কলঙ্কের দাগ দিয়ে দিয়েছ,—রাজপুতের রক্তে তা ধৌত কর্ত্তে হবে। ভীত হয়ো না হুমায়ুন! নিরস্ত্র হয়ো না গোলন্দাজ! আজিকার যুদ্ধে জয়লাভ কর্ত্তে পারো, ফতেপুরের প্রাঙ্গণে মোগলের বিজয়-চিহ্ন রেখে যেতে পারো—ভারত তোমার! ভারতের অগাধ রত্ন, অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার। না পারো, অসীম অতলতা—জমাট অন্ধকার—হীন ভবিষ্যৎ! আক্রমণ কর—আক্রমণ কর।

(প্রস্থান)

সংগ্রাম। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর,—ভয় পেয়ো না—রাজপুত পশ্চাৎপদ হয়োনা। সৈন্যগণ, মনে রেখো—আজ একটা যুগের কীর্ত্তির জন্ম-মৃত্যু। একটা জাতির উত্থান-পতন—একটা চিরন্তন প্রহেলিকার মীমাংসা। অগ্রসর হও—আক্রমণ কর। মনে রেখো, অসি হস্তে ভবানীর নামে শপথ করেছো, যতক্ষণ দেহে একবিন্দু শোণিত থাকবে, কেউ রণে ভঙ্গ দেবে না। এস ঝাঁপিয়ে পড়—ঝাঁপিয়ে পড়। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর—ধ্বংস কর।

রাজপুত। জয় মা ভবানী!

(সকলে একসঙ্গে অগ্রসর হইল। কয়েকজন পরিখার
ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল, একদল মোগলের
প্রবেশ ও প্রতিআক্রমণ।)

সংগ্রাম। আয় কুক্কুরের দল! স্বদেশ-প্রতাড়িত ভিক্ষুক! পরের সম্পত্তি হরণ কর্ত্তে হলে কত অস্ত্রাঘাত সহ্য কর্ত্তে হয়—কত প্রাণ দান কর্ত্তে হয়—দেখবি আয়। (সংগ্রামের হস্তে সকলে নিহত হইল)

নেপথ্যে। "আল্লা আল্লাহো"—

সংগ্রাম। আবার কাতারে কাতারে মোগল ছুটে আসছে। বড়ই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, একটু বিশ্রাম চাই।

(দহিরের প্রবেশ)

দহির। চিন্তা কি প্রভু! একজন হলেও—এখনও জীবিত আছে।

সংগ্রাম। না—বিশ্রামের সময় নাই, অবসর নাই। একটী একটী করে আমার সহস্র সন্তান মোগলের কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আদর করে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। ওঃ—

দহির। রাণা! রাণা! এ আক্ষেপের সময় নয়। সমস্ত রাজপুত নিহত হয়েছে। একজনও নেই—মেবারে ফিরে যেতে।

সংগ্রাম। একটী রাজপুত নেই—মেবারে ফিরে যেতে?—ওহো—হো—হো—হো। প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও।

(উভয়ের প্রস্থান)

(দুজন মোগলের প্রবেশ)

১ম মোগল। পালা—পালা—বাবা প্রাণ বাঁচলে তবে তো রাজ্য।

২য় মোগল। যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। দুহাতে মারছে—ভাই দুহাতে মারছে—আর একটা মাগী এসে জুটেছে কোত্থেকে—সে বেটীও যা যুদ্ধ কচ্ছে—উঃ! মাগী যেন মহামারী! ঐ যে ভাই আবার এদিকে আসছে। চল—চল—পালাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(আহত রক্তাক্ত সংগ্রাম, দহিরের স্কন্ধে নির্ভর করত প্রবেশ করিলেন)

সংগ্রাম। প্রায় সমস্ত শেষ করেছিলুম। কোত্থো থেকে আবার এক-দল মোগল ছুটে এল—ওঃ ভবানী—(শয়ন)

(কামান-ধ্বনি)

দহির। আবার কামান! কি সর্ব্বনাশক অস্ত্র! সম্মুখযুদ্ধ হয়—বুঝি বীরত্ব! কামানের আগুনে সমস্ত রাজপুত হত হয়েছে। একটী একটী করে ত্রিশ হাজার রাজপুত দেহের শোনিত কামানের মুখে ঢেলে দিয়েছে। তবু তোর তৃষ্ণা মিটল না রাক্ষসী! সাক্ষাৎ মুর্ত্তিময়ী মৃত্যু। না—না অমনি তো হবে না। রাণা যে আহত অচৈতন্য—তাঁকে কি করে বাঁচাই। (কামান-ধ্বনি) ইয়া আল্লা। আমি মরি—রাণা তো বাঁচবেন—জগতের উপকার হবে।

(একটা কামানের গোলা আসিয়া পড়িল, দহির গোলা জড়াইয়া ধরিলেন, গোলা ফাটিয়া দহির আহত হইয়া পড়িলেন)

দহির। উঃ—কে আছো—রাণাকে রক্ষা কর—রাণাকে বাঁচাও।

(কর্ণ দেবীর প্রবেশ)

কর্ণ। এদিকে চীৎকার শুনেছি। দহিরের আর্ত্তনাদ রাণাকে বাঁচাও—এই যে দহির—এই যে রাণা—আহত—অচৈতন্য!

দহির। কে—মা এসেছো—যাও মা, রাণাকে নিয়ে পালাও—রাণাকে বাঁচাও।

(কর্ণদেবী রাণার পদতলে বসিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন

বেগে দরিয়ার প্রবেশ)

দরিয়া। কৈ—কৈ দহির! আমায় ফেলে কোথায় যাও স্বামী!

(দহিরের বক্ষোপরি পতন)

দহির। কে ও! দরিয়া! অভাগিনী! দেলেরা কোথায়?

(নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো—আল্লা আল্লা হো)

দহির। যাও মা—পালাও। ঐ যে আবার মোগল আসছে—তুমি একা পারবে না তো—যাও মা পালাও।

(বাবরের প্রবেশ)

বাবর। কোথায় যাবে? কোথায় পালাবে। তোমরা বন্দী।

দহির। ওঃ দরিয়া—যাই আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আমি যা—ই। কেউ পার তো অন্ধ-বালিকা দেলেরাকে দেখো। খোদা—

(মৃত্যু)

দরিয়া। দহির! দহির! সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে আর কেন—আর এ জীবন কেন? দহির! আমি যে তোমারই আশায় এতদিন জীবন ধারণ করে এসেছি। মাতৃহারা—পিতৃহীনা আমি—তবে আর কার মুখ চেয়ে বেঁচে থাকবো। বেঁচে থেকে আর আমার কি প্রয়োজন (দহিরের ছোরায় আত্মহত্যা)

বাবর। একি মা? এ কি কল্লি?

কর্ণ। আত্মঘাতী হলি মা।

দরিয়া। পতি বিহনে পত্নীর জীবনে কি লাভ জননী! পার তো দেলেরাকে দেখো। যাও মা—রাণাকে নিয়ে পালাও—দহির দাঁ—ড়া—ও। (মৃত্যু)

বাবর। আকাশের তারা আকাশে মিলিয়ে গেল। এত মহৎ—কিন্তু বড়ই মর্ম্মান্তিক।

(কালীমাবৃত হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন। আমারই অপরাধ পিতা। আমায় মার্জ্জনা করুন। মহারাণার জীবন-রক্ষার্থে বীর নিজের প্রাণ বলি দিয়েছে।

বাবর। প্রাণদাতার প্রাণনাশ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিলে হুমায়ুন! তোমারি অকৃতজ্ঞতার ফলে একটী জীবন্ত আদর্শ নষ্ট হয়ে গেল। মেবার-রাজ্ঞী—আর আপনি আমার বন্দিনী নন। প্রাণের বিনিময়ে দহির যে দেহ রক্ষা করেছে—সে দেহে আমার কোন অধিকার নাই। আসুন—আমি সসম্ভ্রমে আপনাদের মেবারে পাঠিয়ে দিই—আসুন! সৈনিকগণ! নাও সসম্মানে রাণাকে তুলে নাও। আসুন মেবার-রাজ্ঞী!

(সৈনিকগণ রাণাকে তুলিতে উদ্যত)

কর্ণ। খবর্দ্দার—এক পদ কেউ অগ্রসর হয়ো না! কেউ এ দেহ স্পর্শ করো না। এ রাজপুতের দেহ—দেবতার প্রাণ। আর তার রক্ষক এক-জন রাজপুতবালা। পার্ব্বে না মোগল—জগতের সমস্ত শক্তির সমষ্টি নিয়ে এলেও এ দেহ স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না। স্থির জেনো মোগল—আবার যুদ্ধ হবে। আবার জাগাবো! প্রস্তুত হও সম্রাট! ছলে, কৌশলে—সরল বীরত্বকে প্রতারিত করেছো সত্য, আজ জয় লাভ করেছো সত্য, কিন্তু কাল পার্ব্বে না—একদিন এর প্রতিফল পাবে।

বাবর। তবে যাও মা প্রাণে যখন তোমার এত আশা—এত আকাঙ্ক্ষা—এত তেজ, তখন যাও মা—আহত স্বামীকে তুলে নাও—রাণাকে বাঁচাও! নূতন সমরের জন্য প্রস্তুত হওগে যাও। মোগলকে হারাতে পারো—মোগল-শক্তি ধ্বংশ কর্ত্তে পারো—মোগল সসম্ভ্রমে তোমার পায়ে মাথা নোয়াবে—ভারত আদর করে তোমায় বরণ করে নেবে। জগত নির্ব্বাক বিস্ময়ে রাজপুতের গরিমা-দৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যাও মা—যাও রাণী যাও—শক্তি-স্বরূপিনী নারী, যাও যথা ইচ্ছা গমন কর। হুমায়ুন! দহিরের সমাধির ব্যবস্থা কর—আমি বীরের যোগ্য সম্মানে—বীর দম্পতির সমাধি দেবো।

(কর্ণ দেবী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

কর্ণ। তাই যাবো—তাই যাবো—শুশ্রূষা কল্লে এখন বাঁচবেন। প্রাণহীন হন নি। বাঁচাবো। যদি না শুশ্রূষায় হয়—সাগর মন্থন করে সেই মথিত অমৃত পান করাবো। যমরাজের কবল থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নেবো। রাণাকে বাঁচাবো—নূতন নূতন রাজপুত সৃষ্টি করবো। নূতন শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে মোগলের জাগ্রত স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবো। বজ্রের শক্তিতে মোগলের মাথায় ভেঙ্গে পড়বো। মোগলকে ধ্বংশ করবো—মোগলকে ধ্বংশ করবো।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

বাবর ও হুমায়ুন।

বাবর। কিন্তু বড়ই খেদ রয়ে গেল দহিরের মৃত্যুকালীন অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তে পাল্লুম্ না।

হুমায়ুন। হয়ত 'বালিকার মৃত্যু। হয়ে থাকবে। আজ বালিকা কোথায়ও পড়ে গিয়ে থাকবে। এদিকে মহারাণা সংগ্রামসিংহেরও তো কোন সংবাদ পাচ্ছিনি। আপনার আদেশে আমি ঘোষণা করে দিয়েছি যে—যে কেউ মহারাণার সংবাদ এনে দিতে পার্ব্বে তাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দেবো। কৈ কেউ তো এখনও ফিরল না।

বাবর। তাঁকে পেলে আমি আবার তাঁকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তুম্।

(চরের প্রবেশ)

হুমায়ুন। এই যে—পেয়েছো? সংবাদ পেয়েছো?

বাবর। বল—আমি এখনি প্রতিশ্রুত মুদ্রা দান করবো।

চর। সম্রাট মহারাণার কোন সংবাদ পাইনি। তবে কুমার বিক্রমজীতের সংবাদ এনেছি।

বাবর। কোথায় সে?

চর। জনাব্! খুঁজতে খুঁজতে আমি চন্দন দুর্গে উপস্থিত হই—সেই খানেই কুমার বিক্রমজীত আছেন।

বাবর। হুমায়ুন! দুর্গ অবরোধ কর। যাও দূত—বিশ্রাম গ্রহণ করগে। আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি এ সংবাদ দানেও তুমি প্রচুর পুরস্কার পাবে—আমার প্রীত্যর্থে তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করেছো।

চর। সম্রাটের দাসানুদাস। (প্রস্থান)

বাবর। রাণার সংবাদ পেলুম না। তাঁর বংশধরকে সিংহাসনে বসাবো। কুমার বিক্রমজীতকেই মেবারে প্রতিষ্ঠিত করবো। বীর বংশের উচ্ছেদ হতে দেবোনা। এতে ভারত সিংহাসন যায় যাক। রাণা! তুমি আমার হুমায়ুনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে—আমি তা ভুলবো না—উপকার বাবর বিস্মৃত হয় না।

(দ্বিতীয় চরের প্রবেশ)

২য় চর। জনাব!

বাবর। বল—কি—সংবাদ।

চর। কুমার মামুদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বারানসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন।

বাবর। কে সেই মামুদ।

চর। মৃত সম্রাট ইব্রাহিমলোদির পুত্র!

বাবর। আবার পাঠান মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। হুঁ! এই মুহুর্ত্তে সেরখাঁকে নিয়ে অগ্রসর হও। চন্দন দুর্গে আমি নিজে যাবো।

হুমায়ুন। যে আজ্ঞে পিতা!

(তৃতীয় চরের প্রবেশ)

বাবর। আবার কি সংবাদ?

চর। জনাব! মামুদনার সেনাপতি মোবারক বারানশীতে সমস্ত মোগল নিহত করেছেন।

বাবর। কি? হুমায়ুন! সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমার অনুসরণ কর।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত শৃঙ্গ।

ভূমির উপর তৃণশয্যায় সংগ্রামসিংহ, পাশে কর্ণদেবী।

কর্ণ। উঠোনা, উঠোনা—আবার ক্ষত মুখে রক্ত নির্গত হবে।

সংগ্রাম। হোক—তবু একবার উঠি। একবার ভাল করে এই পৃথিবীকে দেখে নি। আগে জানতাম না একে আমি এত ভালবাসি। আজ ছেড়ে যেতে এত কষ্ট হচ্ছে। (কর্ণদেবী চক্ষু মুছিলেন) কেঁদো না কর্ণ। দুঃখ করোনা, মানুষ অমর নয়। আজ আমি মচ্ছি—কাল তুমি মর্ব্বে। সবাই মরে—কেউ বেঁচে থাকে না। তবে তা যথেষ্ট করেছি। পাল্লাম না, কি করবো—এলোনা। মোগলের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বিক্রম কোথায়?

কর্ণ। তাকে যুদ্ধের পূর্ব্বে চন্দন দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম—তরপর আর কোন সংবাদ পাইনি।

সংগ্রাম। দেখো—বংশটা যেন লোপ না পায়। মর্ব্বার আগে একবার তাকে দেখতে পেলুম না। হায়! পরাজিত রাজার মত দুঃখি বুঝি আর কেউ নয়। আমায় একটু উঠিয়ে দাও কর্ণ—আমি একটু বসি উঠে।

কর্ণ। না—না—শুয়ে থাকো! উঠলেই আবার রক্ত নির্গত হবে।

সংগ্রাম। হোক্—তবু একবার একটু বস্‌বো আমি।

(সবলে উঠিয়া বসিলেন, ক্ষত মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল)

কর্ণ। বসো না—বসো না।

সংগ্রাম। না একটু বসি—একবার জন্মের মত চতুর্দ্দিক দেখে নিই। এই পৃথিবী—ঐ নীল আকাশ—ঐ দিগন্ত প্রসারিত শ্যামল শষ্য-ক্ষেত্র—ঐ চির প্রবাহিতা স্রোতস্বিনী—শতকুঞ্জ-বিহারী পিক কোকিল-কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর বাসন্তি-রাগ-ঝঙ্কৃতা অমরাবতী এই ভারতভূমি—ঐ অস্তগমনোন্মুখ রক্তিম সূর্য্য—অনেক দিন দেখেছি—কিন্তু এত সুন্দর—এত মধুর—এত শান্তিময়—কখনও মনে হয়নি—আজ ছেড়ে যাচ্ছি—একটু দেখে যাই। বড় সাধ ছিল—বড় আশা ছিল—হিন্দুস্থান আমার হল না—অদৃষ্ট! (দীর্ঘনিশ্বাস, ধীরে ধীরে গমন করতঃ) ওঃ কর্ণ! বড় লাগছে—আর পাচ্ছিনি। আমি যা—ই। দে—খো—বিক্রমজীতকে বাঁচিয়ো। ভ—বা—নী। (সূর্য্যাস্ত ও মৃত্যু)

কর্ণ। স্বামী! মহারাণা! নীরব—নিথর—নিস্পন্দ। প্রিয়তম! না—না—এই যে কথা কয়েছিলেন—এখনও আছেন। স্বামী! মহারাণা! (ললাটে করাঘাত করিয়া) ভগবান! এ কি করলে দয়াময়? এই দুর্গম অরণ্যে একা রমণী আমি—একি বিপদে ফেল্লে ঈশ্বর?

(সচীব দেবরায়ের প্রবেশ)

দেব। ভয় কি মা? আমি আছি! কোন ভয় নাই তোমার।

কর্ণ। কেও? দেবরায়? সচীব!

দেব। আক্ষেপ কোরো না মা—আক্ষেপের সময় নাই। আবার যুদ্ধ বাধবে—চন্দন দুর্গ ধ্বংশ হবে। যাও মা চন্দন দুর্গে যাও কাপুরুষ

ভীরু চন্দনদুর্গবাসীগণ হয়ত বা বিক্রমকে বাবরের হাতে সমর্পণ কর্ব্বে যাও মা তাকে রক্ষা করগে। বিক্রমকে বাঁচাওগে। ঐ দূরে বৃক্ষমূলে আমার অশ্ব বাঁধা আছে—যাও মা ছুটে যাও, বিলম্ব কোরোনা। আমি রইলুম—আমি মহারাণার দেহের সৎকার করবো।

কর্ণ। তবে তাই হোক। স্বামী! দেবতা! তুমি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেছো। দাসী আমি তোমার অন্তিম আজ্ঞা পালন করে—কর্ত্তব্যের আসনে তোমারই পদসেবায় রত থাকবো। তবে আসি সচীব।

(সংগ্রামের পায়ে প্রণাম)

দেব। এস মা। (কর্ণদেবীর প্রস্থান) রাণা! প্রভু! তুমি আমায় নির্ব্বাসিত করেছিলে—আমি অবাধ্য হয়েছি। আমি ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করেছি। অপরাধ নিয়োনা প্রভু! কাঁদ মা ভারতভূমি—কাঁদ অভাগিনী—রাজস্থানের শুভ্রাকাশের কীর্ত্তি-সূর্য্য আজ অস্তমিত হয়ে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

দেলেরা।

দেলেরা। সেজেছি—মনোমত করে সেজেছি। ফুলের মাঝে তাঁরা আমায় সাজিয়ে রাখতো—তাই ফুল পরেছি—গা ফুলময় করে দিয়েছি। খুঁজি—কত খুঁজি—তাদের পাইনে—তাঁদের দেখা পাইনে। যেখানে

ফুল পাই—যেখানে ফুলের গন্ধ পাই—সেই খানেই যাই। কেউ ডাকে না, কেউ "দেলেরা কাছে আয়" বলেনা। পাইনে—তাঁদের পাইনে। ওগো! তোমরা কেউ থাকো যদি—বলে দাও না—তারা কোথায়?

গীত।

অশ্রু মাখানো নিহত এ ব্যথা
কেমনে তোমারে এ জানাবো গো।
সারা জীবনের, সারা হৃদয়ের
কত জ্বালা কত বেদনা গো।
কত যাতনায় প্রকাশিতে চাই,
ভাষায় ছন্দ খুঁজিয়া না পাই.
পাতি পাতি করি খুঁজি সব ঠাঁই,
দেবতা তোমারে পাইনে গো।

(প্রস্ফুটিত পদ্মবক্ষ-সরসীতীর—চারিদিকে কুঞ্জবন)

দেলেরা। বাঃ এখানে তো বেশ গন্ধ—মন মাতানো গন্ধ—ওগো! আছ তুমি—এইখানে আছ। ওগো! দাও—সাড়া দাও! আর পারিনে। ওগো এসো—হাসো—কথা কও।

গীত।

ওগো! দাও সাড়া দাও
কও কথা কও বরষি অমিয়া শ্রবণে।
এস প্রিয়তম, দেবতা আমার,
এস গানে; এস ধেয়ানে।

স্নিগ্ধ মাধুরী মধুর মিলনে,
স্বপন বিলাস বিজড়িত জ্ঞানে,
হৃদয় মাতানো কুসুম গন্ধে—
দীর্ঘ বিরহ অবসানে॥

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ)

চন্দ্র। দহিরের উপর বিদ্বেষ বশে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজেরই সর্ব্বনাশ করে বসেছি, এত নীচে নেমে পড়েছি—আর ওঠা অসম্ভব। যাই দেখি, কুমার বাহাদুর মামুদ লোদির সঙ্গে যোগদান করে—তিনিও শুনেছি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

দেলেরা। তুমি কে গা?

চন্দ্র। তোমার তাতে প্রয়োজন?

দেলেরা। বলনা—আমার দহিরের কথা জান? তাদের দেখেছো! তারা কেমন আছে জানো? জানো? হ্যাঁগা বলনা। জানো তুমি?

চন্দ্র। (স্বগত) কে এ সুন্দরী? দহিরের কথাই বা জিজ্ঞাসা কচ্ছে কেন? কতদিন সে মরে গিয়েছে—আজ এতদিন পরে কার এ ব্যাকুল চিত্ত?

দেলেরা। চলে গেলে? ওগো যেয়োনা! আমি অনেক দিন ধরে তাঁদের খুঁজছি। ওগো জানতো বলে যাওনা।

চন্দ্র। (স্বগত) মন্দ কি? সুন্দরী—উদ্ভিন্ন-যৌবনা! না হাতে পেয়ে ছেড়ে যাবো না। কিসের পাপ? মন্দ কি! (দেলেরাকে) তুমি তার কে হও?

দেলেরা। হ্যাঁ তাই জানো না—তারাই তো আমাকে—

চন্দ্র। ও বুঝেছি—বুঝেছি। আর বলতে হবে না। আমিও তো তোমায়ই খুঁজে বেড়াচ্ছি। চল—চল আমার সঙ্গে চল।

দেলেরা। কোথায় যাবো।

চন্দ্র। আমার বাড়ীতে।

দেলরো। তারা তো সেখানে নেই!

চন্দ্র। নাই বা থাকলো।

দেলেরা। তবে কেন যাবো?

চন্দ্র। রাজার ঐশ্বর্য্য আছে।

দেলেরা। তাতো আমি চাইনি। তুমি যাও, আমি খুঁজি।

চন্দ্র। মিছে কেন কষ্ট পাবে।

দেলেরা। কষ্ট? তাঁদের খুঁজে কষ্ট? তুমি জানো না। বড় শান্তি—বড় তৃপ্তি! যাও তুমি।

চন্দ্র। হ্যাঁ চল—তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই। এস—

(হস্ত ধারণ)

দেলেরা। আমায় কেন নেবে? আমি কোথাও যাবো না। ছেড়ে দাও—চলে যাও।

চন্দ্র। চলে তো যাবোই—এখানে আর কিছু থাকছিনি—তবে তোমাকেও নিয়ে যাবো।

দেলেরা। আমি যাবো না—ছেড়ে দাও তুমি।

চন্দ্র। দেখছি—সহজ কথার মেয়ে নন্—ন্যাকা আমার—কিছুই বোঝেন না। দর বাড়াচ্ছেন। তোমাকে যেতেই হবে—এস।

দেলেরা। একি বিপদ্! ছেড়ে দাও বলছি।

চন্দ্র। চল তো আগে—পরে ছাড়ছি।

দেলেরা। একি লাগছে হাতে।

চন্দ্র। চাঁদ আর কেন। এবার এই ন্যাকামোর ফাঁদটী গুটিয়ে ভালোয় ভালোয় চলে এস।

দেলেরা। উঃ লাগছে—খোদা!

চন্দ্র। জ্বালাতন! খোদা কি করবে? চলে এস।

দেলেরা। আমি কিছুতেই যাবো না।

চন্দ্র। যাবে না—বটেই, আচ্ছা, দেখি কে তোকে রক্ষা করে।

(উত্তোলন করিয়া তুলিয়া লইতে উদ্যত)

(বাবরের প্রবেশ)

বাবর। হুঁসিয়ার পিশাচ! পাপের আবর্জ্জনায় খোদাকে ঢেকে দিতে পারিস—কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তো আছে। পৈশাচিক উত্তেজনায় বিবেকের টুটী চেপে ধত্তে পারিস—কিন্তু বিচার ত আছে সৈনিক! (সৈনিকের প্রবেশ) বন্দী কর।

চন্দ্র। (তরবারী খুলিয়া) সাবধান! এক পা এগিয়ো না।

বাবর। (পিস্তল লক্ষ্য করিয়া) হুঁসিয়ার—বন্দী কর সৈনিক। (সৈনিক বন্দী করিল) যাও—একে নিয়ে যাও। ফিরে এসে—বিক্রমকে মেবারে বসিয়ে মেবারেরই দরবারে আমি স্বয়ং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো—যাও।

(সৈনিক ও চন্দ্রসেনের প্রস্থান)

দেলেরা। তুমি কে গা? তুমি জানো—আমার দহির দরিয়ার কথা জানো? তাদের দেখেছো?

বাবর। মা! তুমি কি দেলেরা?

দেলেরা। কি করে জানলে? তারা বলেছে বুঝি? কোথায় তারা?

বাবর। মা তারা তো নেই! তোমার দহির দরিয়া স্বর্গে চলে গিয়েছেন? দুজনেরই প্রাণ একসঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসের মত বেরিয়ে গেল। আর ওষ্ঠাগ্রে ফুটে উঠেছিল—একটু বিষাদ কালিমা মাখানো হাসি—আর মা তোমারই মধুমাখা নামটী (দেলেরা সজোরে বক্ষ চাপিয়া উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন) কেঁদোনা মা! আক্ষেপ কর না। তোমার অশ্রুজলে তাদের স্বর্গের পথের আলো নিভে যাবে। তোমার গভীর নিশ্বাসে বেহেস্ত কেঁপে উঠবে। এস মা, আমার সঙ্গে। আর তোমায় ঘুরে বেড়াতে দেবো না। দহিরের অনুরোধ তোমায় রক্ষা করা। অন্তিম সময়েও ব্যাকুল বাসনায় তোমারই নাম তাদের মুখে ফুটে উঠেছিল। চল মা! তাদের সমাধির উপর আমি একটী মস্‌জিদ স্থাপিত করে দিয়েছি। এস মা—তুমি এসে তার সান্ধ্য প্রদীপ জ্বেলে দাও।

দেলেরা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) চলুন।—সেখানে বাগান আছে?

বাবর। হাঁ মা! মস্‌জিদের চতুর্দ্দিকে আমি ফুলের বাগান করে দিয়েছি। এস মা, তুমি তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে এস।

(দেলেরার হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

পর্ব্বতোপরি সেতু।

(বেগে মামুদ, পাঠানগণ, সেরখাঁ ও মোগলগণের প্রবেশ)

সের। আর কোথায় যাবে পাঠান?

মামুদ। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর—পালিয়ো না—আক্রমণ কর।
(সমর)

(পাঠানগণ পরাজিত হইয়া—সেতুপরি গমন ও পলায়নোদ্যত

মামুদ বন্দী হইলেন)

নেপথ্যে হুমায়ুন। "কামান দাগো—কামান দাগো"—

(কামান ধ্বনি—কামানে সেতুধ্বংস—পাঠানগণের জলে ঝম্প প্রদান)

মামুদ। ওঃ—খোদা!

(হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন। ব্যস্—এই যে সাজাদা!

(বাবরের প্রবেশ)

হুমায়ুন। পিতা—শত্রুগণ সম্পূর্ণ পরাজিত। এই সেই দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহী।

মামুদ। কে বিদ্রোহী?

সের। সাবধান সাজাদা—সম্রাটের সম্মুখে চোখ রাঙানো শোভা পায় না।

মামুদ। বিশেষতঃ বন্দীর—না?

বাবর। (স্বহস্তে বন্ধন খুলিয়া) আর তুমি বন্দী নও—মামুদ।

সের। জনাব! ইব্রাহিমের পুত্র মামুদ আপনার চির শত্রু।

বাবর। সের! মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা—ঠিক এমনি ভাবে বদ্ধ-হস্ত-পদ হয়ে আমার হুমায়ুন বন্দী হয়েছিল। ঠিক এমনি সে—পিতৃশত্রুকে তৃণের মত জ্ঞান করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক এমনি সে দৃশ্য! সের, মনে পড়ে আমি ছুটে রাণার চরণে লুটীয়ে পড়ে-

ছিলুম্—কাতর কণ্ঠে হুমায়ুনের মুক্তি ভিক্ষা করেছিলুম্। যাও মামুদ—মুক্ত তুমি।

মামুদ। কারণ?

বাবর। মামুদ! বীণার ঝঙ্কারে সুরের সৃষ্টি—অস্ত্রের ঝন্ঝনায় বীরের উৎপত্তি—রণস্থলে তার উন্নতির সোপান, জয়োল্লাসে তার প্রতিভার বিকাশ। তোমার জীবনের সাধনা নষ্ট করে দেবে না মোগল যাও. পাঠান—মুক্ত তুমি।

মামুদ। (স্বগত) এই আমার পিতৃহন্তা? এত করুণা ঘাতকের! মা—মা! বড ভুল করেছো—তোমার ধারনা মিথ্যা—এ অসম্ভব! রাজ্য চায় শাসন, শান্তি। এবার ভারত অনাবিল শান্তি উপভোগ কর্ব্বে। তাই হোক। আর আমার কোন ক্ষোভ নাই। (প্রকাশ্যে) সম্রাট! আজ আমি আপনার প্রজা। (তরবারী বাবরের পদতলে রাখিয়া) আপনি আমার রাজা।

বাবর। এস—বন্ধু! এস—পাঠান। এস—ভাই! আজ থেকে তুমিও আমার সেরখাঁর সহকারী—আমার শক্তি—আমার নির্ভর।

(তরবারী মামুদের হস্তে দান—মামুদ নতজানু হইয়া গ্রহণ করিলেন। বাবর ও হুমায়ুন অপর দিক দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

পঞ্চম দৃশ্য।

চন্দন-দুর্গাভ্যান্তর।

মেদিনী রায়, শঙ্কর, বিক্রমজীৎ, দুর্জ্জনসিংহ ও সৈন্যগণ।

মেদিনী। সমর্পন না করেও তো আর রক্ষা নাই।

দুর্জ্জন। নিশ্চয়ই! মহারাজ আমার সুপরামর্শ গ্রহণ করেন যদি—সত্বর কুমারকে বাবরের হস্তে সমর্পণ করুন, নহিলে অচিরে সপরিবারে সসৈন্যে বাবরের কোপানলে পড়ে ভস্মীভূত হতে হবে। দেখছেন তো যে দিক দিয়ে যাচ্ছে যেন মড়ক।

মেদিনী। তাই তো। তা ছাড়া অন্য উপায় তো নাই। আজ মাসাবধিকাল অবরুদ্ধ আছি! বাবরওতো অবরোধ করে বসে আছে। আমাদের খাদ্য সামগ্রীও তো শেষ হয়ে এল। এখন না সমর্পণ করলে—পরেও তো কর্ত্তে হবে। কিন্তু এখন হাতে তুলেও বা দিই কেমন করে।

শঙ্কর। যুদ্ধ করুন না।

দুর্জ্জন। আরে যাও—যাও। শুধু বল্লেই হল আর কি। যুদ্ধ করা—আর বলা সমান নয়—মূর্খ। অযথা প্রাণি হত্যা। মহারাজ। আপনি ও সব কুপরামর্শ নেবেন না। আমার কথা মত বিক্রমজীৎকে বাবরের হস্তে সমর্পণ করুন—মঙ্গল হবে।

মেদিনী। কিন্তু—

দুর্জ্জন। আমি মহারাজকে আগেই বলেছিলুম—যে কুমারকে আশ্রয় দেবেন না।

মেদিনী। তা কি পারি দুর্জ্জন?

দুর্জ্জন। তখন আশ্রয় না দিলে আজ এ বিপদ হ'তনা।'

শঙ্কর। অনাশ্রিতকে আশ্রয় না দেওয়াই রাজপুতের সনাতন ধর্ম্ম?

দুর্জ্জন। আরে তুমি চুপ কর বাতুল। তুমিইতো যত মুস্কিল বাধালে। এখন আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কেন বাবা সমস্ত রাজপুতানায় কি আর যায়গা পাওনি। এসে মরেছিলে এই দুর্গে।

শঙ্কর। যেখানেই যেতুম—সেখানকার অধিবাসীগণেরও তো এ দশা হত মন্ত্রী মহাশয়।

দুর্জ্জন। তাদের হ'ত—হ'ত! আমাদের কি?

শঙ্কর। বেশ আপনাদের যা অভিপ্রেত হয় করুন—দুর্গ সমর্পণ কর্ত্তে হয় করুন।

দুর্জ্জন। পথে এসো বাবা। বাবা সেধে ফাঁদে প'ড়ে কি লাভ বল আয় বাবা—আয় দিয়ে আসি।

শঙ্কর। একে কোথায় নেবে বৃদ্ধ? নিজেদের প্রাণের অত মায়া হয়—যাও—মোগলের দাসত্ব স্বীকার করগে। মেবার বংশের কেউ তা করবে না। আয় দাদা! (বিক্রমকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন বাহিরে মোগলের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল)

দুর্জ্জন। মহারাজ! দেখছেন কি? এখনি সদুর্গ উড়ে যেতে হবে। নিন্—ছিনিয়ে নিন্—ছিনিয়ে নিন্! দিয়ে আসি। ওরে নেনা তোরা কেউ ছিনিয়ে (কামানধ্বনি) ওরে বাবা!

বিক্রম। শঙ্কর দাদা! আমার ভয় কচ্ছে।

শঙ্কর। ভয় কি দাদা! তুই আমার বুকে মুখ লুকিয়ে থাক। সৈন্যগণ! রাজপুতগণ! বল তোমাদের কি মত? অবশ্য আত্মসমর্পণ কর্লে—আশ্রিতকে শত্রু হস্তে তুলে দিলে—তোমরা এ আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু ভাবো দেখি বীরগণ—একবার পরিণামের কথা। ভেবে দেখ ভাই সব এখনও সময় আছে। তোমরা বীর বংশে জন্ম গ্রহণ করেছো। রাজপুতের বীররক্ত এখনও তোমাদের ধমনিতে প্রবাহিত। বেছে নাও—সমর্পণে পরিণামে অনন্ত নরক জ্বালা ভোগ—আর রক্ষণে অন্তিমে উন্মুক্ত ত্রিদিব-দ্বার। (কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া পরে বলিলেন)

সৈন্যগণ! এই তোমাদের ভারতবিখ্যাত মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র কুমার বিক্রমজীত, মেবারের ভাবী রাণা। একে নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছিলুম—আশ্রয় ভিক্ষা করতে—আশ্রয় দিয়ে আজ আমাদের নিরাশ্রিত করো না। আমায় না আশ্রয় দাও, আমি এই মুহুর্ত্তে চলে যাচ্ছি। একে আশ্রয় দাও—একে বাঁচাও। মহারাণা সংগ্রাম-সিংহের পুত্রকে বাঁচাও। স্বর্গগত বীরশ্রেষ্ঠ হামীরের বংশধরকে বাঁচাও।

সৈন্যগণ। মরি মরবো—আমরা যুদ্ধ করব, আত্মসমর্পণ করবো না।

দুর্জ্জন। মহারাজ! দেখছেন কি? এ উন্মাদ বাতুল যে সকলকেই উন্মত্ত করে তুলেছে। মূর্খ সৈনিকগণ! আত্মসমর্পণ না করলে কারও নিস্তার নাই। আর কার আজ্ঞায় তোমরা যুদ্ধ করবে। কে তোমাদের চালনা করবে

(শুভ্রবসনা অশ্বারূঢ়া কর্ণদেবীর প্রবেশ)

কর্ণ। আমি চালনা করবো। সৈন্যগণ! বীরগণ! আমি তোমাদের চালনা করবো। (অবতরণ)

শঙ্কর। এসেছিস্ মা! এই নে তোর ছেলেকে ফিরিয়ে নে।

বিক্রম। মা! মা! মা এসেছো।

কর্ণ। আয় বাবা! (ক্রোড়ে উঠাইয়া মুখ চুম্বন)

শঙ্কর। একি মা? এ তোর কি বেশ মা। তবে কি?

কর্ণ। শঙ্কর! রাজপুতের গরিমা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

শঙ্কর! একি শুনাচ্ছিস্ মা? এ কি মর্ম্মভেদী সংবাদ?

কর্ণ। প্রকৃতিস্থ হও শঙ্কর। এখন বিলাপের সময় নাই। দেখছো না আমি কাঁদছিনি—অথচ ভেতরে আমার অশ্রু নদীর ঢেউয়ে বক্ষ-পাঁজর ক'খানা উপ্ড়ে তুলে নিচ্ছে। কি করবো কর্ত্তব্য আছে—শোক বিলাপ

তো কর্ত্তব্যের জলধমন্ত্রকে ছাপিয়া দিতে পারে না শঙ্কর! দুর্গাধিপতি মেদিনীরায়! মোগল দ্বারে কামান জাগিয়ে বসে আছে আর—

মেদনী। মা! আমি বুঝতে পারিনি। এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছিলাম। এই বৃদ্ধের কুপরামর্শ মন আমার ঘিরে রেখেছিল।

কর্ণ। বৃদ্ধ! জীবনে আর কদিন বাকী আছে তোমার। প্রাণের এত মায়া? এত ভয় বুকে করে রাজপুত হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলে কেন? আমি রমণী—আমার যেটুকু সাহস আছে—আমার যেটুকু শক্তি আছে—তোমার কি তাও নেই। ওঠ রাজপুত! আবরণ ছিঁড়ে ফেল—অন্ধকার টুটে যাক্! কর্ত্তব্য কর রাজপুত—স্বর্গের সোপান তৈরী হবে।

দুর্জ্জন। আমায় ক্ষমা কর মা। মোগলের বিজয় দুন্দুভির তার-স্বরে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ ভীত হয়েছিল। ক্ষমা কর মা! প্রায়শ্চিত্ত কর দুর্জ্জন—প্রায়শ্চিত্ত কর কাপুরুষ! (প্রস্থান)

কর্ণ। যাও সৈনিকগণ—যান্ দুর্গাধিপতি দুর্গ প্রাচীরে উঠে মোগলের উপর গুলি বর্ষণ করুন। দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করবার সময় এখনও হয়নি।

মেদিনী। মা এবার বুঝেছি—আমার হৃদয় ফিরে পেয়েছি। আয় মা এবার মায়ে ছেলেতে—মোগল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি। অবলম্বন পাই উঠবো—না পাই ডুববো,—

(জয় মা ভবানী বলিয়া সকলের প্রস্থান)

কর্ণ। বিক্রম!

বিক্রম। মা!

কর্ণ। (চুম্বন করতঃ) যা বাছা শঙ্কর দাদার কাছে যা! শঙ্কর একে দেখো—আমি যাই দেখি এরা আবার না মত বদলায়। (প্রস্থান)

(অন্যদিক দিয়া বিক্রম ও শঙ্করের প্রস্থান)

(নেপথ্যে ঘন ঘন কামানধ্বনি ও যুদ্ধ কোলাহল)

(দুর্জ্জনের প্রবেশ)

দুর্জ্জন। উঃ কি করলুম্—রাজপুত হয়ে রাজপুতের মুখে আগুন ছড়িয়ে দিলুম। কি কল্লুম্—কি কল্লুম। (প্রস্থান)

(কর্ণদেবীর পুনঃ প্রবেশ)

কর্ণ। আর সম্ভবে না। প্রায় সমস্ত সৈন্য নিহত—মোগলের কামানে দুর্গদ্বার ভগ্নপ্রায়। দুর্গ মধ্যে রমণীরা আছে—আগে তাদের ব্যবস্থা করি। শঙ্কর! শঙ্কর!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। কেন মা?

কর্ণ। বিক্রম কোথায়?

শঙ্কর। শুয়ে আছে। নিয়ে আসছি মা। (প্রস্থানোদ্যত)

কর্ণ। না উঠিও না—থাক, তুমি এস আমার সঙ্গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বিক্রমজীতের প্রবেশ)

বিক্রম! শঙ্করদাদা কোথায় গেল। মা কোথায় গেল। শঙ্কর দাদা! ও শঙ্কর দাদা—আমায় ভয় কচ্ছে। শঙ্কর দাদা ও শঙ্কর দাদা!

(প্রস্থান)

(রক্তাক্ত মেদিনী রায়ের প্রবেশ)

মেদিনী। পাল্লুম না—হ'ল না। ও কি? আগুন? দুর্গ মধ্যে আগুন!

(কর্ণ দেবীর প্রবেশ)

কর্ণ। ঐ রাজপুত রমণীর পরিণাম! যান্ এবার দুর্গদ্বার খুলে দিন্—

যে কয় জন রাজপুত আছে—তাদের নিয়ে—শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। মারুন—মেরে মরুন।

মেদিনী। তাই হোক মা—তুই সেনাপতি—তুইই আজ্ঞাদাতা। তোরই আজ্ঞা পালন করবো। (প্রস্থান)

কর্ণ। স্বামী! তোমার অন্তিম আজ্ঞা বুঝি পালন কর্ত্তে পাল্লুম না—বিক্রমকে বুঝি বাচাতে পাল্লুম না। (শঙ্করের প্রবেশ) পেয়েছো?

শঙ্কর। না মা।

কর্ণ। দ্যাখ খুজে দ্যাখ। কোথাও আছে নিশ্চয়, কোথায় যাবে। দুর্গদ্বার এখনও অর্গলাবদ্ধ—দুর্গ প্রাচীর এখনও শত্রুর অনতিক্রম্য। আছে কোথায়ও—দ্যাখ—খুজে দ্যাখ পাওতো। তাকেও ঐ কুণ্ডে নিক্ষেপ কোরো। রাণার বংশধরকে মোগলের হাতে সপে দিওনা। বিক্রম—বিক্রম! (প্রস্থানোদ্যত)

(বিক্রমের হাত ধরিয়া বাবরের প্রবেশ)

বাবর। এই যে মা তোমার সন্তান। মোগলের হাতে সঁপে না দাও—চল মা, মেবারে ফিরে চল। মেবারের শিরে মেবারের রত্ন পরিয়ে দিই—রাজপুত উজ্জীবিত হোক—মোগল ধন্য হোক। সন্তানের উপর অভিমান করো না জননী।

কর্ণ। তা হবে না মোগল! অস্ত্র নাও—যুদ্ধ অনিবার্য্য। শত্রু তুমি—আমি তোমার দয়ার ভিখারী নই। অস্ত্র নাও মোগল।

বাবর। মা! সহস্র বীর সন্তান থাকে যদি তোমার দাও মা—তাদের রণসাজে সাজিয়ে দাও। রমণী তুমি মাতৃ-স্থানিয়া। মায়ে ছেলেতে যুদ্ধ চলে না। এই আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করলুম।

কর্ণ। মোগল!

বাবর। ভ্রূকুটী কেন মা! জগতের সমস্ত শক্তি একত্রিত হলেও মোগল ভীত হবে না। কিন্তু রমণী সম্মুখে তার শির—নত হয়ে গেছে। নাও মা ভারত সিংহাসন—উঠাও মা তোমারই বিজয় সঙ্গীত—বাজাও মা তোমারই বিজয় ভেরী। আদেশ কর মা এই মুহূর্ত্তে আমি সসৈন্যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে চলে যাই। মেবার-রাজ্ঞী, বড় হতভাগ্য আমি। নিঃসহায়, নিরাশ্রয় করে শৈশবে জনক জননী আমায় পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। নিষ্ঠুর সমরখন্দবাসী এ হতভাগ্যকে দূরীভূত করে দিয়েছে। বুকে তীব্র জ্বালা ধরে লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর মত ছুটে বেরিয়েছি, বদ্ধ বাতাসের একটা উচ্ছ্বাসের মত হাহাকারে ছড়িয়ে পড়েছি—যাকে স্পর্শ করেছি—পুড়ে আঙ্গার হয়ে গিয়েছে। মোগলের উষ্ণ নিশ্বাসে সোনার ভারত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। দাও মা সন্তানকে বিদায় দাও, চল মা মেবারে ফিরে চল।

কর্ণ। তবে কেন মোগল—না—না—আমায় মাতৃ সম্বোধন করেছে—মা বলে ডেকেছে আমি কি অভিশাপ দিতে পারি—সে যে বড় ভয়ঙ্কর হবে। নারীর অভিসম্পাত—বিধবার মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস সে যে বড় ভয়ঙ্কর হবে। বাবর! বাবর! বিক্রম তোমার—ভারত তোমার।

(প্রস্থান)

শঙ্কর। একি দেখালি মা। একি প্রহেলিকা ঈশ্বর!

(প্রস্থান)

বাবর। তবে এস তুমি—ছোট ভাইটী আমার এস রাণা—মেবারের সিংহাসন উজ্জলতর কর্ত্তে এস।

(দুর্জ্জনের প্রবেশ)

দুর্জ্জন। (স্বগত) এই যে পেয়েছি। (প্রকাশ্যে) এই যে সম্রাট! সম্রাট—সম্রাট! বড় বিপদ—বড় বিপদ। শীঘ্র চলে আসুন।

বাবর। কে তুমি? কি বিপদ?

দুর্জ্জন। সম্রাট! বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে। রাণীমা আত্মহত্যা করেছেন আপনাকে আপনাকে একবার দেখতে চেয়েছেন বিক্রমকে একবার দেখতে চেয়েছেন—

বাবর। সে কি? কোথায়? কোথায়? আদর করে অমৃতের ভাণ্ডার তুলে দিয়ে অভিমানে বিষ বেছে নিলি মা!

(সকলের প্রস্থান)

(হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন। কোথায় গেলেন। শত্রুপুরী। কোথায়ও খুঁজে পাচ্ছিনি। যুদ্ধতো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে আমরা তো অনেকক্ষণ জয়লাভ করেছি। কিন্তু এখনও পিতাকে খুঁজে পেলুম না। (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ) কোথায় গেলেন?

(মোগল বেশে দুর্জ্জনের প্রবেশ)

দুর্জ্জন। এই যে সাজাদা।

হুমায়ুন। সৈনিক পিতাকে দেখেছো?

দুর্জ্জন। সাজাদা! শিগ্‌গির আসুন বড় বিপদ—বড় বিপদ। সম্রাট মৃত্যু-শয্যায়।

হুমায়ুন। সে কি? কোথায় তিনি?

দুর্জ্জন। সাংঘাতিক আঘাত। যান শীগ্‌গির যান কেউ দেখবার

নেই ঐ পূর্ব্বদিকে একেবারে সোজা—আমি যাই—জল নিয়ে আসি—কোথাও এক ফোটা জল নাই।

হুমায়ুন। পিতা! পিতা! (দ্রুত প্রস্থান)

(ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া)

দুর্জ্জন। রোসো বাবা—ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দ্যাখনি। এইবার দেখবে রাজপুতের প্রতিহিংসা কত ভয়ঙ্কর। আমরা তো গিয়েছি তবে তোমাদেরও না নিয়ে যাচ্ছিনি। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মহাল।

(বাবর, বিক্রম ও দুর্জ্জনের প্রবেশ)

বাবর। কোথায় সৈনিক?

দুর্জ্জন। এই যে জনাব আর একটা মহাল পার হলেই ছোট মহাল। আমি অনেক কষ্টে মাকে ছোট মহালে শায়িত করে রেখে এসেছি। আসুন।

বাবর। (স্বগত) সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে আসছে। এত বড় একটা দুর্গ জন মানব শূন্য। একটু শব্দও শোনা যায় না—একটা ক্ষীণ আলোক রেখা দেখা যায় না। মনে হয় বড় পুরাতন একটা স্মৃতি জড়িয়ে ধরে অধ্যক্ষ বেদনায় মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

দুর্জ্জন। আসুন—বিলম্ব করবেন না সম্রাট! ভগবান না করুন তিনি আর বেশীক্ষণ নেই।

বাবর। চল—

দুর্জ্জন। আসুন। এস বাবা তুমি আমার ক্রোড়ে এস। (বিক্রমকে কোলে লইলেন) (বেগে হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন। পিতা! পিতা!

বাবর। একি? হুমায়ুন!

হুমায়ুন। পিতা। সংবাদ পেলুম—আপনি আহত।

বাবর। আহত? কে বল্লে?

হুমায়ুন। সেকি? পিতা! তবে কি? পিতা! আমরা প্রতারিত—বুঝি সর্ব্বনাশ হয়।

বাবর। সৈনিক।

(দুর্জ্জন পশ্চাতে আসিয়া বাঁশী বাজাইল, মুহূর্ত্তে লৌহ কপাট পড়িয়া গেল। বাবর ও হুমায়ুন বন্দী হইলেন)

দুর্জ্জন। হুজুর! সেলাম। একটু বিশ্রাম করুন আমি অতিথি সৎকারের বন্দোবস্ত করি। সম্রাট-অতিথি—সৎকার করবো না—চল বাবা।

(বিক্রমকে লইয়া প্রস্থান)

বাবার। পুত্র!

হুমায়ুন। পিতা!

বাবর। আমার সোনার তরী বুঝি মাঝ দরিয়ায় তলিয়ে গেল।

(জ্বলন্ত পলিতা হস্তে দুর্জ্জনের প্রবেশ)

দুর্জ্জন। সৎকার—সৎকার—অতিথি সৎকার! রাজপুতের দেশে

এসেছো মোগল—খাও আগুন খাও! খাও আগুন খাও! (কারাগারের চতুর্দ্দিকে অগ্নি সংযোগ) সৎকার—অতিথি সৎকার। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

(প্রস্থান)

বাবর। পিশাচ! একি কল্লি! আগুন ধরিয়ে দিলি! খোদা! (হতাশভাবে উপবেশন) পুড়ুক্ সর্ব্বাঙ্গ ভস্মীভূত হয়ে যাক—মেবার বংশ ধ্বংশ করেছি—পাঠানকে নির্ম্মূল করেছি—চন্দন দুর্গ ভস্মীভূত করিছি—আজ তার প্রায়শ্চিত্ত।

হুমায়ুন। দেখি যদি পারি। এ কঠিন লৌহদণ্ড যদিই বা এই প্রতারিত হতভাগ্য বিদেশীর একটুকু পথ ছেড়ে দেয়। শক্তি দাও খোদা! হুমায়ুন! হতভাগ্য! পিতা বিপদগ্রস্থ এতটুকু শক্তি নাই যদি—তবে জন্মিয়েছিলি কেন? খোদা! হাত দুখানি গুটিয়ে বেশ দেখছো—জগতের একটা কীর্ত্তি নষ্ট হয়ে যায়—একটা দেশের গৌরব লুপ্ত হয়ে যায়—একটা প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যায়—আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসে আছো। হুমায়ুন! আর একবার—আর একটু—(গরাদে ভাঙ্গিবার উদ্যম)

(হাতিয়ার হস্তে বিক্রমের প্রবেশ)

বিক্রম। ওতে হবে না—ও রকমে পারবে না। এই নাও হাতিয়ার নাও—ভাঙ্গ—ভেঙ্গে বেরোও।

(গরাদের ভিতর দিয়া হাতিয়ার দান, হুমায়ুন হাতিয়ারে গরাদ ভাঙ্গিলেন—কিন্তু দ্বিগুণ তেজে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল)

হুমায়ুন। এ আবার কি কল্লে—তুমি ঈশ্বর। চতুর্দ্দিকে অগ্নি—চতুর্দ্দিকে আগুন লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে গিলতে আসছে। কি করে বেরোই—কি করে পালাই।

বাবর। পুড়ুক্! মরি—প্রায়শ্চিত্ত—সহস্র পাপের প্রতিফল।

হুমায়ুন। কে মরবে? আপনি? আমি বেঁচে থাকতে নয়। আসুন পিতা, আর এক মুহূর্ত্ত এখানে নয়। খোদা? রক্ষা কর—পিতাকে রক্ষা কর।

(বাবরকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বাহিরে আগমন হুমায়ুনের
সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল, বাহিরে আসিয়া
হুমায়ুন পড়িয়া গেলেন, জলিয়া জলিয়া
কারাগার কক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল)

(বাবর বিক্রমকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন)

বাবর। বিক্রম—বিক্রম—প্রাণদাতা আমার—পিশাচের কবল থেকে কেমন করে এলে ভাই?

বিক্রম। দুর্জ্জন মরেছে, বারুদখানায় আগুন লেগে তাকে ভস্ম করে ফেলেছে।

বাবর। ওকি হুমায়ুন! তুমি অমন কচ্ছো যে—একি? সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়ে গিয়েছো—মা! মা! আমায় বাঁচাতে গিয়ে—একি করলে তুমি? হুমায়ুন! আমার সাধের হুমায়ুন!

সপ্তম দৃশ্য।

মসজিদ অভ্যন্তর।

একটী স্ফটীক স্তম্ভ বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া দেলেরা বসিয়াছিলেন,
স্তম্ভে উজ্জ্বল আলোকে লিখিত "দহির" "দরিয়া" "দেলেরা"।

দেলেরার গীত।

আজ আর মোরে পারিবে না ছেড়ে যেতে গো,
প্রাণে প্রাণে আজ উঠিছে বাজিয়া, মহা মিলনের গীতি গো।

আজি মরনের পারে আসিয়া, পড়েছি চরণে লুটিয়া
আবেগে তন্দ্রা ঢেকে দেছে সব —
মধুরিমা সব বাসনা গো;
গান প্রীতি ভাষা ভয় ভীতি আশা—
নাই নাই আর নাহি গো।

অষ্টম দৃশ্য।

উত্তমরূপে সজ্জিত কক্ষ।

কোচে উপবিষ্ট—হকিমদ্বয়।

(বাকার প্রবেশ)

বাকা।—কি রকম দেখলেন—প্রাণের আশা আছে তো হকিম সাহেব

১ম হকিম। কি আর বলবো মিঞাসাহেব। এখন আর দাওয়াইয়ের বাহির।

বাবর। একটু জল চাইছে—দোবো হকিমসাহেব?

১ম হকিম দিন। (বাবর হুমায়ুনকে স্বহস্তে জলপান করাইলেন ও শয্যাপার্শ্বে বসিলেন) আমরা তবে এখন আসি মিয়াসাহেব। প্রয়োজন হয় ত সংবাদ দিবেন।

বাকা। আসুন, (হকিমদ্বয়ের প্রস্থান) (স্বগত) পুত্র স্নেহ!!

বাবর। (উঠিয়া আসিয়া) ঘুমুচ্ছে—ঘুমোক! আজ মাসাধিক হুমায়ুনের চোখে নিদ্রা নাই। নিদ্রা! সর্ব্ব সন্তাপ হারিণী নিদ্রা! আমার হুমায়ুনের সন্তাপিত প্রাণ শীতল করে দাও। অধীর হৃদয় সুস্থির করে দাও। (৩য় হকিমের প্রবেশ)

৩য় হকিম। বন্দেগি সম্রাট।

বাবর। এই যে হকিম সাহেব। (হকিমের হাত ধরিয়া) আসুন হকিম সাহেব। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হকিম আপনি—দিন্ এমন একটা দাওয়াই দিন্ যাতে আমার হুমায়ুনের প্রাণ রক্ষা হয়। বিনিময়ে আপনাকে আমি সকলি দিচ্ছি। দাসখৎ লিখে দিচ্ছি। শুধু আমার হুমায়ুনকে বাঁচিয়ে দিন্।

৩য় হকিম। কিছুই দিতে হবে না সম্রাট।

(হকিম হুমায়ুনের নাড়ী ধরিবা দেখিলেন, তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া গেল)

বাবর। কি দেখলেন হকিম সাহেব?

৩য় হকিম। জনাব্!

বাবার। বলুন—নীরব রইলেন যে?

৩য় হকিম। সাজাদার আশা পরিত্যাগ করুন। সমস্তই মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ।

বাবর। (অর্দ্ধোন্মাদ) কি? কি বল্লে হকিম—হুমায়ুনের আশা পরিত্যাগ করবো? হুমায়ুনের আশা পরিত্যাগ কর্ব্বো? হুমায়ুনের আশা পরিত্যাগ করবো হকিম? তার পূর্ব্বে—আমার মাথায় যেন—ওঃ—

(স্বরবদ্ধ হয়ে গেল হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন
ধীরে ধীরে হকিমের প্রস্থান)

বাকা। অস্থির হবেন না জনাব। আপনি বিচলিত হলে সাজাদা যে আরও অস্থির হয়ে পড়বেন জনাব, স্থির হোন।

বাবর। (উন্মাদ) সাধ্য কি? এত ক্ষমতা তাঁর? কোন হ্যায়! লেয়াও—কামান লেয়াও, বারুদ লেয়াও, সেরখাঁ সৈন্য সাজাও, সেনা-পতি রণবাদ্য বাজাও। আজ মৃত্যুর সঙ্গে লড়বো—কামান দাগিয়ে মৃত্যুর

বুকে মৃত্যুর লীলা দেখিয়ে দেবো। দেখি কার সাধ্য হুমায়ুনের অঙ্গ স্পর্শ করে।

বাকা। (স্বগত) এ যে উন্মাদের প্রলাপ! (প্রকাশ্যে) অধীর হবেন না সম্রাট—খোদাকে ডাকুন। খোদার মেহেরবানীতে সকলি সম্ভব।

বাবর। (উন্মাদের মত একবার চতুর্দ্দিকে একবার বাকার দিকে ও পরে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া পরে সহসা জানু পাতিয়া) খোদা! মেহেরবান্ খোদা! এইটুকু অনুগ্রহ কর। আমার এ রত্নটী কেড়ে নিতে দিয়ো না। তুমি আর যা দাও মাথা পেতে নেবো। দীন দরিদ্র করেছিলে। নিঃসহায় হতভাগ্যকে জগতের একটা বিদ্রুপ করে বিশ্বের বুকে ছেড়ে দিয়েছিলে? তুমিই আবার করুণায় বক্ষে টেনে নিয়েছো—তুমি আবার গৌরবান্বিত করেছো। আর একটু দয়া কর। আমায় একেবারে আকুল নৈরাশ্যে ভাসিয়ে দিয়ো না। আমার হৃদয় ভেঙে দিয়োনা। হুমায়ুন—আমার সাধের হুমায়ুন।

হুমায়ুন। কেন পিতা!

বাবর। একি করলুম, কেন ডাকলুম—কেন জাগালুম—একটু ঘুমিয়েছিল—একটু শান্তি পেয়েছিল—কেন ঘুম ভেঙে দিলুম।

হুমায়ুন। ওঃ—

বাবর। বড় কষ্ট হচ্ছে কি?

হুমায়ুন। বড় জ্বালা—প্রাণ যে যায় পিতা! উঃ—

বাবর। ওঃ (দীর্ঘনিশ্বাস ও শূন্য দৃষ্টি পরে সহসা উঠিয়া আসিয়া) বাকা! বাকা! কোন উপায়েই কি এর প্রাণ রক্ষা হয় না? কোন উপায়ে কি—

বাকা। জনাব্ !

বাবাব। বল—যে উপায়েই হোক ! জানতো বল বাকা—বাবরের সর্ব্বস্ব যায় বাকা—বল যে কোন উপায়েই কি—

বাকা। মানুষের সাধ্যাতীত হলে আর কি উপায় থাকবে সম্রাট ?

বাবর। যোগবল—সাধনার ফল—আধ্যাত্মিক শক্তি কোন উপায়ই কি নাই।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। আছে কিন্তু তা পার্ব্বে কি সম্রাট ?

বাবব। পারবো। আদেশ করুন প্রভু।

ফকির। পার্ব্বে।

বাবর। পরীক্ষা করুন।

ফকির। উত্তম। তোমার সর্ব্বাধিক মুল্যবান কোন বস্তু দিয়ে খোদার মনোস্তুষ্টি কর।

বাবর। তাতে হবে কি ফকির সাহেব ?

ফকির। তা হলেই তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হবে। কিন্তু সাবধান। সর্ব্বাধিক মূল্যবান হওয়া চাই খোদার চোখে ঝুটো চলবে না। বুঝে-সমঝে—সাবধান।

বাবর। খোদার মনোস্তুষ্টি করবো আমার এমন কি আছে। বাকা চিন্তাকর, চিন্তাকর। এ আবার নূতন পরীক্ষায় ফেল্লে ফকির।

বাকা। সম্রাট ! আপনি আগ্রার দুর্গ বিজয়ে যে কোহিনুর লাভ করেছেন তার মত মূল্যবান পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। আর সে কোহিনুর আপনারও বড় প্রিয়।

বাবর। কোহিনুর ? ঐশ্বর্য্য ? ঐশ্বর্য্য দিয়ে খোদার মনোস্তুষ্টি করবো কি বাকা। সর্ব্বত্যাগী সে জন—ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গাল তিনি ত নন্। ঐশ্বর্য্য পৃথিবীর ধূলোমাটী তা দিয়ে খোদার মনোস্তুষ্টি করবো। না বাকা তাতে হবে না। চিন্তা কর বাকা—চিন্তা কর। বাকা ! প্রাণ থাকে যদি তবে তো ঐশ্বর্য্য ! প্রাণের চেয়ে মূল্যবান কারও কিছু নেই। খোদা ! আমার প্রাণ নাও—হুমায়ুনের প্রাণ ভিক্ষা দাও।

বাকা। সর্ব্বনাশ কর্ব্বেন না সম্রাট।

বাবর। খর্ব্বদার বাকা বাধা দিয়ো না।

বাকা। কি কল্লে ফকির? কি সর্ব্বনাশ কল্লে?

বাবর। দুঃখ কি বাকা? তুমি অশ্রুজল ফেল না সাধু। আমার হৃদয় দুর্ব্বল করে দিয়ো না বন্ধু। হুমায়ুনকে বাঁচিয়ে মর্ত্তে আমার কোন দুঃখ নাই

হুমায়ুন। পিতা ও সর্ব্বনাশ করবেন না আমি ম—রি—আমার কোন খেদ নাই।

বাবর। উপায় থাকতে তুমি মর্ব্বে হুমায়ুন। অসম্ভব! আর একটু সবুর কর পুত্র।

(এই বলিয়া বাহু সম্বদ্ধে বক্ষে নিমীলিত নয়নে বাবর হুমায়ুনের শয্যার চতুর্দ্দিকে তিনবার ঘুরিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে বলিতে লাগিলেন)

খোদা! সর্ব্বশক্তিমান! তোমারি এ প্রাণ—তোমারি এ দান তুমিই তা গ্রহণ কর—বিনিময়ে আমার হুমায়ুনকে বাঁচিয়ে দাও আমার হুমায়ুনকে রক্ষা কর—হুমায়ুনের প্রাণ ভিক্ষা দাও দয়াময় খোদা! মেহেরবান (পুষ্প বৃষ্টি—) (পরে সহসা সম্মুখে আসিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন) মুক্ত মুক্ত তুমি হুমায়ুন। নিয়েছি—আমি নিয়েছি। ফকির! ফকির! কি বলে জানাবো আজ তুমি আমার কি কল্লে—মোগলের কি উপকার কল্লে। আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর হুমায়ুন! অভিবাদন গ্রহণ কর মা ভারত ভূমি—আজ সিদ্ধ আমার সাধনা—সফল প্রাণের কামনা—খোদা।

(বাবর ঢলিয়া পড়িলেন ফকির অগ্রসর হইয়া বাবরকে বক্ষে টানিয়া লইলেন, হুমায়ুন অস্বাভাবিক শক্তিতে উঠিয়া আসিয়া)

হুমায়ুন। পিতা! পিতা! আমার প্রাণরক্ষায় আপনার এ অমূল্যজীবন বিসর্জ্জন দিলেন পিতা। (বলিয়া বাবরের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। ফকির ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন—বক্ষ উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল বাকা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ফকির একহস্তে বাবরকে বক্ষে ধরিয়া অন্য হস্ত হুমায়ুনকে আশীর্ব্বাদ করিতে প্রসরিত করিয়া দিলেন)

যবনিকা।